সাবিত্রী-সত্যবান

[পৌরাণিক নাটক]

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসাক প্রণীত

সাহিত্য-সরস্বতী

প্রথম অভিনয় রজনী

স্থান—শিলং পুলিশ লাইন।

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

শ্রীরাধানাট্য কোম্পানিতে অভিনীত

স্বর্ণলতা লাইব্রেরী

৭|১এ রবীন্দ্র সরণী কলি-৩

প্রথম সংস্করণ]

। মূল্য পাঁচ টাকা।

"রাধার নিয়তি"। শ্রীচণ্ডীচরণ ব্যানার্জী প্রণীত। এ রাধা বৃন্দাবনের নয়। বাংলার একটি গণ্ডগ্রামেরই মধ্যবিত্ত সংসারের মেয়ে, যেমন মা-বাপের আদুরে তেমনি দুরন্ত। যদিও তাকে নিয়েই গল্পের অবতারণা, তবুও দেখতে পাবেন ধনীর কূটচক্রে সরল গৃহস্থের সোনার সংসার কিভাবে ভেঙে যায়। মধ্যবিত্ত সংসারের ছেলে অমল বিলেতে ডাক্তারী পড়তে যায় বাপের যথাসর্ব্বস্ব বাঁধা দিয়ে। ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর বাপ দীননাথ ছেলের পাশ করে আসার আনন্দে উৎসবের আয়োজন করে। কিন্তু বিলাতের এক বাঙালী সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করে এনে বাপ-মাকে ভুলে যায়, বাপ হয় সর্ব্বস্বান্ত। পৈতৃক ভিটে বাঁচাতে রাধা অশীতিপর বৃদ্ধকে বিবাহ করে। তার ফলে রাধার বাগদত্ত স্বরূপ 'প্রিয়ার বিরহে মাতাল হয়ে যায়।

শ্রীপ্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য রচিত ঐতিহাসিক নাটক। **জীবন মৃত্যু, রক্ত পলাশ, জলদস্যু বা রক্ত দাও**—অম্বিকা ও শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত দিগ্বিজয়ী ঐতিহাসিক নাটক। বাঙালীর বিপর্য্যস্ত জনজীবনে কান্নার ঝংকার হিন্দু-মুসলমান নারী-পুরুষ নির্ব্বিচারে যখন স্বার্থবাদী অর্থলোলুপদের ষড়যন্ত্রে পর্তুগীজ জলদস্যুর হাতে পণ্যের মত বিক্রীত হচ্ছে, সুবেদার নিজাম তখন সরাবের নেশায় মশগুল। বিদেশীর অত্যাচারে পীড়িত প্রজার অশ্রুসিক্ত আবেদন, অন্তরে বিদেশীর কুশাসকের বিলাস-বহুল কণ্ঠে মদিরাসিক্ত হাসি। সেনাপতি হাসান খাঁ অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চায়, কিন্তু পারে না। নির্য্যাতিত জাতির মুখে হাসি ফোটাতে ঝড়ের বেগে ছুটে এল একজন বীর, যুদ্ধ ঘোষণা করলো নরপিশাচ জলদস্যু ক্যাপ্টেন পেড্রোর বিরুদ্ধে।

ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস, ১৯এ এইচ ২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
হইতে শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীরঞ্জিত
কুমার শীল কর্তৃক প্রকাশিত।



অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর প্রযোজক পরিচালক ও

শক্তিমান অভিনেতা

শ্রীযুক্ত অমিয় বসু

মহাশয়ের করকমলে নাটকটি উৎসর্গীত হইলো—

ইতি—

গুনমুগ্ধ

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ বসাক

ভূমিকা

ভারতের গৌরব তার অধ্যাত্মবাদে, তার নারী জাতির সতীত্ব গৌরবে। যুগের হাওয়ায় সেই দেবদুর্লভ সতীত্ব আজ লালসায় কালিমালিপ্ত কাঞ্চন মূল্যে পথে ঘাটে বিক্রিত। ভারতকে বাঁচতে হলে এই—সতীত্ব গৌরবের আদর্শ ঘরে ঘরে সবার সামনে তুলে ধরতে হবে।

সতীত্ব গৌরবে কেমন করে রক্তমাংসে গড়া সামান্যা এক মানবী মৃত্যুপতি যমকে পরাজিত করে মৃত স্বামীর জীবন ফিরিয়ে এনেছিলো সেই অপূর্ব গৌরবময় কাহিনীই এই "সাবিত্রী সত্যবান" নাটকের মূল গল্প।

শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানী এই নাটক অভিনয়ে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে তার জন্য তার পরিচালক ও শিল্পী গোষ্ঠীকে ধন্যবাদ।

সৌখীন নাট্য সমাজের জন্য সহজভাবে লেখা এই নাটক গ্রামে গ্রামে অভিনীত হলেই আমার উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক হবে।

শুভ-অক্ষয়-তৃতীয়া
২২ বৈশাখ ১৩৪৭

ইতি—
শ্রীজিতেন্দ্র নাথ বসাক

প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের নূতন নূতন নাটক

পদ্মানদীর ঝড়—শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতার প্রসিদ্ধ নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। পদ্মানদীর বুকে ঝড়ের গতিমুখে দুখানা পানসী নৌকা ডুবি হয়ে তিনটি শিশু তলিয়ে গেল। তারা বেঁচে রইল কি না তাই নিয়ে নাটকের সৃষ্টি। সুলতান নসরৎ শাহ তখন গৌড়ের সিংহাসনে, নদীয়াকে কাজীর অত্যাচার মুক্ত করতে ফুলিয়ায় বাঙালী ছেলে মরণের মুখোমুখী হয়ে যুদ্ধ করছে। সেই যুদ্ধের মাধ্যমে পদ্মানদীর ঝড়ে হারিয়ে যাওয়া শিশুরা সাধারণের কাছে পরিচিত হয়েছিল কিনা তার প্রমাণ এই নাটকে।

পথের সাথী—শ্রীনন্দগোপাল রায়চৌধুরী প্রণীত অন্নপূর্ণা অপেরায় সগৌরবে অভিনীত। অমর পুরের করালী প্রসাদের মেয়ের বিয়ে, নহবত বাজছে, বরও এল, কিন্তু টাকা যোগাড় না হওয়ায় বরকর্ত্তা করালীকে দয়া করলে না, বর নিয়ে উঠে চলে গেল। কিন্তু করালীর বুকে অপমানের ঝড় বইল, বাইরেও প্রবল ঝড়, সেই দুর্যোগপূর্ণ রাতে ভবঘুরে দুর্য্যোধন রায় আশ্রয়ের সন্ধানে এসে বিয়ে করল মৃণালিনীকে। কিন্তু সঙ্গে নিলে না, মাতুলের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে যাচ্ছিল, সুতরাং একাই গেল, আর ফিরল না। সিরাজউদ্দিন আহম্মদ প্রণীত—**ভাই ভাই**।

ভুলের সাজা—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত পৌরাণিক নাটক। অযোধ্যার রাজপুত্র দণ্ডের ব্রাহ্মণের বেশে মহর্ষি শুক্রাচর্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ। ঋষিকন্যা অজার সহিত গোপনে গন্ধর্ব্ব বিবাহ। অজার গর্ভে রাজাধিরাজ হারিতের জন্ম। ঋষির অভিশাপে অজার স্বামী-পুত্রের ধ্বংস—সঞ্জিবনী মন্ত্র বলে অজা কর্ত্তৃক স্বামী-পুত্রের জীবন দান। রাজার রক্ষায় পুরণের আত্মবলি—স্বার্থের খড়্গ শক্তিধরের বলিদান—রাজকন্যা জবার আত্মহত্যা—পতিশোকে সতী অজার বুকফাটা হাহাকার।

যাত্রা সাহিত্যের আকাশে নূতন জ্যোতিষ্ক

গণেশ অপেরার বিজয় মাল্য

ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌরাণিক নাটক

—স্বর্গ-হতে-বিদায়—

স্বর্গ—যেখানে দেবতারা বাস করেন। বসন্ত সেথা চির বিরাজিত। দেব দেবী অপ্সরাদের দেহে-মনে অক্ষয় যৌবনের জল তরঙ্গ। সুখ শান্তি ঐশ্বর্যের যেখানে শেষ নেই, সেই স্বর্গে উঠলো বিপর্য্যয়ের ঝড়। দেবতাদের পাপে সৃষ্টি হলো দানব জাতির, দানব রাজ জম্ভাসুরের প্রাসাদে আশ্রয় নিল দেবতা চন্দ্র ও দেবী তারা। বৃহস্পতি এলেন পত্নী তারা কে স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, দানব সেনাপতি হিরন্যকশিপু বললেন-না। জম্ভাসুর বললেন না-না আশ্রিতকে আমরা আশ্রয় হীন করবো না, প্রচেতা বরুণ, দিকপাল দক্ষ, দেবরাজ ইন্দ্র ক্ষিপ্ত হলেন—, রোহিণী শুরু করলো যোগ তপস্যা। দানবের সুখের সংসারে নেমে এল দেবতাদের অভিশাপ। রাজ কন্যা কয়াধূ, সহসেনাপতি কুজম্ভকে করলো অপমান। প্রেমের আকাশে দেখা দিল বেদনার ধুমকেতু। প্রসূতীর মাতৃ হৃদয় উঠলো কেঁদে। বৃহস্পতির অভিশাপে যক্ষা গ্রস্ত হলেন সুন্দর দেবতা চন্দ্র। তারা হলেন গর্ভবতী। সৌর মণ্ডলে সুরু হলো তারকাময় সংগ্রাম—রোহিণীর তপস্যায় সৃষ্টি হলো কালপুরুষের। বুধের জন্ম হলো। সৌর মণ্ডলে জন্মাল নূতন গ্রহ। কিন্তু দেব-দানবের যুদ্ধ কি থামলো? কয়াধূ পেলকি তার দয়িত কে? দেবতা বুধ স্থান পেলো কোথায়? অনেক মনের অনেক জিজ্ঞাসার জবাব দেবে এই নাটক "স্বর্গ হতে বিদায়।"

চরিত্রলিপি

পুরুষ চরিত্র

যম, পাগলবেশী ভবিতব্য,	...	...	
দ্যুমৎসেন	...	...	শাল্ব-রাজ।
সত্যবান	...	...	ঐ পুত্র।
মহাবল	...	...	ঐ সেনাপতি।
শঙ্খনাদ	...	...	ঐ দেহরক্ষী।
অশ্বপতি	...	...	মদ্র-রাজ
দেবল	...	...	ঐ পুরোহিত।
ভালুক সরদার	...	...	অনার্য দলপতি।
মংলু	...	...	ঐ সহচর।
পশুপতি শর্মা	...	...	বিয়ে পাগলা বৃদ্ধ।
পলাশ	...	...	শঙ্খনাদের বালক পুত্র।
জহ্লাদ, জংলীদল।	...	...	

নারী

শৈব্যা	...	...	শাল্বের মহারাণী।
সাবিত্রী	...	...	মদ্র-রাজকন্যা।
নন্দা	...	...	শঙ্খনাদের সুন্দরী যুবতী স্ত্রী।
ঝুমনী	...	...	ভালুক সরদারের স্ত্রী।



[অভিনয়কালে নাটকের নাম পরিবর্ত্তন নিষিদ্ধ]

প্রথম অভিনয় রজনী অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

যম—	জ্যোতি দত্ত।
পাগলবেশী ভবিতব্য—	অমূল্য নট্ট।
দ্যুমৎসেন—-	অজিত মুখার্জী
সত্যবান—	শান্তি হাজরা
মহাবল—	বিমল লাহিড়ী।
শঙ্খনাদ—	অসিম বসু।
অশ্বপতি—	হরীপদ আদক।
দেবল—	সুশীল নস্কর।
ভালুক সরদার—	দাশুরথী শেঠ
মংলু—	অনীল রায়।
পশুপতি শর্মা—	বীরেন চ্যাটার্জী (ক্রীম্)
পলাশ—	বাসনা।
জহ্লাদ—	জংলীদল।
শৈব্যা—	প্রতিমা ভট্ট।
সাবিত্রী—	সীমা সরকার।
নন্দা—	সাধনা দাস।
ঝুমনী—	মঞ্জুশ্রীসেনগুপ্ত।

———

সাবিত্রী সত্যবান

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

কাল-ভৈরবের মন্দির।

[শাল্ব রাজ্যের সীমান্তে অরণ্য অঞ্চলে বাবা কাল-ভৈরবের মন্দির।
হঠাৎ নেপথ্যে দেখা গেল আগুনের লেলিহান শিখা।
মন্দিরে আগুন লাগিয়াছে।]

[নেপথ্যে রাজা দ্যুমৎসেন। আগুন—আগুন! কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর। পুড়ে মলাম—পুড়ে মলাম। কে আছ, রক্ষা কর—রক্ষা কর।

দ্রুত দ্যুমৎসেনের দেহরক্ষী শঙ্খনাদের প্রবেশ।

শঙ্খনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! রক্ষার কোন উপায় নেই। মন্দির হতে নিষ্ক্রমণের একমাত্র পথ আমি অবরুদ্ধ করে দিয়েছি। রক্ষার কোন উপায় নেই।

[নেপথ্যে দ্যুমৎসেন। রক্ষা কর—রক্ষা কর। মন্দির দুয়ার আমি কিছুতেই খুলতে পাচ্ছি না। আঃ! কে আছ রক্ষা কর।

শঙ্খনাদ। ব্যর্থ চেষ্টা। বহু কৌশলে যে আগুন আমি জ্বেলেছি—তার বেড়াজাল থেকে কিছুতেই তোমার রক্ষা নেই রাজা দ্যুমৎসেন।

নেপথ্যে দ্যুমৎসেন। আঃ! আঃ! পুড়ে মলাম—পুড়ে মলাম।

[দরজা ভাঙার চেষ্টার শব্দ]

শঙ্খনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—মর—মর! তুমি না মরলে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হবে না। তুমি মর—তুমি মর।

[নেপথ্যে দ্যুমৎসেন। আঃ! দরজাও যে ভাঙছে না। ভগবান ভৈরব, শক্তি দাও—শক্তি দাও! [দরজায় সজোরে আঘাত]

শঙ্খনাদ। কারো শক্তি নেই তোমাকে রক্ষা করে। যাই, দেখে আসি—কিভাবে আমার পরম শত্রুর লীলাবসান হয়! তোমার মৃত্যু হলেই এই শাল্বরাজের প্রধান সেনাপতির পদ হবে। আমার—আমার—আমার! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [প্রস্থান।

নেপথ্যে দরজা ভাঙার শব্দ। টলিতে টলিতে রাজা দ্যুমৎসেনের প্রবেশ। তাহার মাথার কিছু চুল ও ভুরু অগ্নিদগ্ধ, মুখমণ্ডলেও অগ্নিচিহ্ন। আগুনের শিখার ঝলকায় চোখ-দুটো অন্ধ হয়ে গেছে।

দ্যুমৎসেন। আঃ! আঃ! বহুকষ্টে দরজা ভেঙে বেড়িয়ে এসেছি। কিন্তু চোখদুটো যে আগুনের তাপে অন্ধ হয়ে গেল! আঃ! কি যন্ত্রণা! কি নিষ্ঠুরতা! ভগবান ভৈরব, তুমি কি বধির? তুমি কি নিদ্রিত? আঃ!

পড়িয়া গেল উদ্যত কৃপাণ হস্তে শঙ্খনাদের পুনঃ প্রবেশ।

শঙ্খনাদ। [বিকৃত কণ্ঠে] ভৈরব নিদ্রিত—কিন্তু কাল-জাগ্রত।

দ্যুমৎসেন। কে?

শঙ্খনাদ। তোমার কাল।

দ্যুমৎসেন। কে, শঙ্খনাদ! একটু জল—একটু জল দাও। প্রাণ যায়!

শঙ্খনাদ। জল! হাঃ-হাঃ-হাঃ! জল দিয়ে বাঁচাবার জন্য মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করিনি, রাজা!

দ্যুমৎসেন। তুমি! তুমি আগুন দিয়েছ? কেন? কেন?

শঙ্খনাদ। প্রথম কারণ—ঋণ পরিশোধ, দ্বিতীয় কারণ, আমার উজ্জল ভবিষ্যৎ।

দ্যুমৎসেন। শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। বাহুতে শক্তি আছে, মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে, অন্তরে জ্বালা আছে। সুবিধা পেয়েছি—সুযোগ এসেছে, তাই সবগুলিকে কাজে লাগিয়েছি।

দ্যুমৎসেন। চমৎকার শঙ্খনাদ—চমৎকার। খেতে পেতে না—পথে পথে ঘুরে বেড়াতে—আমি দয়া করে ডেকে এনে দেহরক্ষী করেছি। সে ঋণ কি তুমি এই ভাবেই পরিশোধ করতে চাও?

শঙ্খনাদ। তাই তো নিয়ম!

দ্যুমৎসেন। নিয়ম?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ, নিয়ম। মহারাজ দ্যুমৎসেনের হয়তো মনে নেই, তার রাজ্যেরই একটি ব্রাহ্মণ সন্তান শান্তশীল ছিল যার নাম—

দ্যুমৎসেন। শান্তশীল···শান্তশীল—না, মনে করতে পাচ্ছি না। আগে একটু জল দাও—

শঙ্খনাদ। জল! হবে না—হবে না।

দ্যুমৎসেন। একটু জল—তা ও হবে না?

শঙ্খনাদ। না। কারণ একদিন তোমারই আদেশে সেই নিরপরাধ ব্রাহ্মণকে এ রাজ্যে কেউ এক বিন্দু জল দিয়ে সাহায্য করেনি, একটু আশ্রয় দেয়নি, একটুকরো খাদ্য দেয়নি।

দ্যুমৎসেন। আমার আদেশে?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার আদেশে। "ভালবেসে সেই ব্রাহ্মণ বিবাহ করেছিল এক শূদ্রাণীকে—এই অপরাধে তুমি তাকে সাতপুরুষের ভিটে থেকে—জন্মভূমি দেশের কোল থেকে নির্বাসিত করেছিলে। মনে পড়ে—মনে পড়ে সে কথা!

দ্যুমৎসেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে—মনে পড়েছে। কিন্তু সেজন্য কি আমি দোষী? সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের বিধানে তাকে আমি দণ্ড দিতে বাধ্য হয়েছিলাম।

শঙ্খনাদ। বাধ্য হয়েছিলে—অথচ তুমি রাজা—ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক! সমাজের বিধান টাই বড় হলো আর দু'দুটো প্রেমিক মানুষের প্রাণ তোমার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

দ্যুমৎসেন। ভুলে যাচ্ছ শঙ্খনাদ, আমি রাজা হলেও সমাজকে মেনে চলতে বাধ্য।

শঙ্খনাদ। সমাজের তুষ্টির জন্য যে ন্যায়ান্যায় বিচার করে না—রাজা হওয়ার যোগ্যতাও তার নেই।

দ্যুমৎসেন। কিন্তু তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

শঙ্খনাদ। আছে—আছে, রক্তের সম্বন্ধ আছে।

দ্যুমৎসেন। শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। সেই হতভাগ্য শান্তশীলের রক্ত-মাংসে গড়া এই শঙ্খনাদ দিনের পর দিন, চোখের ওপর দেখেছে—কিভাবে একটা রাজার অত্যাচারে দু'দুটো হতভাগ্য প্রাণী অর্দ্ধাহারে, হতাশায় চরম দুর্গতির মাঝে মৃত্যুবরণ করেছে।

দ্যুমৎসেন। তুমি—তুমি তার সন্তান?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ, আমি। আজও আমার কর্ণে বাবার সেই অন্তিম ইচ্ছা স্পষ্ট ধ্বনিত হচ্ছে—"প্রতিশোধ নিও, শঙ্খনাদ প্রতিশোধ নিও।

বিনাদোষে যে আমাকে সমাজচ্যুত, দেশচ্যুত করেছে—তাকে তুমি চরম শাস্তি দিও শঙ্খনাদ—চরম শাস্তি দিও"।

দ্যুমৎসেন। শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—নির্মম নিষ্করুণ হত্যা—[তরবারি তুলিল।]

দ্যুমৎসেন। না-না, আমায় তুমি হত্যা করো না, হত্যা করো না। এই অন্ধকে তুমি দয়া কর শঙ্খনাদ! দয়া কর! [পায়ের ওপর পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেল।]

শঙ্খনাদ। দয়া—হাঃ-হাঃ-হাঃ!

আঘাতে উদ্যত দ্রুত প্রবেশ করিল ভালুক সরদার সে আসিয়া সজোরে শঙ্খনাদের তরবারিতে খড়্গ দিয়া আঘাত করিল।

ভালুক। সামাল। [উভয়ের ভীষণ যুদ্ধ। হঠাৎ শঙ্খনাদের অস্ত্র হস্তচ্যুত হইল।]

শঙ্খনাদ। [সভয়ে] কে তুই জংলী ভূত!

ভালুক। শয়তান মারা ভালুক। [খড়্গ উত্তোলন]

দ্যুমৎসেন। আঃ! একটু জল!

ভালুক। কে? [নীচু হইয়া দেখিতে গেল। শঙ্খনাদের পলায়ন। যা, শয়তান যা। খুব বাঁচিয়ে গেলি। ভালুক সরদার ভাগিয়ে যাওয়া দুষমনের পেছু কভি ছোটে না।

দ্যুমৎসেন। আঃ! প্রাণ যায়! জল!

ভালুক। মংলু এ বেটা মংলু, থোরা পানি নিয়ে আয়!

[নেপথ্যে মংলু] ঠিক হায়, সরদার!

হয়।

ভালুক। তু কোন আছিস রে? দেখিয়ে তো মনে হয় তু ভদ্দর আদমী আছে, বড় মানুষের ছেলিয়া আছে? তু কোন বটে রে?

দ্যুমৎসেন। আমি কে? আমি কে? কি পরিচয় তোমায় দেব, পাহাড়ী? একদিন আমার একটা বিরাট পরিচয় ছিল। কিন্তু আজ-আজ আমি কি? একটা সর্বহারা অন্ধ!

ভালুক। অন্ধুয়া! তু অন্ধুয়া আছিস? তব কেমন করিয়ে তু এ জঙ্গলমে আসলি রে? কোন তুকে লিয়ে আসলেক?

দ্যুমৎসেন। আমার ভাগ্য না-না দুর্ভাগ্য কর্মফল। নইলে একটা রাজ্যের রাজা সে এভাবে আগুনে পুড়ে মরতে যাবে কেন?

ভালুক। কোন রেজা? তু-তু রেজা আছিস?

দ্যুমৎসেন। ছিলাম। হয়তো আজো আমি বিশাল শাল্ব রাজ্যের রাজা। কিন্তু সব শূন্য সব ব্যর্থ।

ভালুক। তু রেজা দ্যুমৎসেন আছে?

দ্যুমৎসেন। হ্যাঁ আমিই দ্যুমৎসেন। কিন্তু তুমি কে?

ভালুক। হামি ভালুক সরদার। এই জংলা দেশের হামি রেজা আছে। লেকিন তুহার আছে পেরজা!

দ্যুমৎসেন। প্রজা! আমার প্রজা?

ভালুক। হাঃ-হাঃ পেরজা। লে রেজা বাবা, ভালুক সরদারের পেন্নাম নে।

একটা নারকেল মালাতে জল লইয়া মংলুর প্রবেশ।

মংলু। আউর হামি দিলাম পানি। খাইয়ে লে রেজা। [দ্যুমৎ-সেনের জল পান।]

দ্যুমৎসেন। আঃ! কি শান্তি! কি তৃপ্তি! এতদিন আমি ইচ্ছা

তোমাদের কাছ থেকে কোন কর নিইনি আজই বোধ হয় সব কর শোধ হয়ে গেল-না ?

ভালুক। তু হামাদের দয়ালু রেজা। হামাদের কাছে তু কুনদিন কর মাংগিসনি হামরা দেয়নি। লেকিন হামিলোক জানে এই মধুবন এই জংলীদেশ, ইহার মাট্টি, আসমান, মিঠা পানি সবই সব তুহার আছে-রে রেজা বাবা—তুহার আছে। হামরা গরীব আদমী বলিয়ে দয়াল রেজা—তু হামাদের কর মাপি দিয়েছে।

দ্যুমৎসেন। সরদার !

ভালুক। এখন বলতো রেজা বাবা, তু এখানটে কেমন করিয়া আসলি ? কেমন করিয়া বাবা কাল ভৈরবের মন্দিরমে আগ্ লাগিয়ে গেল।

দ্যুমৎসেন। সবই আমার কর্মফল। তাই শাল্ব রাজ্যের এই সীমান্তে জাগ্রত কালভৈরবের পূজো দিতে এসেছিলাম—একমাত্র দেহরক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে।

মংলু। কেন রে রেজা বাবা ? তুর এত আদমী থাকতে তু কেন একেলা আসলিরে ? তুহার দিলে ডর লাগলো না ?

দ্যুমৎ। না। কারণ আমি জানতাম-আমার রাজ্যে আমার কেউ শত্রু নেই। আমি যেমন সবাইকে ভালবাসি, এরাও আমাকে ঠিক তেমনি ভালবাসে।

ভালুক। হুঃ! এই মানুষ বরাটা কোন রে, রেজা বাবা ?

দ্যুমৎসেন। আমারই দেহরক্ষী শঙ্খনাদ! পথ থেকে কুড়িয়ে এনে পাশে ঠাই দিয়েছিলাম। তাই আজ সুযোগ পেয়ে মন্দির দুয়ার বন্ধ করে আমাকে হত্যা করার জন্য আগুন ধরিয়ে দেয়। সর্বশেষ আগুনের হল্কায় অন্ধ এই দ্যুমৎসেনকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়।

মংলু। সাবাস। সাবাস ভদ্দর আদমীর জাত।

ভালুক। মংলু।

মংলু। চল—চল—সরদার। ই সব ভদ্দর আদমীর হাওয়া হামাদের গায়ে লাগলে হামরা লোকভি বেইমান বনিয়ে যাবে।

দ্যুমৎসেন। ঠিক ঠিক বলেছ। ভদ্রলোক বলে, আর্য্য বলে আমরা বড়াই করি। কিন্তু আসলে আমরা তোমাদের চেয়ে অনেক অনেক ছোট!

ভালুক। এ তু কি বলছিস রে, রেজা বাবা! ইসব কোথা শুনলে হামাদের যে পাপ হবেক।

দ্যুমৎসেন। পাপ? না-না, তোমাদের নয়, আমার—আমার! অনুলোম বিবাহ শাস্ত্র সম্মত জেনেও শুধু সমাজের তুষ্টির জন্য আমি দু'দুটো নির্দোষ প্রাণকে বলি দিয়েছি। তাই তো তাই তো আজ আমাকে চক্ষু দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো।

ভালুক। যা মংলু। তিনটে জোয়ান আদমী লিয়ে রেজা বাবাকে উহার ডেরায় ঘুসিয়ে দিয়ে আয়।

মংলু। ঠিক আছে সরদার। চলিয়ে রেজা বাবা!

ভালুক। হুঁসিয়ার জোয়ান। জান দিবি লেকিন রেজা বাবার যেন কোন ক্ষেতি না হয়। হামিলোক চলে।

দ্যুমৎসেন। কোথায় যাবে সরদার।

ভালুক। মদ্র-রেজার কাছে।

দ্যুমৎসেন। মদ্র-রাজ অশ্বপতির কাছে। কেন?

ভালুক। সাবিত্তির নামে উহার একঠো লেড়কী আছে। কই রেজা উহাকে সাদী করিটে চায় না।

মংলু। তা তু কি উহাকে সাদী করবি নাকি সরদার?

ভালুক। দোষ কি আছে রে, মংলু? জুটিয়ে যায় তো আচ্ছাই হোবে।

মংলু। ঝুমনির কি হবে রে. সরদার?

ভালুক। তু তো হরবকত ঝুমনির পিছু পিছু ঘুর-ঘুর করিস! তু না হয় ঝুমনিকে লিয়ে লিবি।

মংলু ও দ্যুমৎসেন। সরদার!

ভালুক। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বহুৎ মজা হবে রে—বহুৎ মজাহবে। যা রেজা বাবা, মংলুর সাথে তু চলিয়ে যা। বিপদ আপদ হবে তো এই ভালুক সরদারকে খবর দিবি, হামি লোক জান দিয়ে তুহার সেবা করিবে! [প্রস্থান।

মংলু। চলিয়ে রেজা বাবা।

দ্যুমৎসেন। কিন্তু তোমাদের এই জীবন দানের মহাঋণ আমি কি দিয়ে শোধ করবো মংলু?

মংলু। রেজা, হামারা জংলী—অসভ্য আছে, লেকিন তোদের ভদ্র আদমির মত উপকার করিয়ে তার বিনিময় লিতে হামরা শিখে নাই। চলিয়ে আয়।

[প্রস্থান।

দ্যুমৎসেন। ভগবান! যদি কোন দিন আবার মানুষ জন্ম হয়, তবে আমাকে তুমি ভদ্র করো না সভ্য করো না। এমনি জংলী অসভ্য করেই সৃষ্টি করো। [প্রস্থান।

শঙ্খনাদ ও মহাবলের প্রবেশ।

মহাবল। পারলে না। এই সামান্য কাজটাও তোমার দ্বারা হলো না।

শঙ্খনাদ। চেষ্টার কোন কার্পণ্য করিনি, সেনাপতি ঐ চেয়ে দেখুন, অর্ধদগ্ধ কালভৈরবের মন্দিরই তার সাক্ষ্য।

মহাবল। কপাট ভেঙে অন্ধ রাজা যখন বেড়িয়ে এলো—তখনো তো তাকে হত্যা করতে পারতে?

শঙ্খনাদ। অস্ত্র তুলেছিলাম—কিন্তু বাধা দিল একটা জংলী মানুষ। তার অতর্কিত আক্রমণে আমার অস্ত্র মাটিতে পড়ে যায়।

মহাবল। আর যুদ্ধ-ব্যবসায়ী শঙ্খনাদ তুমি ভয়ে পালিয়ে গেলে।

শঙ্খনাদ। সে মূর্ত্তি আপনি দেখেননি—তাই একথা বলছেন।

মহাবল। থাক—থাক। আর বেশী দেখাতে হবে না। এই শক্তি নিয়ে তুমি শাল্যরাজ্যের সেনাপতি হতে চাও!

শঙ্খনাদ। তাই তো আমাদের গোপন চুক্তি।

মহাবল। চুক্তি! ঠিক আছে। এখন যাও দশজন সৈন্য নিয়ে রাজাকে অনুসরণ কর। যেভাবেই হোক পথিমধ্যে তাকে হত্যা করা চাই।

শঙ্খনাদ। কিন্তু সৈন্য?

মহাবল। মহাবল তোমার মত নির্বোধ নয় শঙ্খনাদ। তাই পূর্ব থেকেই দশজন সৈন্য নিয়ে কিছু দূরে এই জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলাম।

শঙ্খনাদ। আপনি বুদ্ধিমান। আমি এই মুহূর্তে রওনা হচ্ছি।

মহাবল। থাক। আমিই যাচ্ছি।

শঙ্খনাদ। কেন? আমাকে বিশ্বাস হলো না?

মহাবল। এখানে বিশ্বাসের চেয়ে কৃতকার্যতার মূল্য বেশী শঙ্খনাদ। তাই আমি নিজেই যাচ্ছি—

শঙ্খনাদ। রাজাকে হত্যা করতে।

মহাবল। না, বন্দী করতে। এক ঢিলে দুই পাখী মারার সুযোগ নিতে।

শঙ্খনাদ। কিভাবে ?

মহাবল। দ্যুমৎসেনকে হত্যা করলেই রাজ্যটা পাওয়া যেতো না শঙ্খনাদ। কারণ তার পুত্র সত্যবান মহাবলশালী, অদ্বিতীয় যোদ্ধা। যুদ্ধে তাকে পরাস্ত করে, এতখানি শক্তি কারও নেই।

শঙ্খনাদ। তাহলে উপায় ?

মহাবল। ঐ রাজাকে বন্দী করে তার মুক্তি-মূল্য আদায় করবো সত্যবানের জীবন।

শঙ্খনাদ। তাও কি সম্ভব ?

মহাবল। যার মাথায় পদার্থ আছে, তার দ্বারা সবই সম্ভব।

শঙ্খনাদ। ভাল। আপনার বুদ্ধির খেলই দেখা থাক। কিন্তু আমি এখন কি করবো।

মহাবল। রাজ্যে ফিরে গিয়ে আমার আদেশের অপেক্ষায় থাকবে।

শঙ্খনাদ। কিন্তু যুবরাজ সত্যবান যখন পিতার কথা জিজ্ঞাসা করবেন ?

মহাবল। বলবে—শত্রুর দল কাল ভৈরবের মন্দিরে আক্রমণ করে মহারাজকে বন্দী করে নিয়ে গেছে।

শঙ্খনাদ। আমার এই অক্ষত দেহ দেখে যদি তারা বিশ্বাস না করে ? [মহাবল হঠাৎ তরবারি বাহির করিয়া শঙ্খনাদের মাথায় মৃদু আঘাত করিল] আঃ—[কপাল চাপিয়া ধরিল, রক্ত পড়িতে লাগিল] আপনি আমায় আঘাত করলেন !

মহাবল। আঘাত নয় মূর্খ। তোমার বাঁচার পথ চিহ্নিত করে দিলাম। এই আঘাত দেখিয়ে যুবরাজের তুমি বিশ্বাস উৎপাদন করবে।

শঙ্খনাদ। বিশ্বাস উৎপাদন করতে গিয়ে আমাকে রক্ত দিতে হলো ?

মহাবল। এই সামান্য রক্তেই এত কাতর? অথচ এই তো কেবল সুরু।

শঙ্খনাদ। সেনাপতি।

মহাবল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। দুঃখ করো না শঙ্খনাদ। সামান্য দেহ-রক্ষী থেকে সেনাপতি…অনেকটা পথ। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে গিয়ে সামান্য দু,একবিন্দু রক্ত—হাঃ-হাঃ-হাঃ—কিছু না—কিছু না—কিছু না।

[প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। কিছু না। হয়তো তাই। কিন্তু ভুলে যেও না মহাবল, শয়তানের সঙ্গে হাত মিলাতে আসে বুদ্ধির চাতুর্যে সেও রক্তের খেলা দেখাতে জানে। একবার সেনাপতি হতে পারি—তখন দেখবো কোথায় থাক তুমি আর কোথায় থাকে সিংহাসন। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [গমনোদ্যত]

পাগলের বেশে ভবিতব্যের প্রবেশ পাগল গাহিল।

পাগল।— গীত।

বাহবা কি বহুৎ আচো ও শয়তানের জাত।
সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি (হয় বুঝি)
ভগবান বেটা মাৎ।
(তোদের) বুদ্ধির খেলায় তেল্কি ছুটে,
চোরের ঘরে বাটপার লুটে,
ভবিতব্যের বিধান পটে হয় আশার ঘর ভূমিস্যাৎ।

শঙ্খনাদ। তুমি আবার কে?

পাগল। আমি! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

গাহিল।

তোদের মতই পাগল আমি, থাকি তোদের সাথে,
ঘুরিস তোরা ডালে ডালে, আমি পাতে পাতে।
(তোরা) এ বলিস আমায় দেখ,
ও বলে আমায় দেখ (কিন্তু রে হায়)
দেখায় যে জন মালিক আছে,
সে দেখবে যখন হবি কাৎ।

[হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। যাও—যাও। নীতিকথা আমি অনেক শুনেছি। আর শোনার ইচ্ছে নেই। আমার একমাত্র লক্ষ্য প্রতিশোধ, আর স্বৈরাচারী সমাজের ধ্বংস।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ।

মদ্ররাজ অশ্বপতির প্রাসাদ।

অশ্বপতি ও তাহার পুরোহিত দেবল ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

অশ্বপতি। কি করি ব্রাহ্মণ, কি করি? ধর্ম যায়, জাতি যায়, পূর্বপুরুষ অধঃপতিত হয়, সমাজ শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে পড়েছে। যুক্তি দাও, যুক্তি দাও ব্রাহ্মণ। তুমি আমার পুরোহিত। আমার ঘরের হিতসাধনই তোমার কর্তব্য। বল কি করলে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাই?

দেবল। মহারাজ, ব্রাহ্মণ আজ যুক্তিহারা, বুদ্ধি তার তমসাচ্ছন্ন। কিছুতেই বুঝতে পারছি না, কি করলে আপনাকে এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারি।

অশ্বপতি। তুমি ব্রাহ্মণ, আমার পুরোহিত, সমাজের কর্তা। অথচ তুমিই সঙ্কট উদ্ধারের যুক্তি দিতে অসমর্থ?

দেবল। কি করবো বলুন? আপনার অমন কন্যা, রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, করুণায় বিগলিত স্নেহা অন্নপূর্ণা। অথচ তাকে বিবাহ করতে ভারতের কোন রাজাই সম্মত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আমি তো কোন উপায়ই দেখছি না।

অশ্বপতি। উপায় দেখাতে পার না—কিন্তু সমাজের নাম করে আমাকে রক্তচক্ষু দেখাতে ঠিকই পার! বাঃ! ব্রাহ্মণ চমৎকার!

দেবল। আমাকে দোষী করলে কি করবো মহারাজ! সমাজ

বিধানে পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণা যুবতী কন্যাকে গৃহে রাখলে ঊর্দ্ধতন পুরুষ নরকগামী হয়—ধর্ম নষ্ট হয়, সমাজে পাপ প্রবেশ করে।

অশ্বপতি। বাঃ—বাঃ! একসঙ্গে বিধানের সবকটা পাতাই তো উল্টে ফেল্লে! অথচ কোথাও দেখাতে পারলে না—কি করে কন্যা-দায়গ্রস্থ পিতা তার সঙ্কট থেকে উদ্ধার পায়!

দেবল। সমাজ ব্যবস্থায়—

অশ্বপতি। থাক—থাক ব্রাহ্মণ। যে সমাজে শাস্তির ব্যবস্থা আছে—কিন্তু সংশোধনের ব্যবস্থা নেই, সে সমাজের কথা আর আমি শুনতে চাই না—শুনতে চাই না।

দেবল। আপনি কি সমাজকে অস্বীকার করতে চান?

অশ্বপতি। উপায় কোথায়? রাজা হলেও আমি যে সমাজবদ্ধ জীব। তাই সমাজকে অস্বীকার করে, শান্তি-শৃঙ্খলা ভাঙতে আমি পারি না।

দেবল। মহারাজ!

অশ্বপতি। তাইতো আমি দেশে দেশে ঘোষণা করেছি—ক্ষত্রিয় হোক, ব্রাহ্মণ হোক—যে কেউ আমার কন্যা সাবিত্রীর পানি প্রার্থনা জানাতে পারে। যদি পাত্রকন্যা উভয়ে সম্মত হয় তাহলে জাতি কুল অবস্থা কিছুই বিচার করবো না।

দেবল। আপনি শান্ত হোন। আমার মন বলছে—খুব শীঘ্রই আমাদের সাবিত্রী-মা পাত্রস্থা হবেন।

অশ্বপতি। কবে—কতদিনে ব্রাহ্মণ? অমন অপরূপা দেবদুর্লভ-কান্তিময়ী মা আমার—যার রূপের তুলনা দিতে পারি, এমন সামগ্রী ত্রিভুবনে নেই—তাকে কেউ বিবাহ করতে রাজী হচ্ছে না। পাঞ্চাল, বিদেহ, চেদি, কাশী, কোশল কত দেশের কত রাজা, রাজপুত্র এলো—

কিন্তু সাবিত্রী যাকে দেখামাত্র তাকে মাতৃ সংবোধনে প্রণাম করে সবাই ফিরে গেলো! একি আশ্চর্য প্রহেলিকা, ব্রাহ্মণ?

দেবল। আমার মনে হয় মহারাজ, আমাদের সাবিত্রী-মা শাপ-ভ্রষ্টা মাতৃস্বরূপা কোন দেবী। তাই সাধারণ মানুষ তাকে 'মা' ভিন্ন প্রিয়া বলে কল্পনাই করতে পারে না।

অশ্বপতি। ব্রাহ্মণ, তবে কি আমার এত আদরের কন্যা সাবিত্রীর বিবাহ হবে না?

দেবল। নিশ্চয় হবে। কোথায় হবে বলতে না পারলেও, এটুকু বলতে পারি মহারাজ, এই ভারতের কোন প্রান্তে সাবিত্রী মায়ের যোগ্য বর শাপভ্রষ্ট দেবতা নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছে। সময় হলেই তার দেখা আমরা পাবো।

ভালুক সর্দারের প্রবেশ।

ভালুক। হামি আসলো রে বামুনঠাকুর।

অশ্বপতি। কে তুমি?

ভালুক। মধুবনের রেজা ভালুক সরদার।

দেবল। রাজা! তুমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ভালুক। কেনরে বামুনঠাকুর, এতো হাসি কেনে? হামাকে রেজা বলিয়ে বুঝি মালুম হয় না? জানিস, হামার ডরে বাঘ-সিঙ্গি পালিয়ে যায়, ভূষমণ সব মাটিমে ঢুকিয়ে যায়। আমার একঠো হাকে হাজার জোয়ান হাতিয়ার লিয়ে ছুটিয়ে আসে। হামি ইচ্ছা করলে—

অশ্বপতি। আমার মদ্ররাজ্যটাকেও উড়িয়ে দিতে পার। সাবাস বাবা জংলী—সাবাস। এখন দয়া করে বল দেখি—এই গরীবের ঘরে কেন এসেছ?

ভালুক। তুহাকে কিরপা করতে।

দেবল। সাবধান জংলী! সতর্ক হয়ে কথা বলো।

ভালুক। কেন রে বামুনঠাকুর? তুহার ডরে? হাঃ-হাঃ-হাঃ, এহি জংলী আদমী ডর কাকে বলে জানে না। সাঁচ বাৎ বলতে হামি ভগোয়ানকেও পরোয়া করে না।

অশ্বপতি। ঠিক আছে। কিন্তু কিভাবে আমাকে কৃপা করবে জংলী বাবা?

ভালুক। তুর একঠো লেড়কী আছে না?

দেবল। [সক্রোধে] পাহাড়ী!

অশ্বপতি। স্থির হও ব্রাহ্মণ! [ভালুক সর্দারকে] হ্যাঁ মহারাজ, সাবিত্রী নামে আমার একটি বিবাহ যোগ্যা কন্যা আছে।

ভালুক। হাঁ-হাঁ, সাবিত্তিরী। হামি শুনিয়াছে, উকে কই রেজা সাদী করিটে চায় না। তাই হামি উকে দেখতে আসলো।

দেবল। কেন? সাদী করবে নাকি? জংলীভূতের সাধ তো কম নয়।

ভালুক। আরে সাদী তো পিছুকা বাৎ আছে। আগে লেড়কী বোলাও। লেড়কী দেখিয়ে যদি মনমে থায়—তবে তো সাদীকা বাৎ হবে।

দেবল। রাজার মেয়েকে আবার দেখবে কি! অমন মেয়ে তোমার চোদ্দপুরুষেও কোনদিন দেখেনি।

ভালুক। আরে বামুন দেওতা, উ কারণেই তো হামি আসলো। লেড়কিকে দেখিয়ে মরদ ভাগিয়ে যায়, এইছি বাৎ হামিলোক বাপকা বয়সে কভি শোনে নাই। তাই দেখতে আসলো—উ লেড়কী ভূত-পেত্নী। আছে না আসমানের দেওতা আছে?

অশ্বপতি। তাকে দেখে তুমি কি করবে?

ভালুক। মন থায় তো সাদী করবে।

দেবল। এত স্পর্দ্ধা একটা জংলী ভূতের? জানিস্, ইচ্ছা করলে—

ভালুক। হামার জান খতম করিয়ে দিতে পারিস। লেকিন রেজা তু তো ঘোষণা করিয়ে দিয়েছিস—যো কই আদমী তুর লেড়কীকে সাদী করিটে পারে। বল—সাঁচ কি না?

অশ্বপতি। হ্যাঁ-হাঁ, সত্য। কিন্তু সেতো শুধু ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের জন্ত।

ভালুক। ঝুটা বাৎ। বেরাম্মণ আউর ক্ষেত্রির ছাড়া দুসরা কোন ছোটা জাত পারবেক না—এমন কুথা তো তুর ঘোষক বলে নাই, রেজা।

অশ্বপতি। তা বলে নাই সত্য—কিন্তু—

ভালুক। কোন কিন্তু হামি শুনবেক না। যাও, লেড়কী বোলাও।

দেবল। যদি না বোলাই?

ভালুক। তব্ জানিয়ে যাবো, ভদ্দর আদমীর বাপ একঠো না আছে—দুটো আছে।

অশ্বপতি। সর্দার!

ভালুক। হাঁ-হাঁ, যো আদমীর জবান দুঠো—উহার বাপভি দুঠো।

দেবল। স্তব্ধ হও, শয়তান!

অশ্বপতি। শান্ত হও ব্রাহ্মণ। জংলী সর্দার ঠিকই বলেছে। ঘোষণায় আমারই ভুল হয়েছে। আর সে ভুল আমিই সংশোধন করবো।

দেবল। কি করে মহারাজ?

অশ্বপতি। আমার সাবিত্রী মাকে এনে দেখাবো।

দেবল। যদি এই ভূতটা সাবিত্রীকে দেখে বিয়ে করতে চায়?

অশ্বপতি। তাহলে বুঝবো—মহারাজ অশ্বপতির জীবন অভিশপ্ত, ক্ষমতায় মসীলিপ্ত—কলংকিত। [প্রস্থান।

দেবল। ভগবান, মহারাজকে এই সঙ্কট তুমি উদ্ধার কর প্রভু!

ভালুক। কিরে বামুন দেওতা, তুহার রেজা তো লেড়কী আনতে চলিয়ে গেলো—তু এখন হামাকে কিছু আদর-খাতির কর।

দেবল। আদর-খাতির! তোমাকে?

ভালুক। কেন? হামি ছোট জাত বলে—তুর জাত যাবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! আরে, হামিতো আর ছোট্টা থাকছে না। সাবিত্তিরকে দেখিয়ে যদি মনযে যায়—

দেবল। তাহলে আমাদের জামাই বনে যাবে। না?

ভালুক। হেঃ-হেঃ-হেঃ!

দেবল। কিন্তু ওহে হবু জামাই, রাজকন্যাকে বিয়ে করে খাওয়াবে কি?

ভালুক। কেন? শকুনের ডিম, বাঘের কলিজা? ময়াল সাপের মানছ গণ্ডারের জিভ—কেও খাবে?

দেবল। থাক থাক বাবা ভূতনাথ। ও নাম শুনেই যে পেট ভরে গেল।

ভালুক। হঃ হঃ! এখন তো হামার পশ্চাশটা বরার কথা হামি বলেই নাই।

দেবল। বরা মানে শুয়ার তো?

ভালুক। হ্যাঁ-হ্যাঁ—শূয়ার। বহুৎ আচ্ছা খানা।

দেবল। (স্বগতহকোদে) হাঃ-হাঃ সেতো হামি জানে—বহুৎ আচ্ছা খানা! কিন্তু বাপধন, রাজকন্যাকে পরাবে কি? গয়না আছে?

ভালুক। আরে এ বামুন না বাউরা? হামি ভালুক সরদার—মধুবনের রেজা—হামার গহনার অভাব? আরে, তু বলিস্ কিরে, ঠাকুরবাবা! হাতির হাড্ডির মালা, রঙীন পোকার টিপ, চমকধরা ময়ূরপালক—কেত গহনা চাইরে—কেত গহনা চাই?

সাবিত্রীসহ অশ্বপতির প্রবেশ।

অশ্বপতি। জংলী সরদার! এই আমার কন্যা সাবিত্রী।

ভালুক। সাবিত্তির! [অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল] বাঃ বাঃ! কি সুরৎ! কি রোশনাই! কি মিঠি মিঠি হাসি!

দেবল। কি দেখছ জংলী মহারাজ?

ভালুক। দেখ্ছে—দেখ্ছে…নেহি—নেহি—এ আদমী নেহি—আসমানকা দেওতা দুর্গা মাঈজী জমিনমে খসিয়ে পড়েছে।

সকলে। সরদার!

ভালুক। দে মাঈজী, কিরপা করিয়ে এই জংলী আদমীটাকে তুর চরণ দে মাঈজী—চরণ দে! [সাবিত্রীকে সষ্টাঙ্গে প্রণাম]

সাবিত্রী। সরদার!

ভালুক। বিশওয়াস কর্ মাইজী—বিশওয়াস কর্ হামি সাদী করিতে আসে নাই—তুঁকে দেখতে আসিল। দুগ্গা মাইজীর সুরৎ দেখিল—হামার পাপ আঁখো ধন্য হইয়া গেল, ছোটা জাতের জনম সফল হইয়া গেল।

সকলে। সরদার!

ভালুক। পেন্নাম বামুন দেওতা, পেন্নাম রেজা বাবা। হামি তুদের 'জামাই' বনতে পারলে না—লেকিন—দেওতা সাবিত্তিরীকে "মা" বলিয়ে তুদের হামি কুটুম বনিয়ে গেলাম রে—কুটুম বনিয়ে গেলাম। [প্রস্থান।

অশ্বপতি। দেখ—দেখ ব্রাহ্মণ! সামান্য জংলী মানুষ সেও আমার সাবিত্রীকে দেখে ইন্দ্রিয় তাড়নায় এতটুকু চঞ্চল হলো না। কেমন দ্বিধাশূন্য চিত্তে মানবীকে দেবীর আসনে বসিয়ে মা বলে চলে গেল!

সাবিত্রী। বাবা!

অশ্বপতি। বল্, মা, বল্। তোকে নিয়ে আমি কি করি? কেমন করে এ সমস্যার সমাধান করি?

দেবল। অধৈর্য হয়ে কোন লাভ নেই, মহারাজ। সময় না হলে কোনদিনই ফুল ফোটে না।

সাবিত্রী। ফুল ফোটার কোন প্রয়োজন নেই ঠাকুর। আমি বলছি—আমি বিয়ে করবো না। সারাজন্ম—আমি কুমারী থাকব।

অশ্বপতি। তা যে হয় না, মা। নারী হচ্ছে লতা জাতীয়। কাউকে অবলম্বন না করে তার বাঁচা চলে না।

সাবিত্রী। বাবা!

অশ্বপতি। বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্দ্ধক্যে পুত্র—এদের আশ্রয় করেই নারীকে বেঁচে থাকতে হয়।

সাবিত্রী। এর কি ব্যতিক্রম হয় না, বাবা? নাই কি ভারতের পুরাণ ইতিহাসে চিরকুমারী কোন নারীর কাহিনী?

দেবল। যে দু'একজন আছেন তাঁরা ব্যতিক্রম, গার্হস্থ্য ধর্মের গণ্ডীর বাইরে।

অশ্বপতি। আমি সংসারী মানুষ। যৌবনে কন্যাকে সৎপাত্রে দান করাই আমার কুলধর্ম। অথচ সে ধর্ম আমি কিছুতেই পালন করতে পাচ্ছি না। আজ তোরই জন্য হয়তো আমি ধর্মে পতিত হবো।

সাবিত্রী। না, না, তুমি পিতা—সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা। আমার জন্য তুমি ধর্মে পতিত হবে—এ যে আমি ভাবতেও পাচ্ছি না! ওঃ ভগবান!

অশ্বপতি। কাঁদিসনে মা, কাঁদিসনে। ওরে, দৈবের মার কেউ রোধ করতে পারে না!

দেবল। আমার কিন্তু মনে হয় মহারাজ, এভাবে রাজধানীতে বসে চেষ্টা না করে—মা সাবিত্রীকে তীর্থভ্রমণে পাঠিয়ে দিন।

অশ্বপতি। ব্রাহ্মণ!

দেবল। তীর্থভ্রমণের পুণ্যফলে কর্মদোষ খণ্ডিত হয়। সাধু-সজ্জনের সঙ্গগুণে পঙ্কিল পথ সহজ সুন্দর হয়!

সাবিত্রী। তীর্থভ্রমণ! একাকী!

দেবল। না-না, লোকজন, সেবক-সেবিকা সবাইকে নিয়ে উপযুক্ত রথারোহনে তুমি তীর্থভ্রমণে যাবে মা।

সাবিত্রী। তাতেই যদি মনে করেন, বাবার ধর্ম রক্ষা হবে—তবে আমি তাই করবো, ঠাকুর, তাই করবো। তবু বাবার এই মলিন মুখ আমি আর দেখতে পারি না।

অশ্বপতি। না-না। তোকে তীর্থের পথে ছেড়ে দিয়ে আমি কি নিয়ে থাকবো, মা?

দেবল। মেয়েকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে বাপ যা নিয়ে থাকে তাই নিয়ে থাকবেন।

অশ্বপতি। ব্রাহ্মণ, তুমি বড় নিষ্ঠুর!

দেবল। কণ্টক উৎখাতে কণ্টকাঘাত নিষ্ঠুর হলেও প্রযোজ্য।

অশ্বপতি। তাহলে যাও মা, তীর্থযাত্রার জন্য প্রস্তুত হও। পিতা হয়ে আমি আমার কর্তব্য করতে পারলাম না। তুমি নিজে তোমার

পতি নির্বাচন করে আমাকে কন্যাদায়—মহাদায় হতে উদ্ধার কর।

দেবল। আমি জানি, তুমি শাস্ত্রজ্ঞানপরায়ণা, বুদ্ধিমতী, শুদ্ধচিত্তা। এই গুরুভার বহনের ক্ষমতা তোমার আছে। তুমি নিশ্চয়ই যোগ্যপতি নির্বাচনে সমর্থ হবে।

অশ্বপতি। আমি স্বীকার করছি, মা, তুমি নিজে যাকে ইচ্ছা পতিত্বে মনোনীত করবে—আমি বিনাবিচারে তার হাতেই তোমাকে সম্প্রদান করবো।

সাবিত্রী। [নতজানু] আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন আমি যেন পিতার মুখ রক্ষা করতে পারি। মেয়ের কর্তব্য সম্পাদন করে পিতার ধর্ম যেন অক্ষুন্ন রাখতে পারি।

দেবল। আমিও আশীর্বাদ করছি মা, তুমি জয়যুক্ত হও।

[আশীর্বাদান্তে প্রস্থান।

সাবিত্রী। বাবা!

অশ্বপতি। ওরে, আমি কি বলবোরে—আমি কি বলবো? তোকে ছেড়ে দিতে যে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, মা। তবু—তবু তোকে ছেড়ে দিতে হবে—পতিনির্বাচনে তোকে আশীর্বাদ দিতে হবে।

সাবিত্রী। বাবা!

অশ্বপতি। শিবের মত স্বামী হোক মা, শিবের মত স্বামী হোক — আমি নয়ন ভরে দেখে আমার পিতৃজনম সফল করি।

[আবেগে প্রস্থান।

[সাবিত্রী কিছুক্ষণ পিতার গমনের দিকে চাহিয়া পরে ধীরে ধীরে বলিল]

সাবিত্রী। কি আশ্চর্য নিয়ম এই পৃথিবীর! যে স্নেহময় পিতা-মাতা, অসহায় শিশু কন্যার সব চেয়ে আপনার জন—যৌবনে সেই পিতামাতাই কন্যার কাছে সব চেয়ে পর। আর যাকে দেখিনি—চিনিনা, যেজন অজানার কোন পুরুষ—সেই হয় নারীর সব চেয়ে আপনার; কি চমৎকার—সৃষ্টির খেলা। ওগো আমার অচীন দেশের অচেনা মানুষ, তুমি কোথায়—কতদূরে?

গাহিল।

কোথা তুমি, কত দূরে, কোন অজানায়।
জনম-মরণ-সাথী তুমি কোথা হায়।
অন্ধ তামসী নিশা,
জানিনা পথের দিশা,
বাহিরিনু পথে তবু স্মরিয়া তোমায়।
আমারে ডাকিয়া লও তব আঙিনায়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শঙ্খনাদের বাড়ী।

শঙ্খনাদের সুন্দরী যুবতী পত্নী নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। নাঃ! আর ভাবতে পাচ্ছি না। মানুষটা সেই যে কাল মহারাজের সঙ্গে বাবা কালভৈরবের মন্দিরে গেল—আজ পর্যন্ত তার খোঁজ নেই। এরকমটা তো কোনদিন হয়নি। মনটাও কেমন যেন কু'গাইছে! কি হলো—কি হলো তার? কোন বিপদ আপদ হলো না তো? ভগবান, ভগবান, ওঁকে ভালয় ভালয় ফিরিয়ে আন—আমি তোমা'কে ষোড়শ উপাচারে পূজা দেব।

বালক পুত্র পলাশের প্রবেশ।

পলাশ। মা! মা!

নন্দা। কি বাবা! [জড়াইয়া ধরিল]

পলাশ। বাবা তো এখনো ফিরে এলেন না, মা। তাঁর জন্ত আমার মন যে কেমন কচ্ছে।

নন্দা। কাজের মানুষ সে, হয়তো কোন রাজকার্যে আটকে গেছে। শীগ্‌গীরই আসবেন।

পলাশ। জান মা, কাল রাত্রে আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি!

নন্দা। কি স্বপ্ন, পলাশ?

পলাশ। মনে হলেও আমার গা-টা এখনো শিউরে ওঠে। আচ্ছা মা, স্বপ্ন কি সত্যি হয়?

নন্দা। অনেক সময় হয় বৈকি!

পলাশ। তাহলে কেমন হবে, মা? যদি সত্য সত্যই আমার স্বপ্ন সত্য হয়?

নন্দা। দূর বোকা! সব স্বপ্নই কি আর সত্য হয়।

পলাশ। তাই যেন হয় মা, তাই যেন হয়। আমি যেন দেখলাম—একটা বিরাট অজগর সাপ—

নন্দা। অজগর সাপ?

পলাশ। হ্যাঁ বিরাট অজগর সাপ হা করে বাবাকে গিলতে আসছে।

নন্দা। [আর্তস্বরে] পলাশ!

পলাশ। কিন্তু কি আশ্চর্য মা, বাবা হাসতে হাসতে দিব্যি তার পেটে ঢুকে গেল।

নন্দা। চুপ—চুপ! ওরে, এমন কু গাইতে নেই বাবা, এমন কু গাইতে নেই।

পলাশ। মা!

নন্দা তুই বরং তোর প্রেমের ঠাকুরকে ডাক। সব অমঙ্গল দূর হয়ে যাবে।

পলাশ গাহিল।

ওগো প্রেমের ঠাকুর দয়াল হরি
দয়া কর দীন জনে।
নাশ কর মোর আঁধিয়ার ঘোর
আলো আলো ভুবনে।
মিষ্টি মধুর এই সুন্দর ধরা,
কত প্রেম কত স্নেহ মায়া ভরা
তবু কেন হায়, অজানা শঙ্কায়
কাঁপে মন ক্ষণে ক্ষণে।

গীতান্তে প্রবেশ করিল শঙ্খনাদ।
মাথায় কাপড়ের পটি বাঁধা।

শঙ্খনাদ। পলাশ!

পলাশ। বাবা! [জড়াইয়া ধরিল]

নন্দা। তুমি! একি! তোমার মাথায় কি হলো?

শঙ্খনাদ। না-না, ও কিছু না। হঠাৎ—

পলাশ। সাপে কামড়ে দিয়েছে বুঝি?

শঙ্খনাদ। সাপ?

নন্দা। ওর কথা বলো না। ও নাকি স্বপ্ন দেখেছে—তোমাকে একটা অজগর সাপ গিলতে আসছে।

পলাশ। শুধু আসছে কি? তুমি নিজে দিব্যি হাসতে হাসতে তার পেটে ঢুকে গেলে।

শঙ্খনাদ। দূর বোকা! মানুষ কি সাপের পেটে যায়?

পলাশ। যায় না বুঝি। তা—না গেলেই ভাল। কি বল, বাবা?

নন্দা। এখন যাওতো পলাশ। উনি খেটেখুটে এলেন—একটু বিশ্রাম করতে দাও। পরে এসো। কেমন?

পলাশ। আচ্ছা। আমি ময়নাটাকে বোল শিখাতে যাচ্ছি। তুমি যেন আবার পালিয়ে যেওনা বাবা—তাহলে আমিও একদিন পালিয়ে যাবো! [প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। পাগল!

নন্দা। কিন্তু বাপ অন্তপ্রাণ।

শঙ্খনাদ। ওকে নিয়েই তো আমার আশাভরসা।

নন্দা। কিন্তু তোমার মাথা ফাটলো কি করে?

শঙ্খনাদ। ছেলের সামনে বলিনি। একটা ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

নন্দা। দুর্ঘটনা?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ। কাল মহারাজকে কালভৈরবের মন্দিরে রেখে আমি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম হঠাৎ কে যেন আমার মাথায় পেছন থেকে আঘাত করলে?

নন্দা। কি সর্বনাশ!

শঙ্খনাদ। জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবার মুখে দেখলাম—মন্দিরে আগুন জ্বলছে।

নন্দা। তারপর? তারপর?

শঙ্খনাদ। গভীর রাত্রে যখন চেতনা ফিরে এলো দেখলাম মন্দির অর্দ্ধদগ্ধ। আশেপাশে কেউ নেই। মহারাজকে কত ডাকলাম—কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না।

নন্দা। ওঃ! কথা শুনে যে সারা শরীরটা কাঁপছে! এখন কি হবে গো?

শঙ্খনাদ। কি যে হবে—তাই ভাবছি। বহু কষ্টে শেষ রাত্রে রাজবাড়ীতে গিয়ে মহারাণীকে সংবাদটা জানাই।

নন্দা। রাজপরিবারের এতবড় বিপদ—অথচ তুমি বাড়ী চলে এলে?

শঙ্খনাদ। কি করবো? আমি নিজেই যে রক্তমোক্ষনে দুর্বল হয়ে পড়েছি।

নন্দা। তবু এ সময়ে বাড়ী আসা তোমার উচিত হয়নি।

শঙ্খনাদ। নন্দা!

[নেপথ্যে মহাবল]। শঙ্খনাদ আছ—শঙ্খনাদ!

নন্দা। কে?

শঙ্খনাদ। সেনাপতি!...আসুন– আসুন!...ওকি! তুমি কোথায় চল্লে—বসো।

নন্দা। না-না, ও মানুষটাকে আমি মোটেই সইতে পারিনা। ওর দৃষ্টিতে যেন সাপের ক্রূড়তা। [গমনোদ্যত]

প্রবেশ করিল মহাবল।

মহাবল। সাপ? কোথায় নন্দাদেবী।

শঙ্খনাদ। আসুন, আসুন। ওটা আমার ছেলের স্বপ্ন দেখার কথা! [মহাবলের উপবেশন। নন্দা মুখ ফিরাইয়া মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।]

মহাবল। স্বপ্ন! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নন্দা। হাসছেন কেন? স্বপ্ন কি সত্য হয় না?

মহাবল। ঘোড়ার যেমন ডিম হয়—স্বপ্নও তেমনি সত্যি হয়।

শঙ্খনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার বলেছেন!

নন্দা। তোমাদের চমৎকার নিয়ে তোমরা গল্প কর। আমি চল্লাম।

শঙ্খনাদ। আহা, যাবে কেন? বস। সেনাপতিমশাই এলেন—

মহাবল। হ্যাঁ-হ্যাঁ বসুন। একটু গল্পগুজব করা যাক।

নন্দা। ক্ষমা করবেন। রাজপরিবারের এই বিপদে যে রাজ পুরুষ নারীর সঙ্গে গল্প-গুজব করতে চায়—তাকে আমি মানুষ বলে মনে করি না।

শঙ্খনাদ। নন্দা!

নন্দা। আর মানুষ যাকে মনে করি না—তার সঙ্গে কথা বলতেও আমার রুচিতে বাধে। [প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। [সক্রোধে] নন্দা! তুমি সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ।

মহাবল। ওতে ভাববার কিছু নেই, শঙ্খনাদ! দুচার খানা ভারী গয়না ছুঁড়ে দিলেই—ওদের ফোঁস করা মাথাটা নীচু হয়ে পায়ের তলা চাটতে সুরু করে।

শঙ্খনাদ। সেনাপতি!

মহাবল। ওকথা থাক। এখন কাজের জন্ত প্রস্তুত হও।

শঙ্খনাদ। কাজ কতদূর এগিয়েছে?

মহাবল। প্রায় শেষ করে এনেছি। মহারাজকে আমি চুণা পাহাড় দুর্গে বন্দী করে রেখেছি!

শঙ্খনাদ। সৈন্তাধ্যক্ষ বীরসেন যে রাজ্যটা চষে ফেলবার আদেশ পেয়েছে।

মহাবল। কোন ফল হবে না! চুনাপাহাড়টাকে আমি সুরক্ষিত করে রেখেছি!

শঙ্খনাদ। এখন আমাদের কর্ত্তব্য?

মহাবল। 'চুনা পাহাড়ে মহারাজ বন্দী' এ সংবাদটা সর্ব্বাগ্রে সত্য-বানকে জানিয়ে এস।

শঙ্খনাদ। সে কি? সত্যবান যদি চুনাপাহাড় দুর্গ আক্রমণ করে?

মহাবল। করবে না।

শঙ্খনাদ। কেন?

মহাবল। এই পত্রেই সে কারণ লেখা আছে। [পত্রদান]

শঙ্খনাদ। পত্র?

মহাবল। মারণাস্ত্র বলতে পার। এটা যুবরাজের হাতে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে!

শঙ্খনাদ। কি আছে এতে!

মহাবল। আমি সত্যবানকে লিখেছি—মহারাজ আমার বন্দী। যদি তার মুক্তি চাও—তবে নিরস্ত্র তুমি চুনা পাহাড়ে গিয়ে আমার কাছে আত্মসমর্পন করবে। যদি কোন প্রকার যুদ্ধায়োজন কর তাহলে মহারাজকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হবে।

শঙ্খনাদ। চমৎকার কৌশল! কিন্তু যুবরাজ যদি বিশ্বাস না করে?

মহাবল। বিশ্বাস করাতে হবে। কারণ আমি চাই বিনাযুদ্ধে কার্য সিদ্ধি।

শঙ্খনাদ। সেনাপতি!

মহাবল। ঐ সেনাপতি সম্বোধনটা যদি তুমি শুনতে চাও—তাহলে অবিলম্বে কার্যে ব্রতী হও।

শঙ্খনাদ। যদি জীবন বিপন্ন হয়?

মহাবল। হবে। সেনাপতির পদটা জীবনের চেয়ে কম মূল্যবান নয়, শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। আপনি কী?

মহাবল। শয়তান! আর শয়তান বলেই আমার নির্দেশের একটু এদিক ওদিক হয় তা আমি সহ্য করতে পারি না।

শঙ্খনাদ। আপনি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন?

মহাবল। না-না। তোমার দুর্বলতা নাশের জন্য একটু উগ্র রসায়ণ প্রয়োগ করছি।

শঙ্খনাদ। সেনাপতি!

মহাবল। সৌভাগ্যের পথে ফুল ছড়ানো থাকে না—থাকে কাঁটা! এই কাঁটাকে দলে গিয়ে যে এগিয়ে যেতে পারে—ভাগ্যলক্ষ্মী তারই হয়।

শঙ্খনাদ। ঠিক আছে। আমি জীবন বাজী রেখেই কার্যে নামলাম। যদি সফল হই—

মহাবল। তাহলে কাল প্রভাতেই রাজ্যবাসীরা দেখবে—শাল্ব-সিংহাসনের অধিশ্বর মহাবল—আর সেনাপতি শঙ্খনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। বিনা যুদ্ধে রাজ্যজয়ের অপূর্ব পরিকল্পনা। সত্যবান অমিত শক্তিশালী হলেও পিতৃভক্ত। হয়তো পিতার জীবন রক্ষার জন্য সে বিনা-যুদ্ধে আত্মসমর্পন করলেও করতে পারে! আর তা যদি হয়—

উত্তেজিত নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। তাহলে বেইমানীর ইতিহাসে তোমরা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শঙ্খনাদ। নন্দা!

নন্দা। ফের, স্বামী ফের। ও পথে কোনদিন শান্তি পাবে না।

শঙ্খনাদ। তাহলে তুমি সব শুনেছ?

নন্দা। না শুনলেই বোধ হয় ভাল ছিল। শোনার পর জীবন বিষময় হয়ে গেল।

শঙ্খনাদ। দু'দিন পরে ঐ বিষই অমৃত হবে—যখন তুমি সামান্য দেহরক্ষীর স্ত্রী থেকে সেনাপতির স্ত্রী হবে।

নন্দা। না, না, ও উপাদানে নন্দার জীবন গঠিত নয়। পাপের অন্নে রাজভোগ খাওয়ার চেয়ে পুণ্যের ক্ষুদ কুঁড়ো আমার কাছে অনেক গৌরবের!

শঙ্খনাদ। পাপপুণ্যের সীমারেখা কি তুমি চেন, নন্দা!

নন্দা। স্বামী।

শঙ্খনাদ। যেদিন আমার পিতাকে বিনাদোষে কুকুরের মত দেশ থেকে মহারাজ তাড়িয়ে দিয়েছিলো—সেদিন কোথায় ছিল এই পাপ শব্দটা?

নন্দা। মহারাজের এই ভুলটাই তুমি দেখলে-স্বামী। অথচ তিনি যে তোমায় ভালবেসে পথ থেকে ডেকে এনে দেহরক্ষীর পদদান করলেন, নিজে উদ্‌যোগী হয়ে বিবাহ দিয়ে আমাকে ঘরে আনলেন, সে দিকটা তুমি একবার চেয়েও দেখলে না!

শঙ্খ। উপায় নেই নন্দা—উপায় নেই। মহারাজের হাজার দয়ার ছবি ম্লান হয়ে যায়—যখন আমার পিতার কথা মনে হয়। অত্যাচারে অনাহারে তিল তিল করে সে যে তার কি অমানুষিক মৃত্যু-তা তুমি ধারণা করতে পারবে না নন্দা, ধারণা করতে পারবে না।

নন্দা। স্বামী!

শঙ্খ। না-না নন্দা, প্রতিশোধ চাই—প্রতিশোধ চাই। যে সামাজের ব্যবস্থা মেনে নিয়ে মহারাজ বাবাকে দেশান্তরী করেছে—ক্ষমতা হাতে নিয়ে—সেই স্বৈরাচারী সমাজকে আমি ভেঙে চুরমার করে দেব।

নন্দা। কিন্তু একটা কথা স্মরণ রেখ স্বামী, হিংসা দিয়ে অন্যায়ের শোধ নেওয়া যায় না। তার পরিনাম কোনদিনই শুভ হয় না।

শঙ্খ। হোক অশুভ তবু পিতার শেষ ইচ্ছা আমি পূর্ণ করবো।

নন্দা। না-না, ও পথ তুমি পরিত্যাগ কর। নইলে বিশ্বাস-ঘাতকতার মহাপাপে তোমার সব যাবে। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র পলাশও রক্ষা পাবে না।

শঙ্খনাদ। পলাশ…না-না, পাপ আমি করবো—শাস্তি আমারই হবে। তুমি আর পলাশ নিশ্চয় সুখে থাকবে।

নন্দা। তা হয় না স্বামী, গৃহে আগুন লাগলে—সে বেছে বেছে জিনিষ পোড়ায় না।

শঙ্খনাদ। হয়তো তাই, কিন্তু উপায় নেই। হাতের তীর বেড়িয়ে গ্যাছে আর ফেরানো যাবে না।

নন্দা। তাহলে অন্ততঃ একটা কথা আমায় দিয়ে যাও, রাজ্য নিতে চাও নিও—কিন্তু নর-রক্তপাত করো না!

শঙ্খনাদ। নন্দা!

নন্দা। তোমার আদরের নন্দা, স্নেহের পুতুলী পলাশের মা, তোমার পায়ে ধরে বলছে—তার এই ভিক্ষা তুমি রক্ষা করো স্বামী, রক্ষা করো! [পদধারণ]

শঙ্খনাদ। (ধরিয়া) কি কর? ওঠ—ওঠ, পা ছাড়!

নন্দা। না-না, ছাড়বো না—ছাড়বো না তোমার পা। আমি মা, পুত্রের অমঙ্গল আশঙ্কায় চির-ভয়াতুরা! তুমি কথা দাও—কথা দাও।

শঙ্খনাদ। পুত্র-পলাশ! আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি স্থির হও, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো—যাতে কারো জীবনহানি না হয়!

নন্দা। আঃ! তুমি কথা দিলে—কথা দিলে!

শঙ্খনাদ। দিলাম। কিন্তু একবার যে কি চরম মূল্য দিতে হবে, তা ভগবানই জানেন।

নন্দা। কি? কি বলতে চাও তুমি?

শঙ্খনাদ। বলতে চাই—বলতে চাই—আমি মরি ক্ষতি নেই—কিন্তু তোমরা যেন সুখী হও—সুখী হও। [প্রস্থান।

নন্দা। ওগো না-না, অমন চরম মূল্য দিয়ে সর্বনাশা সুখ আমি চাই না—চাই না—চাই না। তুমি ফের—ফের! [দ্রুত প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

শাল্ব—প্রাসাদ।

উত্তেজিত মহারাণী শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। কি করি? কি করি? শঙ্খনাদের সংবাদ দেওয়ার পর থেকে রাজ্যটা চষে ফেল্লাম—অথচ মহারাজের কোন সংবাদই জানতে পারলাম না। কুমার সত্যবানও আজ দু'দিন হলো শীকারে গেছে—এখনও ফিরে এলো না। কিযে করি—তা ভেবেই পাচ্ছি না।

শিকারীর বেশে সজ্জিত সত্যবানের দ্রুত প্রবেশ।

সত্যবান। মা! মা! মা!

শৈব্যা। সত্যবান! বাবা! [জড়াইয়া ধরিল।

সত্যবান। বল মা বল, নগরে প্রবেশ করে যা শুনলাম—তা কি সত্য? সত্য কি পিতা—অগ্নিদগ্ধ শত্রু কবলিত?

শৈব্যা। ওরে স্থির হ'—বিশ্রাম কর। পরে সব বলছি!

সত্যবান। বিশ্রাম। না-না, এ জীবনে হয়তো বিশ্রামের অবকাশ—আর আসবে না। আমার অমন স্নেহময় আত্মভোলা পিতা আজ অগ্নিদগ্ধ—শত্রু কবলিত! অথচ আমি তার পুত্র অফুরন্ত শক্তির অধিকারী—অপরাজেয় যোদ্ধা!

শৈব্যা। সত্যবান!

সত্যবান। বল মা বল—এ সংবাদ তুমি কার কাছে পেলে?

শৈব্যা। তোমার পিতার দেহরক্ষী শঙ্খনাদই আমাকে এ সংবাদ দিয়েছে বাবা!

সত্যবান। বেইমান—বেইমান সে শঙ্খনাদ। তাকে আমি—

শৈব্যা। মিথ্যা সন্দেহ বাবা। শঙ্খনাদ তাঁর পুত্রতুল্য, বিশ্বাসী, নিজেও আহত।

সত্যবান। তবে—তবে কে ছিল আমাদের এমন শত্রু? কে করলে এই বেইমানী! এমন কি কেউ নেই, যে পিতার সংবাদ আমায় দিতে পারে?

আহত মংলুর প্রবেশ।

মংলু। হামি পারে! আঃ!

সত্যবান ও শৈব্যা। কে? কে তুমি?

মংলু। হামি মধুবনের মংলু! হামার সরদারের হুকুমে অন্ধোয়া রেজা বাবাকে লিয়ে—

সত্যবান। কি? পিতা অন্ধ! মা?

শৈব্যা। আমি তো জানি না বাবা।

মংলু। এক শালা বেইমান, রেজা-বাবাকে মন্দিলমে ঢুকিয়ে আগ-লাগিয়ে দেছিল।

সত্যবান। আগ—[ভীষণ উত্তেজিত]

শৈব্যা। সত্যবান!

মংলু। রেজা বাবা দরোজা ভাঙিয়ে, জান বাঁচালেও—লেকিন উহার আঁখদুটো পুড়িয়ে গেলো। অন্ধোয়া বনিয়ে গেল।

সত্যবান। সত্যবান, তুমি জীবিত না মৃত?

মংলু। আউর খবর আছে রাণী-মাঈজী। হামার সরদার আউর তিন আদমী দিয়ে রেজা বাবাকে হামার সাথে তুর ডেরায় ভেজিয়ে দিলেক। লেকিন রাস্তামে দশঠো ঘোড়-সওয়ার হামাডের উপর তলোয়ার লিয়ে ঝাপিয়ে পড়লো।

শৈব্যা। তারপর—তারপর?

মংলু। হামরা জোর লড়াই দিল। লেকিন বড়ি আফশোস কি বাৎ মাঈজী, হামার তিনঠো জোয়ান মরদ মরিয়ে গেল। আউর হামি মাটিমে বেঁহুস হইয়ে গেল।

সত্যবান। কে—কে এই আততায়ীর দল?

মংলু। হামার মনে হইল ছোট রেজা, উরা এহি দেশের আদমী! বেইমানী করিয়ে রেজাকে ছিনিয়ে লিয়ে গেল!

শৈব্যা। কিন্তু কোথায় তাকে নিয়ে গেল? কে তাঁকে নিয়ে গেল?

মংলু। হামি চলে মাঈজী, হামি চলে। হামার তামাম জংলী ভাইয়ের দল লিয়ে হামি রেজাকে খুঁজিয়ে আনবে। খুঁজিয়ে আনবে!

[দ্রুত প্রস্থান।

সত্যবান। মংলু—মংলু।

শৈব্যা। চলে গেছে চলে গেছে। মহারাজকে না নিয়ে ও আর ফিরবে না।

শঙ্খনাদের প্রবেশ।

শঙ্খনাদ। মহারাজ বন্দী।

সত্যবান ও শৈব্যা। বন্দী?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ। সেনাপতি মহাবল চুনা পাহাড়ে মহারাজকে বন্দি করে রেখেছে।

সত্যবান। চুনা পাহাড়—চুনা পাহাড়! চুনাপাহাড় আমি সমভূমি করে দেব। মহাবলকে জ্যান্ত মাটিতে পুঁতে ফেলবো।

শৈব্যা। স্থির হও সত্যবান। বিপদে অধৈর্য্য হলে কার্য্যোদ্ধার হয় না। বল বল শঙ্খনাদ, কোথায় কোথায় পেলে এই সংবাদ?

শঙ্খনাদ। প্রভাতে বাড়ী থেকে দেখা করে মহারাজের সন্ধানে যখন আমি পাহাড় তলিতে গিয়েছিলাম—তখন সেনাপতির প্রধান অনুচর—

শৈব্যা। দয়াল সিংহ?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ দয়াল সিংহ এসে আমাকে এই পত্র দিয়ে গেল।

সত্যবান। পত্র! দে'খ—দেখি। [পত্র লইয়া পড়িতে লাগিল।]

শৈব্যা। বিসের পত্র? কার পত্র?

শঙ্খনাদ। পত্র দিয়াছে, সেনাপতি মহাবল।

সত্যবান। শয়তান—শয়তান মহাবল। আমি ওকে নির্মমভাবে হত্যা করবো।

শৈব্যা। কি—কি লিখেছে?

সত্যবান। মাগো। সে কথা ভাষায় বলতে আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হয়ে আসছে। শয়তান মহাবল লিখেছে, অন্ধমহারাজ দ্যুমৎসেনকে চুনা পাহাড়ে সে বন্দী করে রেখেছে।

শৈব্যা। সৈন্য সাজাও—সৈন্য সাজাও, শঙ্খনাদ, আমি নিজে সৈন্য পরিচালনা করবো।

সত্যবান। কিন্তু তাতে যে প্রতিবন্ধক রয়েছে, মা।

শৈব্যা। কি প্রতিবন্ধক?

সত্যবান। পত্রে লিখেছে—রাজাকে উদ্ধার করতে যদি কোন প্রকার যুদ্ধের আয়োজন আমরা করি তাহলে মহাবল সর্বাগ্রে তাঁকে হত্যা করবে।

শৈব্যা। ওঃ ভগবান।

শঙ্খনাদ। আদেশ করুণ মহারাণী। আমি এই মুহূর্তে সৈন্যসজ্জা করে চুনা পাহাড় আক্রমন করি।

সত্যবান। না—না তা হবার উপায় নেই। শঙ্খনাদ—তা হবার উপায় নেই। ওরা যে আমাকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত করে চাবুক মারছে। আমি কি করি—আমি কি করি?

শৈব্যা। এমনি দাঁড়িয়ে থেকে হা হুতাস করলেই কি তোমার পিতার মুক্তি আদায় হবে, সত্যবান?

সত্যবান। মা!

শৈব্যা। না জানি, এতক্ষণ সেই শিশুর মত সরল মহারাজ কি অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করছে। অগ্নিদগ্ধ চোখ থেকে হয়তো ধারায় ধারায় অশ্রু নির্গত হচ্ছে। অথচ কেউ নেই তার পাশে তাকে সান্ত্বনা দিতে।

সত্যবান। আঃ! চুপকর মা, চুপকর। অমন করে বলে আমায় তুমি পাগল করে দিও না।

শঙ্খনাদ। যুবরাজ স্থির হোন।

সত্যবান। স্থির হবো? কেমন করে স্থির হবো, শঙ্খনাদ? ক্ষুদ্র ভেক আজ সুযোগ পেয়ে মদমত্ত হস্তীর শিরে চড়ে নৃত্য করছে। অথচ আমি-আমি কিছুই-করতে পাচ্ছি না।

শৈব্যা। তাহলে কি বুঝবো মহারাজের মুক্তির কোন আশাই নেই।

সত্যবান। আছে মা আছে। যে মুক্তি পণ শয়তান চেয়েছে—সেই মুক্তিপণ দিয়েই পিতাকে আমি উদ্ধার করবো।

শৈব্যা। কি মুক্তি পণ চেয়েছে?

শঙ্খনাদ। যুবরাজ যদি স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পন করেন, তাহলেই মহারাজকে মহাবল মুক্তি দেবেন।

শৈব্যা। না—না—তা হতে পারে না—তা হতে পারে না!

সত্যবান। তাই হতে পারে মা, তাই হতে পারে। আমার পিতার উদ্ধারের এই একমাত্র পথ। আমি এই মুক্তি পন দিয়ে পিতাকে উদ্ধার করবো।

শৈব্যা। সত্যবান!

শঙ্খনাদ। যুবরাজ!

সত্যবান। সারথিকে রথ সাজাতে বল শঙ্খনাদ। আমি এই মুহূর্ত্তে আত্মসমর্পন—করতে যাত্রা করবো।

শঙ্খনাদ। যুবরাজ! ভেবে দেখুন এতে প্রচুর বিপদের আশঙ্কা আছে।

সত্যবান। বিপদ। সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা পিতা আজ শত্রু কারাগারে বন্দী। এর চেয়ে আর কি বিপদ হতে পারে শঙ্খনাদ! যাও—যাও—আদেশ পালন কর—সারথীকে রথ প্রস্তুত করতে বল!

শঙ্খনাদ। আমি রাজভৃত্য। আপনাদের আদেশ পালনই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। [প্রস্থান।

শৈব্যা। কার্য্যে অগ্রসর হওয়ার আগে—একবার ভাল করে ভেবে দেখ সত্যবান—এতে শেষ রক্ষা হবে কি না?

সত্যবান। শেষ রক্ষা হবে কি না—জানি না। তবে পুত্রের কর্ত্তব্য পিতাকে রক্ষা করা, তা আমি করবো।

শৈব্যা। যদি তারা তোমাকে হত্যা করে?

সত্যবান। আমার পুত্র জন্ম ধন্য হয়ে যাবে। পিতার জন্য আত্মবলি দিয়ে আমি বিশ্বপিতার কোল পাব।

শৈব্যা। কিন্তু তাতেও যদি তোমার পিতার মুক্তি না হয়?

সত্যবান। তুমি স্থির জেনে রাখ মা, সত্যবানের জীবন যেতে পারে, কিন্তু তার আগে পিতাকে সে মুক্তি করে যাবেই যাবে।

শৈব্যা। কিন্তু শত্রু শিবিরে তুমি একা কি করবে?

সত্যবান। মা। একা সিংহ যেমন সহস্র ফেরু পালকে হত্যা করতে পারে। এই সত্যবানও তেমনি একা ঐ হাজার শয়তানকে পায়ের তলায় পিষে মারতে পারে। [গমনোদ্যত]

শৈব্যা। সত্যবান। সত্যবান।

সত্যবান। [ঘুরিয়া] পিছু ডেকো না মা—পিছু ডেকো না। পিতার মুক্তি কামনায় পুত্র চলেছে নিজের জীবন বাজি রেখে শয়তানের সঙ্গে পাঞ্জা কশতে। আদ্যাশক্তির অংশ সম্ভূতা তুমি আমার মা, তুমি শুধু প্রাণখুলে আশীর্বাদ কর—যেন নিজের জীবন দিয়েও পিতাকে আমি উদ্ধার করতে পারি।

[প্রণামান্তে প্রস্থান।

শৈব্যা। সত্যবান—সত্যবান।

দ্রুত নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। যুবরাজকে ফেরান, রাণীমা, যুবরাজকে ফেরান।

শৈব্যা। এ কি! নন্দা মা? তুমি এভাবে এখানে!

নন্দা। বুঝাবার উপায় নেই, বলার ভাষা নেই। ছুটে এসেছি শুধু অন্তরের আবেগ নিয়ে একটা মহাবংশকে রক্ষা করতে।

শৈব্যা। কি—কি বলতে চাও তুমি?

নন্দা। ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র। আপনাকে সর্বপ্রকারে সর্বহারা করার জন্য একটা বিরাট ষড়যন্ত্র।

শৈব্যা। তা আমি শুনেছি মা। তাই আকুল হয়ে আমার পুত্র ছুটে গেল তার পিতাকে রক্ষা করতে।

নন্দা। চলে গেল?

শৈব্যা। হ্যাঁ। ঐ দেখ রাজপথ দিয়ে সুসজ্জিত রথ তোমার স্বামী আর যুবরাজকে নিয়ে তীরবেগে চলে গেল।

নন্দা। চলে গেল চলে গেল। ফেরাতে পারলাম না। ওঃ। তাইতো কি করি—কি করি?

শৈব্যা। তুমি অত চঞ্চল হচ্ছো কেন মা?

নন্দা। চঞ্চল! কতটুকু চঞ্চলতা আপনি আমার বাইরে দেখছেন, রাণীমা। অন্তর সমুদ্রে যে উত্তাল ঢেউ উঠেছে তার পরিসীমা নেই মা—পরিসীমা নেই।

শৈব্যা। নন্দা।

নন্দা। পারেন—পারেন মহারাণী মা। আমাকে একখানা অস্ত্র দিতে। আমি নিজে চুনার পাহাড়ে গিয়ে শয়তানদের আঘাত হানবো।

শৈব্যা। তোমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে তাদের তুমি কিছুই করতে পারবে না, মা। তার চেয়ে এসো, শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে গিয়ে সাশ্রু নেত্রে তাকে ডেকে, তার মঙ্গল কামনা করি।

নন্দা। না—না—মহারাণী। মন্দিরে যাবার সময় এখন নয়। এখন যেতে হবে চুনার পাহাড়ে শত্রুদের মুখোমুখি করতে।

শৈব্যা। নন্দা!

নন্দা। আপনি বুঝতে পাচ্ছেন না, রাণীমা। আপনার স্বামী পুত্র দু'টো মহারত্নই হারিয়ে যেতে বসেছে। এখন আর গৃহ কোনে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা চলে না।

শৈব্যা। ঠিক ঠিক বলেছো মা। ভোলানাথ শিব বন্দী। কুমার কার্ত্তিকেয় সংগ্রামে ছুটে গেছে। এবার চল শক্তি রূপিনী আমরাও রণভূমিতে আবির্ভূত হই মা-ভৈঃ মন্ত্র নিয়ে।

নন্দা। তাই চলুন, তাই চলুন দেবী। আমার মন বলছে, শক্তিরূপী মায়ের অভয় হস্ত যদি প্রসারিত হয় তাহলে হয়তো এই মহা ঝড়ের গতিবেগ স্তব্ধ হলেও হতে পারে।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির।

বন্দি অন্ধরাজা দ্যুমৎসেনের প্রবেশ।

দ্যুমৎসেন। ঝড় উঠেছে—ঝড় উঠেছে। একটা শয়তানের পুচ্ছ তাড়নে নিস্তরঙ্গ সংসার সমুদ্রে আজ ঝড় উঠেছে। এ ঝড়ের সমাপ্তি কোথায়? এ ঝড়ের পরিনাম কি? কে তার উত্তর দেবে?

সশস্ত্র মহাবলের প্রবেশ।

মহাবল। আমি।

দ্যুমৎসেন। সেনাপতি মহাবল!

মহাবল। আজ অবশ্য সেনাপতি। কিন্তু কাল হয়তো মহারাজ।

দ্যুমৎসেন। বেইমান শয়তান!

মহাবল। হাঃ-হাঃ-হাঃ—শয়তান। ঠিক-ঠিকই বলেছ সাধু। আমি শয়তান! তাই তোমার মত সাধুকে আমি আর বাঁচিয়ে রাখবো না।

দ্যুমৎসেন। কর—কর আমাকে হত্যা। আমি তো মাথা বাড়িয়েই দিয়ে আছি।

মহাবল। অত সহজেই কেন মহারাজ? একটু অপেক্ষা করুন। যুবরাজ আসছেন। একসঙ্গেই দুটো শুভকাজ সম্পন্ন করা যাবে।

আলুলায়িত চুল। উন্মত্তবৎ সত্যবানের প্রবেশ।

সত্যবান। যুবরাজ এসেছে মহাবল।

দ্যুমৎসেন। সত্যবান!

সত্যবান। বাবা। [জড়াইয়া ধরিল, মহাবল অট্টহাস্য হাসিয়া উঠিল]

দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল শঙ্খনাদ।

মহাবল। চমৎকার! শঙ্খনাদ পরাও শৃঙ্খল। [শঙ্খনাদ দ্রুত সত্যবানকে বন্দী করিল।]

সত্যবান। শেষ পর্য্যন্ত তুমিও এপথে শঙ্খনাদ?

শঙ্খনাদ। এ পথে স্বেচ্ছায় আমি আসিনি যুবরাজ। আপনার পিতার অবিচারই আমাকে বাধ্য করেছে।

সত্যবান। পিতা?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আপনার পিতা—ক্ষমতা অন্ধরাজা দ্যুমৎসেন।

দ্যুমৎসেন। আমি তার জন্য অনুতপ্ত শঙ্খনাদ।

শঙ্খনাদ। তাতে আমার কি? আপনার অনুতাপে আমি তো আমাব পিতাকে ফিরে পা'ব না মহারাজ। তাঁর শোচনীয় পরিণতি বিন্দুমাত্রও মধুর হবে না।

সত্যবান। কি অবিচার তোমার প্রতি করা হয়েছে শঙ্খনাদ?

শঙ্খনাদ। অনুলোম বিবাহ শাস্ত্র সম্মত জেনেও শুধু সমাজের অসন্তুষ্টির জন্য আপনার পিতা আমার পিতা-মাতাকে একবস্ত্রে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন।

মহাবল। আজ সুযোগ পেয়ে—কড়ায় গণ্ডায় তার প্রতিশোধ নাও, শঙ্খনাদ।

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, প্রতিশোধ নেব। প্রথম সুযোগেই দ্যুমৎ-সেনকে করেছি অন্ধ—

মহাবল। আর দ্বিতীয় সুযোগে পুত্রের সম্মুখে কর তাকে হত্যা।

সত্যবান। সাবধান শয়তান। [ক্রোধে মহাবলের দিকে ছুটিয়া আসিতেছিল, শঙ্খনাদ তরবারি খুলিয়া যুবরাজের বুকের সম্মুখে ধরিল।]

শঙ্খনাদ। সামাল যুবরাজ। অসির মুখে ক্ষুরের ধার।

[মহাবল আবার হাসিয়া উঠিল।]

মহাবল। সাবাস শঙ্খনাদ—সাবাস। সপষ্ট ভাষায় এবার যুবরাজকে জানিয়ে দাও, উনি যেন দয়া করে মনে রাখেন এটা শাল্বের রাজ-প্রাসাদ নয়—এটা মহাবলের শিবির।

দ্যুমৎ ও সত্যবান। [সক্রোধে] মহাবল!

মহাবল। ধীরে মহারাজ দ্যুমৎসেন, যুবরাজ সত্যবান ধীরে! দয়া করে মনে রেখো, আমার কৃপার উপরেই তোমাদের জীবন নির্ভর করছে।

সত্যবান। কি বলবো শয়তান? পিতাকে বন্দী করে আমাকে হস্তপদ শৃঙ্খলিত করে দিয়েছিস, নইলে তোর মত একশত শয়তানকে সত্যবান একাই দেখে নিতে পারতো।

দ্যুম্যৎসেন। ওরে তুই চুপ কর—চুপ কর সত্যবান। এই শত্রু-শিবিরে তুই কেন এলি বাবা? তুই কেন এলি?

সত্যবান। আসবো না? শয়তানরা তোমাকে বন্দী করে রেখেছে—আর পুত্র হয়ে আমি ছুটে আসবো না!

দ্যুম্যৎসেন। না-না, তোর আসা ঠিক হয়নি। হয়তো আমার মত তোর উপরেও এরা অত্যাচার করবে?

মহাবল। প্রয়োজন হয় হত্যা করবো।

সত্যবান। কর, কর হত্যা। তবু পিতাকে মুক্তি দাও। আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের বিরুদ্ধে আমি একটি অঙ্গুলী হেলনও করবো না। [নতশিরে উপবেশন।]

দ্যুমৎসেন। না-না, ওকে নয়—ওকে নয়। আমাকে তোমরা হত্যা কর। যুবরাজকে তোমরা অব্যাহতি দাও।

মহাবল। শঙ্খনাদ—

শঙ্খনাদ। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন যুবরাজ। [দ্যুমৎসেন পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল।]

দ্যুমৎসেন। না-না, সত্যবানকে তোমরা মেরো না—তোমরা মেরো না। আমার যথাসর্বস্ব নাও, তবু আমার সত্যবানকে ভিক্ষা দাও।

মহাবল। হবে না—হবে না।

দ্যুমৎসেন। ঈশ্বরের নামে শপথ করে এই রাজ্যের অধিকার আমি ত্যাগ করছি। তোমরা শুধু সত্যবানকে মুক্তি দাও—আমায় হত্যা কর।

সত্যবান। না-না, পিতাকে মুক্তি দিয়ে আমাকে বন্দী কর। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আজীবন আমি স্বেচ্ছায় তোমাদের বন্দী হয়ে থাকবো। কোনদিন ভুলেও তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবো না! শুধু অনুরোধ আমার মহামান্য পিতাকে মুক্তি দাও।

মহাবল। আমি উভয়কেই মুক্তি দেব সত্যবান। একটু অপেক্ষা কর শঙ্খনাদ—

শঙ্খনাদ। আদেশ করুন।

মহাবল। শিবির দুয়ারে দু'জন ঘাতক অপেক্ষা করছে, তাদের নিয়ে এসো।

সকলে। ঘাতক! ঘাতক কেন?

মহাবল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। শুধু মুক্তি দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছি না। তাই আপনাদের দু'জনরেই মহামুক্তির ব্যবস্থা করেছি।

শঙ্খনাদ। না-না, তা হয় না সেনাপতি।

মহাবল। হয় না!

শঙ্খনাদ। না। আমাদের উদ্দেশ্য রাজ্যপ্রাপ্তি। তা পেয়েছি। অনর্থক রক্তপাতে কোন প্রয়োজন নেই। আপনি ওদের ছেড়ে দিন।

মহাবল। তুমি মূর্খ। তাই জান না—অগ্নি, ঋণ আর শত্রুর শেষ কোনদিনই রাখতে নেই। যাও—আদেশ পালন কর।

শঙ্খনাদ! আমি পারবো না।

মহাবল। [সগর্জনে] শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। আমি আপনাকে করজোড়ে অনুরোধ করছি সেনাপতি। অনর্থক রক্তপাত করে সিংহাসনের পথ পিচ্ছিল করবেন না।

দ্যুমৎসেন। আমিও অনুরোধ করছি, মহাবল। আমাকে হত্যা করতে চাও কর। তবু সত্যবানকে মুক্তি দাও।

সত্যবান। না—না—আমাকে হত্যা কর কিন্তু পিতাকে মুক্তি দাও।

মহাবল। না—না আমি কাউকে মুক্তি দেব না। আমি দু'জনকেই মৃত্যু দেব।

সত্যবান। তাহলে তোমার মৃত্যুও কেউ রোধ করতে পারবে না। [এই বলিয়া একটানে শিকল ছিঁড়িয়া চকিতে মহাবলের তরবারি টানিয়া লইল।]

মহাবল। শঙ্খনাদ! [শঙ্খনাদ চকিতে অস্ত্র তুলিয়া সত্যবানের অস্ত্র প্রতিহত করিল।]

শঙ্খনাদ। যুবরাজ!

দ্রুত প্রবেশ করিল শৈব্যা ও নন্দা।

শৈব্যা। সত্যবান! অস্ত্র পরিত্যাগ কর!

সত্যবান। মা! [অস্ত্র ত্যাগ]

দ্যুমৎসেন। রাণী।

মহাবল, শঙ্খনাদ। মহারাণী!

শৈব্যা। ভিখারিণী। হে বিজয়ী শত্রু, তোমার দয়ায় দুয়ারে মহারাণী শৈব্যা আজ ভিখারিণী।

নন্দা। আমিও ভিক্ষা চাই, সেনাপতি। রাজ্য নিয়েছেন—নিন। কিন্তু মহারাজ আর যুবরাজের জীবন দয়া করে ভিক্ষা দিন।

শঙ্খনাদ। আমিও অনুরোধ করছি সেনাপতি, মহারাজ আর যুবরাজের জীবন ভিক্ষা দিয়ে আমার জীবন গ্রহন করুন।

মহাবল। শঙ্খনাদ। ওদের জন্য তোমার এত দরদ?

শঙ্খনাদ। দরদ নয় ভয়। আমার স্ত্রী পুত্রের অমঙ্গলের ভয়!

মহাবল। স্ত্রী পুত্র! হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শঙ্খনাদ। হাঁ্যা, স্ত্রীপুত্র। দিন সেনাপতি যুবরাজ আর মহারাজার জীবন ভিক্ষা দিন।

মহাবল। চমৎকার—চমৎকার। ক্ষুদ্র এক মহাবলের পায়ের তলায় শাল্বরাজ্যের আজ সব কয়টি শক্তি ভিক্ষাপ্রার্থী।

সকলে। সেনাপতি!

মহাবল। দেব—দেব। এতবড় ভিক্ষা না দিয়ে কি আমি পারি? ভিক্ষা আমি দেব। যান মহারাজ দ্যুমৎসেন, যুবরাজ সত্যবান, আমি

দু'জনকেই সসম্মানে মুক্তি দিলাম। আর সেই সঙ্গে দিলাম রাজ্য ছেড়ে নিরাপদে বেরিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি।

শৈব্যা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, বৎস। চলুন মহারাজ— এই মুহূর্ত্তে এই অভিশপ্ত রাজ্য ছেড়ে আমরা মধুবনে মাণ্ডব্য ঋষির আশ্রমে যাত্রা করি।

সত্যবান। তাই চলুন পিতা, তাই চলুন। এই বিষাক্ত রাজ্যে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এর চেয়ে অনেক—অনেক ভাল শান্ত বনানীর বুকে প্রশান্ত প্রকৃতির কোল।

দ্যুমৎসেন। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই যাব—তাই যাব। সেনাপতি মহাবল, তুমি নির্ভয়ে রাজত্ব কর। আমি কিম্বা যুবরাজ সত্যবান কেউ কোন-দিন রাজ্যের দাবী নিয়ে তোমার সম্মুখে দাঁড়াবে না। যাবার সময় ত্রিসত্য করে গেলাম। চল রাণী।

শৈব্যা। [স্বামীর হাত ধরিয়া] যাবার সময় আমি তোমাকে আশীর্বাদ করে যাচ্ছি মহাবল, রাজ্য পেয়ে তুমি যদি শক্তির অপচয় না কর, তাতে তোমার রাজ্য কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। আসুন মহারাজ। আসি মা নন্দা। সুখে থাক।

[মহারাজের সঙ্গে প্রস্থান।

সত্যবান। যাবার আগে ভগবানের কাছে কামনা করে যাই মহাবল—যে ভোগের তৃষ্ণায় উন্মত্ত হয়ে তুমি আজ কুচক্র সাজালে, সেই ভোগের তৃষ্ণা তোমায় যেন দিনের পর দিন প্রবল হয়ে সমস্ত পার্থিব সুখ তোমাকে কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করায়। [প্রস্থান।

মহাবল। বুঝতে পাচ্ছি না শঙ্খনাদ—এটা আশীর্বাদ না অভিশাপ?

নন্দা। অভিশাপ।

শঙ্খনাদ ও মহাবল। অভিশাপ?

নন্দা। হ্যাঁ অভিশাপ! ভোগের তৃষ্ণা থেকেই পাপের সৃষ্টি। আর পাপের পথ ধরেই আসে ধ্বংস! সাবধান! [প্রস্থান।

মহাবল। ধ্বংসই মানুষের চরম নিয়তি সুন্দরী। তার ভয়ে পৃথিবীর রূপ-রস আকণ্ঠ ভোগ করতে যে অপদার্থ পশ্চাৎপদ হয়— আমি বলি তার চেয়ে মূর্খ আর পৃথিবীতে কেউ নেই। [গমনোদ্যত]

শঙ্খনাদ। সেনাপতি!

মহাবল। সেনাপতি নই শঙ্খনাদ? আজ থেকে শাল্বরাজ্যের মহারাজ আমি—আর সেনাপতি—তুমি—তুমি—তুমি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। কিন্তু হুঁসিয়ার বেইমান রাজা! রাজ্য প্রাপ্তির যে সুন্দর পথ তুমি আমার সামনে তুলে ধরেছ—তাতে হয়তো শাল্ব সিংহাসনে দু'দিন পরে তুমি না বসে—বসতে পারি—আমি—আমি আমি। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মধুবন।

উত্তেজিত ঝুমনীর প্রবেশ। ভালুক সরদারের স্ত্রী। জংলী পরিচ্ছদ, পায়ে মল। চলিতে গেলে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বাজে। পশ্চাতে মংলু।

ঝুমনী। তু বলিস কি রে, মংলু? হামার মরদটা আউর একঠো সাদী করতে চলিয়ে গেল?

মংলু। হামি কি ঝুটা বাৎ বলেরে, ঝুমনী? সরদার হামাকে বুলিয়ে গেল—সাপিত্তিরী কে উ সাদী করিবে।

ঝুমনী। য়্যা! তু বুলিস কিরে মংলু? সাপকে সাদী করিলে উযে মরিয়ে যাবে রে?

মংলু। আরে নেহি—নেই, সাপ নেহি। সাপিত্তিরী রেজার লেড়কী!

ঝুমনী। রেজার লেড়কী—সাদী করবে ভালুক সরদার? আউর তু মংলু, জেনিয়ে শুনিয়ে উকে ছোড়িয়ে দিলি?

মংলু। হামি কি করবে? সরদার কি হামার কথা শুনবেক?

ঝুমনী। না, শুনবেক না! উর বাপ শুনবে।

মংলু। উ বাৎ ছোড়িয়ে দে ঝুমনী। ইদিকে যে হামাদের রেজা বাবার বহুৎ বিপদ আছে।

ঝুমনী। তোর রেজা মরুক। লেকিন হামার মরদকে ভালোয়

ভাগোয় ডেরায় আনিয়ে দে। নেহিতো তুর শিরঠো হামি চিবিয়ে খাবে।

মংলু। হামাকে কেন? হামি কি উকে সাদী করতে পাঠিয়েছে?

ঝুমনী। উ হামি শুনবেক না। হামি বাঁচিয়ে থাকতে হামার মরদ দুসরা আউরতকে সাদী করবে—উ হামি সইবেক না। হামি তুদের সবার ডেরায় আগ্ লাগিয়ে দেবে। [গমনোগ্যত]

মংলু। আরে শোন—শোনরে ঝুমনী। [ঝুমনীকে ধরিল, ঝুমনী ঝটকা মারিয়া সরিয়া গেল।]

ঝুমনী। ভাগ—ভাগ। তু তু মংলু, হামার সর্‌বনাশ করিয়েছিস। তু ভাগিয়ে যা।

মংলু। আরে ঝুমনী, তু হামার উপর চটিস্ কেন রে? হামি কি সাদী করিতে গেলো?

ঝুমনী। তু মংলু-তু যত নষ্টের গুড়া। তু ভাবিয়েছিস—হামার মরদকে ভাগিয়ে দিয়ে হামাকে লিয়ে মজা লুটবি। উটি হবেক না। হামি তুকে আজ মারিয়ে ফেলবে! [সমানে কিল-থাপর চলিল।]

মংলু। উরে বাপঃ! হামি যে মরিয়ে গেল রে ঝুমনী, হামি যে মরিয়ে গেল।

ঝুমনী। মর্—মর্—তু মুখমে খুন উঠিয়ে মরিয়ে যা। হামি হামার মরদের লেগে আচ্ছা করিয়ে কাঁদিয়ে লেই! [পা ছড়াইয়া বসিয়া কপাল চাপরাইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

ঝুমনী। উরে হামার মরদরে! [মংলু দ্রুত আসিয়া ঝুমনীর পিঠের পাশে বসিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

মংলু। উরে হামার ঝুমনীরে!

ঝুমনী। তু কুথা গেলিরে!

মংলু। একবার ফিরিয়ে চা'রে।

ঝুমনী। হামি যে তুকে ছোড়িয়ে বাঁচবেক না রে!

মংলু। হামি যে আগারি মরিয়ে আছেরে!

[ঝুমনী রাগিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।]

ঝুমনী। তু কাঁদিস কেন রে মরা?

মংলু। তু কাঁদিস কেন রে মুরি?

ঝুমনী। হামি কাঁদে হামার মরদের জন্যে।

মংলু। হামি কাঁদে হামার ঝুমনীর জন্যে।

ভালুক সরদারের প্রবেশ।

ভালুক। লেকিন হামি কাহার জন্যে কাঁদিরে?

মংলু ও ঝুমনী। সরদার—তু আসিয়েছিস!

ভালুক। হা আসিলো—লেকিন মালুম হয়—কামঠো খারাপী হইয়ে গেল। নারে মংলু?

মংলু। তা কুছু খারাপ তো হলোই। লেকিন রেজার লেড়কী কাহারে সরদার?

ঝুমনী। তু কি উকে সাদী করলি?

ভালুক। [পরিহাস তরল কণ্ঠে] সাদী? ত'ঃ-হাঃ-হাঃ—জরুর হবেক।

ঝুমনী। [চোখ বড় করিয়া] সাদী হবেক?

ভালুক। হাঃ-হাঃ, জরুর হোবেক!

মংলু। হামাদের খানা-পিনা-মহুয়া মিলবে তো?

ভালুক। কুচ—কুচ তো মিলবে।

ঝুমনী। উন্‌কে আগারী তুকে হামি খুন করিয়ে ফেলবে। [ঝুমনী সরদারের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।]

ভালুক। এ—এ ঝুমনী! তু কি বাওরা হইয়ে গেলি?

ঝুমনী। হা-হা, হামি বাওরা হইয়ে গেল। হামি বাঁচিয়ে থাকতে তু সাদী করবি—আউর হামি বাউরা হবেক না? হায়-হায়! হামার কি সরবনাশ তু করলি রে সরদার। কি সরবনাশ তু করলি?

মংলু। রোও মৎ ঝুমনী—রোও মৎ। তুর আঁখোমে আস্থ দেখিয়ে হামারো যে আস্থ গিরতে আছে রে ঝুমনী।

ভালুক। হাঁারে মংলু, তু ঝুমনীকে বহুৎ পিয়ার করিস, না?

ঝুমনী। [রাগিয়া] হাঃ-হাঃ, তুর চেয়ে মংলু হামাকে বহুৎ পিয়ার করে।

মংলু। [সাগ্রহে] তু বুঝিস রে ঝুমনী? তু বুঝিস?

ভালুক। হা হা জরুর বুঝে। লেকিন বড়ি আফসোস কি বাৎ —ভালুক সরদার বাঁচিয়ে থাকতে উটি হোবার যু নেহি।

মংলু। তু তো সাদী করিয়ে আসলি। ইখন ঝুমনীকে ছোড়িয়ে দে।

ভালুক। ঝুমনীকে লিয়ে তু কি করবে? সাদী করবে?

মংলু। তু হুকুম দিলে—জরুর কোরবে।

ঝুমনী। আরে যা—যা, ভাগিয়ে যা। ঝুমনী গাঙে ডুবে মরবে —লেকিন তুর মত শেয়ালকে সাদী করবেক না।

ভালুক ও মংলু। ঝুমনী!

ঝুমনী। এ তু কি করলি রে সরদার? হামাকে ছোড়িয়ে তু কেমন করিয়ে দোসরা লেড়কীকে সাদি করলি! [ক্রন্দন]

ভালুক। আরে ঝুমনী, রোও মৎ—রোও মৎ। তোকে ছোড়িয়ে হামি কি দোসরা লেড়কীকে সাদী করিটে পারে! এতো ভালবাসা হামি কোথাকে পাবে?

ঝুমনী। তু সাদী করিসনি ?

ভালুক। আরে নেহি—নেহি। হামি সাবিত্তীরি মাঈকে একবার দেখিতে গেল।

ঝুমনী। দেখলি ?

ভালুক। হা দেখলো। আসমান সে দেওতা দুর্গা মাঈজী জমিন মে গিরিয়ে গেছে। হামি উকে দেখলো, মাঈজী বলিয়ে ডাকলো, আউর পেন্নাম করিয়ে ডেরায় ফিরিয়ে আসলো।

ঝুমনী। [দুই হাতে সরদারের গলা ধরিয়া] তু হামাকে বাঁচিয়ে দিলিয়ে সরদার!

মংলু। আউর হামার নসীবকে গোর দিয়ে দাবিয়ে দিলি রে—দাবিয়ে দিলি!

ঝুমনী ও ভালুক। মংলু!

মংলু। নেহি—নেহি, তুর দলে হামি আউর থাকবেক না—থাকবেক না! [অভিমানে প্রস্থান।

উভয়ে। মংলু—মংলু!

নেপথ্যে পশুপতি। থাকবো না—থাকবো না তোদের দলে। শালারা সব তোরা স্বার্থপর। যে যার তালে ঘোরে। না—না, কিছুতেই থাকবো না!

বলিতে বলিতে প্রবেশ করিল পশুপতি শর্ম্মা। অর্দ্ধ বৃদ্ধ মাথায় টাক। একটি দাঁত ও নেই মুখে। ভীষণ বিয়ে-পাগলা।

ভালুক। তু কে বটিস্ রে ?

ঝুমনী। দেখছিস না—উর গলায় সুতা ঝুলছে। উ জরুর ঠাকুর হবে।

ভালুক। পেন্নাম হই বামুন দেওতা। [উভয়ের প্রণাম]

পশুপতি। কল্যাণ হুকুক।

ভালুক। কি? কেলা? কেলা তো হামি খায় না, বামুন দেওতা।

পশুপতি। আরে বাবা, কেলা নয়—কেলা নয়, কল্যাণ। মানে মঙ্গল।

ঝুমনী। মংলু! আরে উতো চলিয়ে গেলো। মংলুকে তু পাবি কুথা?

পশুপতি। মংলু নয়রে ভূত, মংলু নয়। মঙ্গল মানে ভালো।

ভালুক। তাই বোল বামুন দেওতা! মংলু নেহি—ভালুক আছে। ও ঠিক আছে।

ঝুমনী। লেকিন ঠাকুর বাবা, তু এতো চটিয়ে গেছিস কেনে? তুর হলো কি?

পশুপতি। কি হয়নি—তাই বল ভদ্রে!

ভালুক। আরে নেহি—নেহি। উ ভদ্দুরে হয়নি—ফাগুনে হইছে।

পশুপতি। অর্বাচীন!

ঝুমনী। কি চিন চিন করছিস রে ঠাকুর বাবা! হামরা কি তুকে চিনে?

পশুপতি। এখন চিনে রাখ—বাপ-ধনেরা। আমার নাম শ্রী শ্রী পশুপতি শর্ম্মা।

ভালুক। তা পশু ঠাকুর, তু ভদ্দর সমাজ ছোড়িয়ে জঙ্গলমে কেন আসিলি?

পশুপতি। ভদ্রলোকের সমাজে আমার ঘেন্না ধরে গ্যাছে। ও শালাদের দলে আর আমি থাকবো না। ওরা সব স্বার্থপর! নিজেরা বিয়ে থা করে গণ্ডায় গণ্ডায় কাচ্চা-বাচ্চা জন্মাচ্ছে, আর আমার বেলাতেই খট খটা খট্ খট্।

ঝুমনী। তু সাদী করবি কিরে পশু বাবা?

পশুপতি। পশু নয় রে—পশুপতি।

ঝুমনী। ধ্যেৎ। পতি তো হামার মরদকে বলবে। তুকে কেন বলবে?

ভালুক। উ পতি তু ছোড়িয়ে দে বামুন দেওতা। হামরা তুকে পশু বোলিয়ে ডাকবে।

পশুপতি। তা ডেকো জংলী বাবা। কিন্তু আমাকে যে পতি হতেই হবে। নইলে যে ঊর্দ্ধতন পুরুষের কোন গতি হবে না। বিয়ে আমাকে করতেই হবে।

ঝুমনী। তু তো বুঢঢা আছিস রে পশু বাবা।

পশুপতি। বুঢ্ঢা! জানিস, আমার প্রপিতামহ একশ তিন বছর বয়সে এক পিঁড়িতে বসে পাঁচটা বিয়ে করেছিলো। তস্য পুত্র আমার পিতামহ গঙ্গাযাত্রার আগের দিনও জুটো পানি পীড়ন করেছিলো। তস্য পুত্র আমার বাবামশাই। আশী বছর বয়সেও একটি তের বছরের স্ত্রী গ্রহণ করেছিলো। সে তুলনায় আমি তো শিশু। মাত্র একাত্তর। এখনো বাহাত্তরে পড়িনি।

ভালুক। তা শিশুবাবা, তুর সাদী এতদিন কেন হয়নি?

পশুপতি। ষড়যন্ত্র—ঘোর ষড়যন্ত্র! ভদ্র সমাজের সব শালারা ষড়যন্ত্র করেছে—যাতে পশুপতি শর্মার বংশ নির্বংশ হয়ে যায়।

ঝুমনী। তু বলিস কিরে, পশু ঠাকুর!

পশুপতি। মনে কর—উপনিষদের বাণী আউরাচ্ছি। কোন ভদ্র-লোকই আমাকে কন্যা সম্প্রদানে রাজী হলো না।

ভালুক। ভারী দুঃখের কোথা আছে রে পশু বাবা।

পশুপতি। আরো দুঃখ আছে। শুনলাম, মদ্ররাজ কন্যা সাবিত্রীর বর জুটছে না। গেলাম তাকে কৃপা করতে। কিন্তু সেখানে লংকাকাণ্ড!

ঝুমনী। কেন—কেন? উখানে আবার কি হলো?

পশুপতি। কি আর হবে জংলী ঠাকরুণ, কপাল—কপাল! আমার কপালে গোপাল হয়েছে। সাবিত্রী মনের দুঃখে তীর্থভ্রমণে গ্যাছে। আর আমিও শালা ভদ্রলোকের দল ছেড়ে—"মনের দুঃখে বনে এলাম—রইল না আর কেউ।

ভালুক। উ কাম ভালই হলো। তু এখানে থেকিয়ে যা। হামাদের লেড়কা-লেড়কীকে থুরা-থুরি লিখাপড়া শিখায়ে দিবি। তুকে হামরা মাথায় করিয়ে রাখবে।

পশুপতি। থাকতে পারি—কিন্তু বিয়ে করিয়ে দিতে হবে।

ঝুমনী। তু হামাদের লেড়কী সাদী করবি?

পশুপতি। কেন করবো না! অনুলোম বিবাহ তো শাস্ত্র সম্মত!

ভালুক। লেকিন হামাডের জংলী মানুষ তুর পছন্ড হবে তো?

পশুপতি। আরে বাবা, নাকে কাম না নিঃশ্বাসে কাম? ও একটা হলেই হলো।

ভালুক। [হাসিয়া] এই ঝুমনীকে তুর পছন্ড হয়রে পশু ঠাকুর?

পশুপতি। আরে—এতো খাসা মেয়েমানুষ! একেবারে ক্ষীরের সিঙ্গারা!

ঝুমনী। আরে ধ্যেৎ! উ তুর সঙ্গে মোজা করছে। হামি তো উর বহু আছে।

পশুপতি। তা তোমাদের বহু তোমাদের থাক। আমার বাবা একটা হলেই যথেষ্ট!

ভালুক। তব্ চল পশু বাবা। সেবা-উবা করিয়ে আরাম করবি।

ঝুমনী। হঃ-হা—আজ তুকে হামি আচ্ছা কছিয়ে চুঁহা ভাজিয়ে সেবা দেবে। চলিয়ে আয়! [প্রস্থান।

পশুপতি। চুঁহা—মানে ইঁদুর?

ভালুক। হা-হা—বহুৎ আচ্ছা মানছ। চলিয়ে! [প্রস্থান।

পশুপতি। [যাইতে যাইতে] আরে না-না বাবা। ওসব চুহা-টুহা আমার চলবে না। ওর চেয়ে মেওয়াই আমার ভাল। [প্রস্থান।

ক্ষণ পরে দ্যুমৎসেনের হাত ধরিয়া শৈব্যা ও সত্যবানের প্রবেশ। অঙ্গে তাহাদের বনবাসীর পরিচ্ছদ।

শৈব্যা। দেখ—দেখ রাজা, কি সুন্দর পরিবেশ! কত শান্ত—কত মধুর শ্যামল বনানীর এই কোমল অঞ্চল!

দ্যুমৎসেন। দুর্ভাগ্য আমার রাণী, প্রকৃতির এই মধুর রূপ আর আমি দেখতে পারো না।

সত্যবান। বাবা!

দ্যুমৎসেন। ঈশ্বরের বিধানে আজ যে আমি অন্ধ!

শৈব্যা। ক্ষমা কর স্বামী! কথাটা আমার মনে ছিল না!

দ্যুমৎসেন। না-না, তোমার দোষ কি? এ আমার বিধিলিপি!

সত্যবান। আর কতদূর যাবো মা?

শৈব্যা। এ জায়গাটা আমার ভালই লাগছে। এখানে যাত্রা-বিরতি করলে মন্দ হয় না!

দ্যুমৎসেন। আমরা কোথায় এসেছি সত্যবান?

সত্যবান। আমাদের রাজ্য-সীমান্তে—

শৈব্যা। না! বল শাম্বরাজ্য সীমান্তে।

সত্যবান। হ্যাঁ-হ্যাঁ, শাম্বরাজ্য সীমান্তে মধুবনে এসেছি!

দ্যুমৎসেন। মধুবন! মধুবন! জংলীদের নিকর ভূভাগ। এই ভাল—এই ভাল।

শৈব্যা। কি ভাল মহারাজ?

দ্যুমৎসেন। কিছুদূরেই মাণ্ডব্য মুনির আশ্রম। মধুবনে যৌবনে আমি বহুবার এসেছি। প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বাস করতে হলে মধুবনই শ্রেষ্ঠস্থান!

সত্যবান। তাহলে এইখানেই আমাদের যাত্রাবিরতি হোক!

ভালুক সরদারের প্রবেশ।

ভালুক। কোন্—কোন আছে রে?

সত্যবান। আমরা পথিক—আশ্রয় ভিখারী।

ভালুক। আরে, হামাডের রেজা বাবা না?

দ্যুমৎসেন। তুমি কে?

ভালুক। হামি তুর পেরজা—ভালুক সরদার।

দ্যুমৎসেন। তুমি—তুমি সেই জংলী সরদার, যে একদিন আমাকে জীবনে বাঁচিয়েছে?

ভালুক। হামি নয় রে রেজা বাবা, জান বাঁচিয়েছে ভগোয়ান। তা তুরা এখানটি কেন রে?

শৈব্যা। শত্রুর চক্রান্তে আমরা রাজ্যহারা—বনবাসী!

সত্যবান। তোমার আশ্রয়েই বাস করতে চাই। দেবে না একটু আশ্রয়?

ভালুক। আরে ছোট রেজা! ই তু বলিস কিরে? ই মধুবন তো তুহাদের আছে। হামি তো তুহাদের পেরজা।

শৈব্যা। তাহলে আশ্রয় আমরা পাবো!

ভালুক। তুহাদের জমিন—তুহারা থাকবে, হামি কি বলবে?

দ্যুমৎসেন। না-না, এ জমি এখন আমাদের নয় সরদার, এর মালিক এখন অতীতের সেনাপতি মহাবল।

ভালুক। মহাবল ?

সত্যবান। সেই এখন শাল্বের রাজা!

ভালুক। লেকিন হামার রেজা এই অন্ধোয়া দ্যুমৎসেন। সে রেজা—সে মাঈজী, গরীব পেরজার পেন্নাম নে। [প্রণাম]

সকলে। সরদার!

ভালুক। এ ঝুমনী, লালটু, টুটকী, ম্যানকা, মংলু আরে তুরা সব চলিয়ে আয় রে—চলিয়ে আয়! হামাদের বনে আজ রেজা আসিয়াছে রে—রেজা আসিয়াছে।

মাদল, বাঁশী, ঝাঁজ বাজিয়া উঠিল। নাচিতে নাচিতে গীতকণ্ঠে জংলী নরনারীদের প্রবেশ।

গীত।

দে মাদলে ঘা রে　　দে মাদলে ঘা।
তা গুর গুর তা গুর গুর—গুর গুর গুর গুর ঝা।
রেজা এলো হামার দেশে কেত্তা খুশীর বাৎ,
মহুয়া পিকে মাতোয়ারা হোরা ছুনিয়া কর দে মাৎ;
রেজা রাণী পেন্নাম দে—ঘরমে লিয়ে যা।

[সকলের প্রস্থান।

ক্ষণপরে সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবিত্রী। কি সুন্দর, মনোরম প্রকৃতির এই উপবন। মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মধুর কাকলী, শ্যামায়িত বনানীর চঞ্চল অঞ্চল, স্বচ্ছতোয়া শীর্ণা তটিনীর কুলু কুলু তান—সবাই যেন সমস্বরে আমাকে সাদরে বরণ করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে। কত তীর্থ, কত জনপদ, কত বনানী ভ্রমন করলাম, কত সাধুসন্তের চরণধূলি মাথায় নিলাম। কিন্তু

কই—কোথায় তো এমনিভাবে আমার তৃষিত মন ভরে উঠেনি! তবে কি—তবে কি এইখানেই আমার চরম পাওয়ার পরম প্রাপ্তি হবে? ভগবান বলে দাও—বলে দাও, কোথায়—কতদূরে আমার ধ্যানের দেবতা?

পশুপতির পুনঃ প্রবেশ।

পশুপতি। চুঁহা নয়—চুহা নয়—মেওয়া। মেওয়া খেয়ে এলাম। কিন্তু বিয়ে···কে? কে তুমি? [অবাক বিস্ময়ে দর্শন]

সাবিত্রী। কি দেখছেন?

পশুপতি। যাচ্ছেতাই!

সাবিত্রী। যাচ্ছেতাই?

পশুপতি। একেবারে যাচ্ছেতাই।

সাবিত্রী। কি?

পশুপতি। রূপ!

সাবিত্রী। রূপ?

পশুপতি। হ্যাঁ রূপ। এমন যাচ্ছেতাই রূপ আমি বাবার বয়সে দেখিনি!

সাবিত্রী। [হাসিয়া] আমার রূপটা যাচ্ছেতাই?

পশুপতি। নিশ্চয়। এমন যাচ্ছেতাই রূপ না হলে কি আমার মা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে?

সাবিত্রী। তা মন্দ কি? আমি না হয় আপনাকে ছেলে বলেই ডাকবো।

পশুপতি। হলো তো!

সাবিত্রী। কি?

পশুপতি। দফা রফা!

সাবিত্রী। তার মানে?

পশুপতি। যদিও বা মনের কোণে এক-আধটু ইচ্ছে ছিল—তোমার ঐ ছেলে ডাকে—সব গয়া।

সাবিত্রী। কি গয়া?

পশুপতি। বলবো না! বলবো না। আগে বল, তুমি কে?

সাবিত্রী। আমি সাবিত্রী—তীর্থভ্রমনে বেরিয়েছি।

পশুপতি। তুমি সাবিত্রী? যার জন্যে আমি মদ্ররাজ্যে ধাওয়া করেছিলাম?

সাবিত্রী। আপনি কে ভদ্র?

পশুপতি। অভদ্র। ওসব ভদ্রলোকের দল আমি ছেড়ে এসেছি!

সাবিত্রী। আপনার নাম?

পশুপতি। শ্রীশ্রীপশুপতি শর্মা। তবে বর্তমানে শুধু পশু।

সাবিত্রী। ব্রাহ্মণ? আমার প্রণাম গ্রহণ করুন!

পশুপতি। মঙ্গল হোক মা! এই রে—সর্বনাশ হয়ে গেল!

সাবিত্রী। কেন? কেন—কি হলো?

পশুপতি। হলো আবার কি? তুমি সত্যি একটা সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! কোথায় তোমাকে কৃপা করে আমি পশুর সঙ্গে পতি-যোগ করবো ভাবছি। আর কোথায় তুমি আমাকে 'মা ডাকিয়ে ছাড়লে!

সাবিত্রী। তার জন্য কি দায়ী আমি?

পশুপতি। একবার নয় হাজার বার! চেহারাখানায় এমন একটা যাচ্ছেতাই কায়দা করে রেখেছ—যে দেখলেই 'মা' ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।

সাবিত্রী। চেহারা তো আমার ইচ্ছেয় হয়নি—সবই যে ভগবানের দান!

পশুপতি। ভগবানের নিকুচি করেছে। শালা একচোখো ভগবান! দান করার আর জায়গা পেলে না—আমার ওপরেই তার দানের কেরামতি ঝাড়লে! না! আমার কোন আশা নেই—কোন আশা নেই। [গমনোদ্যত]

সাবিত্রী। বাবা!

পশুপতি। ইস্! রকম দেখ না! বাবা! না-না, আজো আমার বিয়েই হলো না—বাপ হবো কি করে?

সাবিত্রী। ব্রাহ্মণ, বয়োবৃদ্ধ—পিতৃতুল্য!

পশুপতি। তুমি যত ইচ্ছে পিতৃতুল্য মনে কর—কিচ্ছু বলবো না। কিন্তু দোহাই চেঁচিয়ে যেন আবার কখনো বাবা বলো না!

সাবিত্রী। কেন?

পশুপতি। আরে বাবা, তাতে বিয়ে করার এখনো যেটুকু আশা আছে তাও যাবে। তোমার মত এতবড় মেয়ের বাপ হলে—লোকে আমাকে যে বুড়ো বলবে!

[প্রস্থান।

সাবিত্রী। আশ্চর্য এই ব্রাহ্মন! কিন্তু আমি এখন কি করি? কোনদিকে যাই?

বলিতে বলিতে কুঠার স্কন্ধে সত্যবানের পুনঃ প্রবেশ।

সত্যবান। কোনদিকে যাই? রন্ধনের জন্য শুষ্ক কাষ্ঠের প্রয়োজন —কোনদিকে যাই—কোথায় পাই? কে—

সাবিত্রী। কে?

[উভয়ে উভয়ের দিকে মন্ত্রমুগ্ধবৎ চাহিয়া রহিল। সত্যবানের হাত হইতে কুঠার পড়িয়া গেল। সাবিত্রী নির্বাক, নিস্পন্দ। হঠাৎ একটা পাখী "বউ কথা কও" বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। সত্যবান সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া ধীরে ধীরে বলিল।]

সত্যবান। [আনমনে] বউ কথা কও! কিন্তু এ যে পাষাণ প্রতিমা!

সাবিত্রী। ছবি কি কথা কয়? [আনমনে]

সত্যবান। তবে তো পাষাণ নয়—রক্তমাংসে গড়া মানবী!

সাবিত্রী। ছবি তো নয়—জীবন্ত ধ্যানের দেবতা!

সত্যবান। কে—কে তুমি?

সাবিত্রী। সাবিত্রী! তুমি কে?

সত্যবান। সত্যবান। কি দেখছ অমন করে?

সাবিত্রী। দেখছি—দেখছি···এই রূপ, এই চোখ—এই রঙ—ব্যতিক্রম শুধু পরিচ্ছদ আর চূড়াবাঁধা চুল! এ মূর্ত্তি—এ মূর্ত্তি আমি যেন কোথায় দেখেছি। অথচ স্মরণ করতে পাচ্ছি না! কোথায়—কোথায়?

সত্যবান। তোমার সঙ্গে তো কোনদিন আমার দেখা হয়নি, বালা!

সাবিত্রী। হয়েছে—হয়েছে। কিন্তু ঠিক মনে করতে পাচ্ছি না। তুমি কি—তুমি কি কোন ঋষিপুত্র?

সত্যবান। না দেবী। আমি ক্ষত্রিয় সন্তান!

সাবিত্রী। ক্ষত্রিয়! অথচ ঋষি যুবকের পরিচ্ছদ?

সত্যবান। আমার পিতা শাল্বরাজ দ্যুমৎসেন—

সাবিত্রী। তুমি শাল্ব রাজপুত্র?

সত্যবান। ছিলাম অধুনা রাজ্যহারা—বনবাসী রন্ধনের জন্য কাঠ-আহরণে যাচ্ছি।

সাবিত্রী। তাই হবে—তাই হবে।

সত্যবান। কি হবে?

সাবিত্রী। যৌবনের প্রথমে একজন চিত্র বিক্রেতা শাল্ব রাজপুত্রের একখানা ছবি আমায় দেখিয়েছিলো। সেই তুমি আজ নূতন বেশে নূতন পরিবেশে। তাই ঠিক স্মরণ করতে পাচ্ছিলাম না।

সত্যবান। কিন্তু তোমার পরিচয়।

সাবিত্রী। মদ্ররাজ কন্যা।

সত্যবান। তুমি সেই বহুশ্রুত অপরূপা—সাবিত্রী?

সাবিত্রী। বহুশ্রুত কেমন?

সত্যবান। তোমার অলৌকিক কাহিনী আজ ভারতের জনগণের মুখে মুখে।

সাবিত্রী। তাই নাকি?

সত্যবান। হ্যাঁ! আচ্ছা আমি চলি!

সাবিত্রী। কোথায়?

সত্যবান। ঐ যে বল্লাম—কাষ্ঠ আহরণে।

সাবিত্রী। আমি যদি তোমার অনুগমন করি?

সত্যবান। কেন?

সাবিত্রী। তুমি কাষ্ঠ আহরণ করবে, আমি বয়ে নিয়ে দেব।

সত্যবান। কোন সূত্রে?

সাবিত্রী। যে সূত্রে নারী দাঁড়ায় পুরুষের পাশে।

সত্যবান। রাজকুমারী!

সাবিত্রী। রাজকুমারী নয়, তোমার দাসী!

সত্যবান। কাকে কি বলছ?

সাবিত্রী। যাঁকে বলার জন্য এই দীর্ঘকাল আমি অপেক্ষা করে আছি। যাঁকে পাবার জন্য আমার এই ক্লেশদায়ক তৃপ্তি মধুর তীর্থ পর্যটন। যাঁর কণ্ঠে দুলিয়ে দেবার জন্য সযতনে গাঁথা এই বরমাল্য!

সত্যবান। কার—কার, এই বরমাল্য?

সাবিত্রী। তোমার—তোমার! [বরমাল্য দান]

সত্যবান। কি করলে? কি করলে? একি শঙ্খ বাজায় কে?

শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে ঝুমনীর প্রবেশ।

ঝুমনী। ঝুমনী! [আবার শঙ্খে ফুঁ দিল]

সত্যবান। আঃ! কি কচ্ছ? থামাও শঙ্খ।

ঝুমনী। এতোদিন উ তো থামিয়েই ছিলরে রেজার বেটা। আজ বাজার সময় হইছে, উ তো আর থামবেক না। খালি বাজবেই, বাজবে। [শঙ্খ বাজাইতে বজাইতে একটা চক্কর দিল] যাই—বুনের সবাইকে খবরটা জানিয়ে আসি। আরে হেই রঙিয়া, চুনিয়া, লটপটিয়া, ছোট রেজার সাদী রে ছোট রেজার সাদী! [প্রস্থান।

সত্যবান। কি করলে? কি করলে? এ তুমি কার গলায় মালা দিলে? আমি যে ভিক্ষুক অধম।

সাবিত্রী। তুমি আমার রাজ-রাজেশ্বর।

সত্যবান। না-না, পাগলামো করো না। এখনই সবাই এসে পড়বে। নাও-নাও, শীগ্‌গীর তোমার মালা তুমি ফিরিয়ে নাও!

সাবিত্রী। [গমন পথের মুখে গিয়া] ওগো পুরুষ। নারী একবার কাউকে মালা দিলে সেমালা আর ফিরিয়ে নিতে সে পারে না।

সত্যবান। সাবিত্রী!

সাবিত্রী।— **গাহিল।**

ওগো শতজনমের শত কামনার তুমি যে পরম ধন।
তোমারে ঘেরিয়া মন মধুকর,
করে সেথে গুন্‌গুন।
তুমি আর আমি এক সুরে গাঁথা,
কালস্রোতে ভাসা দয়িত দয়িতা,
নিতি আসা যাওয়া ধুলার ধুরায়, নব নব ভাবে নব জাগরণ॥

[প্রণাম।

সত্যবান। সাবিত্রী! [তুলিয়া ধরিল]

সাবিত্রী। আর্যপুত্র!

সত্যবান। দুঃখকে যখন স্বেচ্ছায় বরণ করলে—তখন চল আমার পিতামাতাকে প্রণাম করে আসি।

সাবিত্রী। চল। তোমাকে পেয়ে সমস্ত বিশ্ব আজ মধুময়। তোমার চরণে অর্পণ করে আমার 'আমি' আজ মধুর হয়ে গেল।

পাগল বেশে ভবিতব্যের প্রবেশ।

গীত।

ওরে, আমার আমি মধুর হলো,
(কিন্তু) বিষ যে আছে মাঝে।
জানিস নাকি কমল ফুলে কাঁটার আঘাত রাজে।

সাবিত্রী। আপনাদের আশীর্বাদে বিষ আমার নিশ্চয় অমৃত হবে।

ভবিতব্য গাহিল।

এতই যদি মনের জোর জ্বালা প্রদীপ জ্বালা,
আন ছিনিয়ে যমের গলার মৃত্যুঞ্জয়ী মালা।

শুনবি তখন বিশ্বজোড়ে মোহন বাঁশী বাজে।
ভবিতব্যের বিধান তলে প্রেমের রাধা সাজে।

সত্যবান। কে—কে আপনি ছদ্মবেশী মহাপুরুষ?

পাগল। আমি ভবিতব্যের পাগলা ছবি। ভাঙ্গি-গড়ি, তামাসা দেখি আর রঙের পর রঙ বুলিয়ে চিত্রপট উজ্জল করে তুলি। কি মজা—কি মজা?

[প্রস্থান।

সাবিত্রী। আর্য-পুত্র!

সত্যবান। কল্যাণী! চেয়ে দেখ তোমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে সমস্ত বৃক্ষে ফুল ফুটে উঠেছে। সমস্ত প্রকৃতি যেন নীরব ভাষায় মধুকণ্ঠে উচ্চারণ করছে—"সুস্বাগতম্ বনলক্ষ্মী—সু-স্বাগতম্"।

[হাত ধরিয়া উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

শঙ্খনাদের বাড়ী।

শঙ্খনাদের প্রবেশ।

শঙ্খনাদ। আজ আমি সেনাপতি। অতুল সম্মান, অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য, সব আমার আজ করায়ত্ত। কিন্তু, কোথায় গেল আমার সেই পূর্বের শান্তি? কে হরণ করলো আমার মনের বিমল আনন্দ?

বই হাতে পলাশের প্রবেশ।

পলাশ। বেইমান কাকে বলে বাবা?

শঙ্খনাদ। [সচকিতে] বেইমান! [আত্মস্থ হইয়া] একথা কেন বাবা?

পলাশ। পাঠশালায় আমাকে দেখিয়ে ছেলেরা বলাবলি করছিল—"ঐ দেখ বেইমানের ছেলে"।

শঙ্খনাদ। ওসব বাজে ছেলেদের সঙ্গে আর মিশো না পলাশ।

পলাশ। ওরা বাজে ছেলে নয় বাবা। লেখাপড়ায় খুব ভাল।

শঙ্খনাদ। লেখাপড়াতেই ভাল হলেই ভদ্র হয় না, বুঝলি? ও-সব চাষা-ভূষো ছোটলোকের দল।

পলাশ। কিন্তু মা কি বলেন জান?

শঙ্খনাদ। কি?

পলাশ।— **গান**

চাষা-ভূষো, শ্রমিক মজুর ওরাই দেশের আসল মানুষ।
রক্তে ওদের গড়া মোদের বড়লোকির রঙীন ফানুস।

মাঠের বুকে লাঙল হেনে,
পাতাল খুঁড়ে লক্ষ্মী আনে,
ওরাই বাঁচায় নারায়ণে
অন্ন দিয়ে জনে জনে!
দেশের মাটির ওরাই খাঁটি অল্পে তুষ্ট আশুতোষ।

শঙ্খনাদ। [বিরক্তি সহকারে] পলাশ!

পলাশ।— **গাহিল।**

ওরা যদি হয়গো বাঁকা ঘুরবে না আর দেশের চাকা
রঙীন ফানুস ফেঁসে যাবে,
মানের ঘরে থাকবে না হুঁস।

শঙ্খনাদ। কে—কে শেখালে এই আজেবাজে গান?

পলাশ। আমার মা।

শঙ্খনাদ। তোমার মা! যতসব অপদার্থ।

নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। তাই তো নারী হয়ে জন্মেছি।

শঙ্খনাদ। নন্দা!

নন্দা। তোমার মত পদার্থ যদি আমার মধ্যে থাকতো, তাহলে তো ভগবান আমাকে পুরুষ করেই গড়তো।

শঙ্খনাদ। সব সময় রহস্য ভাল লাগে না নন্দা।

নন্দা। কিন্তু আগে তো লাগতো?

পলাশ। তুমি ভুলে যাচ্ছো মা, বাবা কি আর আগের মানুষ আছেন?

নন্দা ও শঙ্খ। পলাশ!

পলাশ। [মাকে] আগে তুমি আর আমি ছাড়া বাবার কেউ ছিল না। কিন্তু আজ যে বাবার অনেক আপনার জুটে গেছে।

নন্দা। ছিঃ! পলাশ। গুরুজনকে কি এভাবে বলতে আছে। যাও—হাত-মুখ ধুয়ে খেতে বসগে। [পলাশ চলিয়া গেল।

শঙ্খনাদ। ছেলেটা দিন দিন কেমন বাচাল হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ?

নন্দা। সেটা কি ওর দোষ?

শঙ্খনাদ। কার?

নন্দা। যদি বলি তোমার?

শঙ্খনাদ। আমার?

নন্দা। হ্যাঁ, তোমার। তুমি কি আগের মত ওর দিকে দৃষ্টি দাও? কাছে ডেকে নিয়ে কি আগের মত আদর কর?

শঙ্খনাদ। সময় কোথায়? কত কাজ—

নন্দা। তাই তো অভিমানে পলাশ বলে ফেলেছে—

"যখন তোমার কেউ ছিল না
তখন ছিলাম আমি।
এখন তোমার সব হয়েছে
পর হয়েছি আমি"।

শঙ্খনাদ। না—না এসব কোন কাজেরই কথা নয়। ছেলেটা পাঠশালাতে গিয়ে ছোট লোকদের সঙ্গে মিশে দিন-দিন বয়ে গেল!

নন্দা। স্বামী!

শঙ্খনাদ। আমি কালই ওকে পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে আনবো।

নন্দা। দোহাই তোমার। নিজে যা করছ কর। ছেলেটার আর সর্বনাশ করো না।

শঙ্খনাদ। না—না, আমি কোন কথা শুনবো না। ওসব ছোট লোকদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ আমি আর কিছুতেই দেব না। ওতে আমার মান-মর্য্যাদা নষ্ট নয়।

নন্দা। বুঝলাম। তোমার এখন বড়লোকী নেশা পেয়েছে—পদ-মর্য্যাদার নেশায় তুমি আজ উন্মত্ত হয়ে উঠেছ।

শঙ্খনাদ। তুমি যতই বক্তৃতা দাও না কেন, আমি কিছুতেই পলাশকে সাধারণ পাঠশালায় পড়তে দেব না।

নন্দা। অসম্ভব! আমি মা—আমি যতদিন বেঁচে থাকব—তত-দিন পলাশ ঐ পাঠশালাতেই পড়বে।

শঙ্খনাদ। [সক্রোধে] নন্দা—

নন্দা। তাতে সে তোমার মত বড়লোক না হতে পারে। কিন্তু সত্যিকারের মানুষ হবে। [গমনোদ্যত]

প্রবেশ করিল মহাবল

মহাবল। বড়লোক না হলে কি মানুষ হওয়া যায়, নন্দাদেবী?

নন্দা ও শঙ্খ। মহারাজ!

মহাবল। তোমরা বোধহয় জান না এই পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের মাপ কাঠি তার গুণ-পরিমায় নয়—টাকায়।

নন্দা। টাকা!

মহাবল। হ্যাঁ নন্দাদেবী। টাকাতে মূর্খ পণ্ডিত হয়। অজ্ঞান জ্ঞানী হয়। মানহীনের মান সৃষ্টি হয়।

শঙ্খনাদ। আপনি ঠিকই বলেছেন মহারাজ।

নন্দা। না!

উভয়ে। না?

নন্দা। না। আমি বলি, টাকার লোভ, পদমর্য্যাদার নেশা যখন মানুষের বেশী হয়ে ওঠে, তখন সে আর মানুষ থাকে না, হয়ে ওঠে জানোয়ার।

মহাবল। ওটা পুঁথি-পুস্তকের কথা নন্দাদেবী। আপনি কি দেখতে পান না যে একটা বিরাট পণ্ডিতের চেয়ে সামান্য রাজকর্মচারী কিংবা টাকাওয়ালা মূর্খ ব্যবসায়ীর সম্মান কত বেশী।

শঙ্খনাদ। এতো হামেশাই দেখা যায়। এই নগণ্য সত্যটা যাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয়। সে সত্যি কৃপার পাত্র।

নন্দা। দোহাই তোমাদের—তোমরা দু'জনে সমাজে মহা সম্মানীয় ব্যক্তি হও, আমার কোন আপত্তি নেই। শুধু আমাকে আর পলাশকে কৃপার পাত্র হয়েই থাকতে দাও।

মহাবল। এ আপনার অভিমানের কথা নন্দাদেবী।

নন্দা। অভিমান অশোভন নয়—অনধিকার চর্চাটাই অশোভন।

শঙ্খনাদ। নন্দা!

মহাবল। যেতে দাও—যেতে দাও শঙ্খনাদ। তোমার স্ত্রীর এই উত্তেজনার জন্য তুমিই দায়ী।

শঙ্খনাদ। আমি!

মহাবল। হ্যাঁ—হ্যাঁ। একটা রাজ্যের সেনাপতি তুমি—অথচ তোমার স্ত্রীর গায়ে চেয়ে দেখ, দু'খানা ভারী গয়না নেই। একটা দামী শাড়ী পর্য্যন্ত নেই।

শঙ্খ ও নন্দা। মহারাজ!

মহাবল। এই অবস্থায় মেয়েদের মেজাজের কি ঠিক থাকে শঙ্খনাদ?

শঙ্খনাদ। কিন্তু—

মহাবল। বুঝেছি। তোমার মাইনের টাকায় যদি সঙ্কুলান না হয়, আমি কোষাধ্যক্ষকে বলে দেব, নন্দাদেবীর ইচ্ছামত কয়েকখানা ভারী গয়না আর দামী শাড়ী কিনে দিও।

নন্দা। ক্ষমা করবেন মহারাজ। আপনার দয়া অতুলনীয় হলেও আমরা তা গ্রহণ করতে অসমর্থ।

শঙ্খনাদ। তুমি মহারাজকে অসম্মান করছো।

নন্দা। না স্বামী। আমি তোমার সম্মান রক্ষা করছি। দয়া করে মনে রেখ তুমি বৃত্তি-ভোগী সেনাপতি, অনুগ্রহ প্রার্থী ভিখারীর জাত নও।

[প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। অদ্ভুত এই নন্দা।

মহাবল। শুধু অদ্ভুত নয়—চমৎকার। ওর সুন্দর মুখের সঙ্গে এই তেজস্বিতাটা যেন একেবারে মণিকাঞ্চন সংযোগ।

শঙ্খনাদ। [সচকিতে] মহারাজ !

মহাবল। হাঃ-হাঃ-হাঃ। সব জিনিষই কি সবাইকে মানায়, শঙ্খনাদ ! তোমার স্ত্রীর পক্ষে যে ক্রোধ আমার আনন্দদায়ক—তোমার পক্ষে সেই ক্রোধই হয়তো জীবন-নাশক।

শঙ্খনাদ। আমি কিন্তু সবিনয়ে জানতে বাধ্য হচ্ছি মহারাজ—সেনাপতি হলেও আমি আপনার ভৃত্য নই—বন্ধু।

মহাবল। হ্যাঁ-হ্যাঁ বন্ধু বলেই তো বন্ধু পত্নীর অসৌজন্যে আমি ক্রুদ্ধ না হয়ে বাহবা দিলাম।

শঙ্খনাদ। মহারাজ !

মহাবল। শাল্বরাজ্যের মানচিত্রখানা ভাল করে দেখেছ ?

শঙ্খনাদ। দেখেছি।

মহাবল। মধুবন বলে একটা পাহাড়ী এলাকা আছে। তা লক্ষ্য করেছ?

শঙ্খনাদ। করেছি।

মহাবল। বহুদিন ঐ মধুবন থেকে এক কপর্দকও রাজস্ব আদায় হয়নি। খোঁজ নিয়েছ?

শঙ্খনাদ। না!

মহাবল। নেওয়া উচিত ছিল।

শঙ্খনাদ। আমি সমর নায়ক সেনাপতি, রাজস্ব সচীব নই।

মহাবল। অতএব হে সমর নায়ক সেনাপতি শঙ্খনাদ, মহারাজ মহাবলের আদেশ—উপযুক্ত সৈন্য নিয়ে মধুবনের ভালুক সরদারকে তুমি বন্দী করে আনবে!

শঙ্খনাদ। এ কাজের ভারটা অন্য কাউকে দিলেই কি ভাল হতো না?

মহাবল। হয়তো হতো। কিন্তু তুমি আমার বন্ধু কিনা। তাই ভালুকসরদারকে বন্দী করে আনার গৌরবটা আমি তোমাকেই দিতে চাই।

শঙ্খনাদ। এ গৌরবে যদি আমি রাজী না হই?

মহাবল। মহারাজ দ্যুমৎসেনও রাজ্য ছেড়ে দিতে রাজী ছিল না। কিন্তু সে কি তা পেরেছে, শঙ্খনাদ?

শঙ্খনাদ। মহারাজ! [উত্তেজিত]

মহাবল। দয়াকরে স্মরণ রেখো, ঘোড়া সৈনিকের অতি নিকটতম বন্ধু। কিন্তু সেই ঘোড়া বেয়াড়া হলে চাবুক চালাতেও সৈনিক দ্বিধা করে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। চাবুক! চাবুক! এত স্পর্দ্ধা তোমার মহাবল—তুমি শঙ্খনাদকে চাবুক মারতে চাও?

নন্দার পুনঃ প্রবেশ

নন্দা। সম্মানীয় বন্ধুর সম্মানীয় পুরস্কার।

শঙ্খনাদ। নন্দা।

নন্দা। এই তো কেবল সুরু, স্বামী। বেইমানীর যে সপিল পথে তুমি যাত্রা করেছ—সে পথের বাঁকে বাঁকে অপেক্ষা করছে ঠিক এমনি ধারা চাবুক আর অপমানের কষাঘাত। হুঁসিয়ার সেনাপতি হুঁসিয়ার!

[প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ-হ্যাঁ, হুঁসিয়ার হয়েই আমাকে পথ চলতে হবে। যে চাবুক আজ আমার পিঠে পড়েছে—সেই চাবুক যতক্ষণ মহাবলের পীঠে মারতে না পাচ্ছি—ততক্ষণ আমার শান্তি নেই—তৃপ্তি নেই, বিরাম নেই। [প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

মন্ত্র প্রাসাদ।

অশ্বপতি ও দেবল ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

অশ্বপতি। না-না ব্রাহ্মণ, এ বিবাহে আমি কিছুতেই সম্মতি দিতে পারি না।

দেবল। হঠাৎ আপনার অসম্মতির কারণ কি, মহারাজ?

অশ্বপতি। তুমি জান না, তুমি জান না দেবল, স্বর্গ থেকে মহর্ষি নারদ আমার জন্যে কি বজ্রের ঘা এনেছিলেন।

দেবল। বজ্রের ঘা!

অশ্বপতি। বোধহয় তাও তুচ্ছ।

দেবল। মহারাজ!

অশ্বপতি। বজ্র যাকে আঘাত করে নিমিষেই সে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কিন্তু দেবর্ষি নারদ আমার জন্যে যে বজ্র এনেছ তাতে আমাকে আর সাবিত্রীকে তিলে তিলে আমৃত্যু পুড়ে মরতে হবে।

দেবল। আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না; মহারাজ!

অশ্বপতি। বুঝবে না—বুঝবে না—দেবল! তুমি তো আমার মত কন্যার জনক নও—এ জ্বালা তুমি বুঝতে পারবে না, বুঝতে চেওনা।

দেবল। মহারাজ!

অশ্বপতি। ওঃ! কি নিদারুণ সংবাদ, ব্রাহ্মণ! যে সত্যবানকে সাবিত্রী পতিত্বে বরণ করতে চাইছে, জান, জান তার পরমায়ু কতদিন?

দেবল। কতদিন মহারাজ?

অশ্বপতি। মাত্র একবছর।

দেবল। মাত্র একবছর!

অশ্বপতি। হ্যাঁ, মাত্র একবছর। আজ হতে এক বছর পরে আগামী জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী রাত্রে সত্যবান মৃত্যুবরণ করবে।

দেবল। দেবর্ষি নারদের গননা ভুলও তো হতে পারে, মহারাজ।

অশ্বপতি। না ব্রাহ্মণ। সুসংবাদ মিথ্যে হয়। কিন্তু দুঃসংবাদ কিছুতেই মিথ্যা হয় না। বিশেষত দেবর্ষি নারদ পুণ্যবান সর্বজ্ঞ মহাজন। তাঁর কথা আমি কিছুতেই অবিশ্বাস করতে পারি না।

দেবল। তাহলে এখন আপনার কর্ত্তব্য?

অশ্বপতি। ধর্ম্ম আর কর্ত্তব্যে সংঘর্ষ বেঁধেছে ব্রাহ্মণ। কাকে রাখি —কাকে ছাড়ি?

দেবল। মহারাজ!

অশ্বপতি। সাবিত্রীকে স্বেচ্ছাপতি নির্বাচনে অধিকার দিয়েছি আমি। তার সে অধিকার রক্ষা করা আমার ধর্ম। আর কন্যার বৈধব্যের প্রতিকার করাও আমার কর্ত্তব্য। বল ব্রাহ্মণ আমি কি করি—আমি কি করি?

দেবল। আমাদের সাবিত্রী-মা বুদ্ধিমতী। তাকে সব কথা বুঝিয়ে বল্লে সে নিশ্চয়ই এ পতি নির্বাচনে নিবৃত্ত হবে।

অশ্বপতি। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই আমার একমাত্র পথ। আমি সাবিত্রীকে বুঝিয়ে বলবো। তার সামনে তার ভবিষ্যতের ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরবো। তবু কি আমার মা মত পরিবর্ত্তন করবে না ব্রাহ্মণ?

সাবিত্রীর প্রবেশ

সাবিত্রী। বাবা!

অশ্বপতি। মা।

সাবিত্রী। কিছুক্ষণ আগে দেবর্ষি নারদ তোমাদের কাছে এসেছিলেন। তিনি কি বলে গেলেন বাবা? যার জন্যে মা আমার রুদ্ধকক্ষে অশ্রু বর্ষণ করছে! তুমি আমাকে এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে! কি হয়েছে বাবা?

অশ্বপতি। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ আমি পাচ্ছি না—আমি পাচ্ছি না। তুমি অবুঝ মেয়েটাকে বুঝিয়ে বল।

সাবিত্রী। কি বুঝাবে বাবা?

দেবল। তুমি বুদ্ধিমতী মা।

সাবিত্রী। আপনাদের আশীর্ব্বাদে।

দেবল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার ক্ষমতা তোমার আছে।

সাবিত্রী। এখনো তার প্রমাণ হয়নি ঠাকুর।

অশ্বপতি। সে প্রমাণ তোমার সম্মুখে উপস্থিত। তুমি স্থির ভাবে তোমার পথ স্থির কর মা।

সাবিত্রী। সব কথা পরিষ্কার করে বলুন। আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না।

দেবল। তুমি সত্যবানকে পরিত্যাগ করে অন্য পতি নির্বাচন কর মা।

সাবিত্রী। [আর্ত্তকণ্ঠে] ব্রাহ্মণ! [সংযত হইয়া] দয়া করে মনে রাখবেন, আমি হিন্দুর মেয়ে। অন্য-বরা হওয়ার অধিকার আমার নেই।

অশ্বপতি। তুই জানিস না মা, তোর এই পতি নির্বাচনের মধ্যে কি সর্বনাশের বীজ লুকিয়ে আছে।

সাবিত্রী। কিসের সর্বনাশ বাবা? আমার স্বামী ভিখারী বনবাসী বলে?

দেবল। না-না, মহারাজ সেকথা বলছেন না।

সাবিত্রী। তিনি কি বংশ গৌরবে আমার পিতৃকুলের চেয়ে হেয়?

অশ্বপতি। না—না। সত্যবান উচ্চকুলোদ্ভব শাম্ব-রাজপুত্র। আমি সেকথা বলছি না?

সাবিত্রী। তবে?

অশ্বপতি। ব্রাহ্মণ তুমি বল, তুমি বল। অতবড় সর্বনাশের কথাটা আমি উচ্চারণ করতে পাচ্ছি না।

দেবল। মানে—কথা হচ্ছে কি—মানে—

সাবিত্রী। সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। দুঃসংবাদ যত নির্মমই হোক, আমি তা শুনতে প্রস্তুত।

অশ্বপতি। মহর্ষি নারদ আমাকে এইমাত্র বলে গেলেন—[ইঙ্গিতে দেবলকে বলিতে নির্দ্দেশ]

সাবিত্রী। কি?

দেবল। [অন্যদিকে মুখ ঘুরাইয়া] সত্যবান স্বল্লায়ু।

সাবিত্রী। স্বল্লায়ু! ওঃ ভগবান! [পড়িয়া যাইতেছিল অশ্বপতি ধরিল।]

সাবিত্রী। বল—বল বাবা। স্বল্লায়ু অর্থে কতদিন?

অশ্বপতি। মাত্র এক বছর।

সাবিত্রী। মাত্র এক বছর।

দেবল। হ্যাঁ মা। আজ হতে মাত্র এক বছর পরে জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে সত্যবানের মৃত্যু হবে।

সাবিত্রী। উঃ কি নিষ্করুণ আমার ভাগ্য! জানি না গত জন্মে কত পাপ করেছিলাম। তাই আমার জন্যে এতবড় আঘাত অপেক্ষা করছে।

অশ্বপতি। অতটা ভেঙে পড়িস নে মা। মানুষ পুরুষকারের পূজারী। এই পুরুষকার দিয়ে সে দৈবকে বহু ক্ষেত্রে জয় করেছে।

সাবিত্রী। বাবা!

দেবল। তুমি কি দৈবের কাছে পরাজয় স্বীকার করবে মা?

সাবিত্রী। না-না, পরাজয় আমি স্বীকার করবো না। দৈবকে আমি যে ভাবেই পারি জয় করবো।

অশ্বপতি। [সানন্দে] এইতো—এই তো আমার বুদ্ধিমতী মায়ের কথা। জেনে শুনে দৈবকে কে প্রাধান্য দিতে চায়? কি বল ব্রাহ্মণ?

দেবল। নিশ্চয়—নিশ্চয়। জেনে-শুনে বৈধব্যকে কোন নারীই কামনা করবে না।

সাবিত্রী। আমিও করবো না ঠাকুর।

[অশ্বপতি ভাবিল, সাবিত্রী অন্যবর নির্বাচনে সম্মত হয়েছে। তাই সানন্দে বলিল।]

অশ্বপতি। তুই কিছু ভাবিস নে মা। আমি স্বয়ং এবার তোর অনুগমন করবো। ধনে, মানে, জনে, বংশগৌরবে সত্যবানের চেয়েও যোগ্যতম পাত্র আমি স্থির করে দেব।

সাবিত্রী। [তীব্রস্বরে] বাবা!

দেবল। চমকে উঠলে কেন মা! অনাগত বিপর্যয়কে প্রতিরোধ করার এই একমাত্র পথ।

সাবিত্রী। হতে পারে। কিন্তু—আমি তাতে সম্মত নই।

অশ্বপতি। মা! আমার অনুরোধ তুমি অমত করো না। জেনে-শুনে এতবড় বিপর্য্যয়কে মেনে নেওয়া যুক্তি-যুক্ত নয়।

সাবিত্রী। যুক্তি দিয়ে কি সব বিচার করা, চলে বাবা?

অশ্বপতি। যুক্তির কথা না হয় থাক। আমি তোর পিতা—

আমি তোকে অনুরোধ করছি—সত্যবান ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে তুই পতিত্বে বরণ কর।

দেবল। আমি তোমার কুল পুরোহিত। আমার অনুরোধ, তুমি অন্য-কাউকে পতিত্বে বরণ কর।

সাবিত্রী। ব্রাহ্মণ আর পিতা-মাতার আদেশ লঙ্ঘন করার নয়। কিন্তু আমি কি করে অন্যবরা হবো?

অশ্বপতি। এ সম্বন্ধে তো শাস্ত্রে বিধান আছে মা।

সাবিত্রী। সে বিধান প্রযোজ্য শুধু মনোনয়নের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমি যে তাঁর গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিয়ে, আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর আশীর্বাদ নিয়ে এসেছি।

দেবল। তখন তো তুমি জানতে না মা, যে সত্যবান স্বল্পায়ু।

সাবিত্রী। এখন জেনেও ফেরার কোন উপায় নেই ব্রাহ্মণ। হিন্দু-নারীর স্বামী দু'জন হতে পারে না।

অশ্বপতি। কিন্তু মা, এক বৎসর পরে যার মৃত্যু হবে, তাকে বরণ করে চিরজীবন বৈধব্য যন্ত্রণার নিদারুণ ক্লেশ নিজের সঙ্গে তুই কি আমাদেরও কি ভোগ করাতে চাস?

সাবিত্রী। দৈবায়ত্ত বিষয়ে শোক করা অনুচিত পিতা! আমার অদৃষ্টে যদি বৈধব্য থাকে, তাহলে অন্য পতি নির্বাচন করলেও বৈধব্য নিবারিত হবে না।

দেবল। তবু জেনে-শুনে কে আগুনে হাত দেয় মা।

সাবিত্রী। সুখ-দুঃখ পাপপুণ্য কর্মের পুরস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়। পরিমাণ দুঃখজনক—এই ভয়ে আমি ধর্ম পরিত্যাগ করতে পারবো না।

অশ্বপতি। মা!

সাবিত্রী। সুখ-দুঃখ অনিত্য বস্তু। নিত্যবস্তু ধর্ম। সেই ধর্ম হারিয়ে আমি সুখের প্রত্যাশী হতে পারবো না।

দেবল। কিন্তু পিতামাতার কথাটা চিন্তা করা তোমার উচিত মা!

সাবিত্রী। হয়তো উচিত। কিন্তু সে সময় আজ উত্তীর্ণ। আপনারা উভয়ে আমাকে আশীর্বাদ করুন—আমি যেন আমার ধর্মে ঠিক থাকতে পারি।

অশ্বপতি। [সখেদে] আমার কন্যা হয়ে এভাবে দৈব্যের কাছে পরাজয় স্বীকার করবি, একথা আমি ভাবিনি।

সাবিত্রী। না বাবা, দৈব্যের কাছে পরাজয় স্বীকার আমি করবো না। যেভাবেই পারি পুরুষকার দিয়ে আমি দৈবকে জয় করবো।

দেবল। কি করে তা সম্ভব?

সাবিত্রী। আপনাদের আশীর্বাদ। আমার স্বামী-ভক্তি, ব্রত অর্চ্চনার পুণ্যশক্তি দিয়েই আমি দৈবকে জয় করবো বাবা।

অশ্বপতি। মা!

সাবিত্রী। তুমি জান না বাবা—এই স্বামীভক্তির প্রভাবে যুগে-যুগে মৃত্যুরাজ যম তো তুচ্ছ—স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে।

দেবল। কিন্তু তুমি যদি না পার মা।

সাবিত্রী। তাহলে জানবো—রক্তে-মাংসে গড়া এই দেহ-চৈতন্য স্বরূপ সর্বশক্তিমান সেই ব্রহ্মের অংশ নয়। 'এই দেহ কিমি কীট পরিপূর্ণ নরকের আবাসস্থল শয়তানের রঙ্গভূমি।

[প্রস্থান।

দেবল। পারবে—পারবে তুমি। ব্রাহ্মণ আমি, আমার ভিতরে যে তেজস্বিতা নেই, যে আত্মনির্ভরতা নেই, নেই যে ঈশ্বরে বিশ্বাস

ওগো আমার মাটির মা, তোমার ভিতরেই আছে অপার্থিব সেই চৈতন্য শক্তির প্রভাব।

[প্রস্থান।

অশ্বপতি। কিন্তু আমি—আমি তো দেবল ব্রাহ্মণের মত অমন বিশ্বাস করতে পাচ্ছি না। আমি কি করবো? আমি কি করবো? ওগো তোমরা কেউ বলতে পার, কন্যার বৈধব্য স্থির নিশ্চয় জেনেও কেমন করে আমি সম্প্রদানের মন্ত্র উচ্চারণ করবো? [গমনোদ্যত]

গীতকণ্ঠে পাগলের প্রবেশ

গীত।

ওরে ও ভোলা মন।
মিছেই কেন ভাবিস রে তুই, [তোর] ভাবনা অকারণ।
যার ভাবনা ভাবছেন তিনি, তুমি তাহার কে?
ভবিতব্যের বিধান পটে আঁকেন ছবি সে।
সময় থাকতে ওরে ও মন নে না তাঁর শরণ।

অশ্বপতি। পাগল!

পাগল। পাগল আমি নই রে রাজা, আমি নই। পাগল সে—যে কর্ম না করেই ফলের প্রত্যাশা করে।

অশ্বপতি। পাগল!

পাগল। কর্ম কর রাজা, কর্ম কর। কন্যার পিতার কর্ম সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা। দ্বিধাশূন্য চিত্তে তুমি তোমার কর্ম করে যাও —ভবিতব্য ঠিক সুফল দান করবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ।

[প্রস্থান।

অশ্বপতি। পাগলের ছদ্মবেশে, জানি না কে তুমি মহাপুরুষ! তবু তোমার নির্দেশ আমি মানবো। কন্যা স্নেহে বুকটা হয়তো আমার

ভেঙে যাবে, তবু সম্প্রদানের মন্ত্র আমি ঠিকই উচ্চারণ করবো! যত আঘাতই আসুক না কেন—আমি কাঁদবো না—কাঁদবো না—কাঁদবো না! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [হাসিতে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

[নেপথ্যে। বিবাহের সানাই বাজিয়া উঠিল।]

চতুর্থ দৃশ্য।

কুটির প্রাঙ্গন।

নেপথ্যে বিবাহের বাদ্য বাজিতেছে, উৎসব প্রমত্ত মংলু ও ভালুক সরদারের মাতাল অবস্থায় গলাগলি করিয়া প্রবেশ।

ভালুক। মংলু রে!

মংলু। হুঃ!

ভালুক। হইয়ে গেল?

মংলু। হুঃ!

ভালুক। একদম হইয়ে গেল?

মংলু। হুঃ!

ভালুক। আরে মংলু, তু বেটা মুরদাকা মাফিক খালি হুঃ-হুঃ কচ্ছিস কেনে রে?

মংলু। হামি যে মরিয়ে গেছে রে সরদার! [কান্না]

ভালুক। আহা-হা! রোও মৎ—রোও মৎ! তুর ভি হবে।

মংলু। কি হবে রে সরদার?

ভালুক। সাদী!

মংলু। সাদী! উতো হইয়ে গেল!

ভালুক। আরে উ সাদী তো হলো ছোট রেজা আউর সাবিত্তির মাইয়েরা তুর সাদী হবে রে মংলু, তুর সাদী হবে।

মংলু। হামি ঝুমনীকে সাদী করবে রে সরদার!

ভালুক। খ্যেৎ! উতো হামার বহু আছে রে। উকে তু সাদী করবি কি!

মংলু। তব্ কাকে সাদী করবে রে?

ভালুক। পশু বাবাকে!

মংলু। হেই সরদার! উতো মরদা না আছে।

ভালুক। তব ভি উর সাথেই হবে।

মংলু। নেহি—নেহি। মরদানাকে হামি সাদী করবে না।

ভালুক। আঃ! চুপ যা। হামি ভালুকসরদার—যেখন একবার বলেছে—তেখন জরুর হবে। তু করবি না—তুর বাপ করবে।

মংলু। তর্ বাপ করুক—হামি করবেক না!

মাতাল ঝুমনীর প্রবেশ।

ঝুমনী। [সুরে] হাতীর গলায় ঘণ্টা।
নাচে হামার মোনটা!

[ঝুমনী পড়িয়া যাইতেছিল, ভালুকসরদার ধরিল।
এবার দু'জনেই টলিতেছে।]

ভালুক। সামাল—সামালয়ে খাড়া হোরে ঝুমনী।

মংলু। এ ঝুমনী—ঝুমনীরে। দেখ না হামাকে তুর মরদ জোর করিয়ে মরদানার সাথে সাদী দিতে চায়!

ঝুমনী। বহুৎ আচ্ছা বাৎ রে—বহুৎ আচ্ছা বাৎ। চল, তুকে হামি জেনানা করিয়ে সাজিয়ে দেবে।

মংলু। আরে বাঃ-বাঃ, হামি জেনানা সাজবে কিরে? হামি যে মরদানা আছে?

ভালুক। নেহি। তু জরুর জেনানা।

মংলু। এ ঝুমনী—[অসহায় ভাবে ঝুমনীর দিকে চাহিল]

ঝুমনী। হারে মংলু তু জেনানা আছিস। হামি ঝুমনী ভি বোলছে।

মংলু। তা তু যখন বলছিস—

ভালুক। আউর হামি ভালুকসরদার?

মংলু। হা-হা ওভি ঠিক—এভি ঠিক। হাম জেনানা।

ঝুমনী। চল তুকে হামি আচ্ছা কোরে সাজিয়ে দেবে।

মংলু। যেন ঠিক সাবিত্তীরি মাঈ।

ভালুক। হা হা ঠিক যেন সাবিত্তিরী মাঈ। যারে ঝুমনী, তু মংলুকে লিয়ে যা। হামি পণ্ড বাবাকে ধরিয়ে আনে!

[সুরে] হাতীর গলায় ঘণ্টা।
নাচে হামার মনটা॥ [প্রস্থান।

ঝুমনী। এ-এ সরদার। তু হামার গান কেন করিস রে? এই—শুনিয়ে যা—শুনিয়ে যা! [টলিতে টলিতে পড়িতে পড়িতে প্রস্থান।

মংলু। এই—এই ঝুমনী! হামাকে লিয়ে যা। হামি যে জেনানা আছে! [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

ক্ষণপরে দ্যুমৎসেন ও শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। আনন্দ! চারিদিকে শুধু আনন্দ-সুর! পাহাড়ীরা মহুয়া খেয়ে পাগল হয়ে উঠেছে। শুধু দুঃখ এই—তোমার এত আদরের সন্তান সত্যবানের বিবাহ তুমি চোখভরে দেখতে পেলে না!

দ্যুমৎসেন। আজ আর আমার কোন দুঃখ নেই রাণী। চক্ষু দিয়ে দেখতে গিয়ে, আলোও দেখেছি, অন্ধকারও দেখেছি। কিন্তু চক্ষু হারিয়ে আজ কি দেখছি জান?

শৈব্যা। কি?

দ্যুমৎসেন। শুধু আলো—শুধু আলো! আলোয় ভরা জ্যোতির্ম্ময় সব কারণের কারণ আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজ হাসে।

শৈব্যা। তুমি আত্মস্থ হয়েছ! কিন্তু আমি তো আত্মস্থ হতে পাচ্ছি না, স্বামী। আমার যে বারবার মনে হচ্ছে, আমার সত্যবানের এমন সুন্দর বউ হলো—অথচ তুমি তা দেখতে পেলে না!

দ্যুমৎসেন। তোমার চোখ দিয়ে দেখছি; অনুভবের চোখ দিয়ে দেখছি। দেখছি আমার এই পাতার কুটিরে জগৎ-জননী জগদ্ধাত্রী মা এসেছে।

বিবাহের বেশে সত্যবান ও সাবিত্রীর প্রবেশ। সাবিত্রীর পরণে লালপাড় সাধারণ শাড়ী। হাতে শুধু শাখা ও লোহার বালায়, সত্যবানের হাতে গয়নার পুটলী।

সত্যবান। আমাদের আশীর্বাদ কর মা, আশীর্ব্বাদ কর বাবা! [প্রণাম]

উভয়ে। [মাথায় হাত রাখিয়া] স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

দ্যুমৎসেন। আমার মা কই—মা?

সাবিত্রী। এইযে বাবা, আপনার পায়ের তলায়।

দ্যুমৎসেন। ওরে না-না, পায়ের তলায় নয়। তুই আমার বুকে আয় মা—বুকে আয়। শুনেছি তোর নাকি জগৎ আলো করা রূপ। আমি তো দেখতে পাবো না। তাই তোকে স্পর্শ করেই রূপের

সমুদ্রে অরূপকে অনুভব করি! [সাবিত্রীর মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিল, দু'চোখে জল]

সত্যবান। বাবা, তোমার চোখে জল?

দ্যুমৎসেন। না-না, ও কিছু না—ও কিছু না। তা বাসী বিয়ে এত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল?

শৈব্যা। তাড়াতাড়ি কই? বেলা কি কম হয়েছে!

দ্যুমৎসেন। তাই নাকি! তা আমি কি করে বুঝবো বল? চোখে তো দেখতে পাই না। না মা?

সত্যবান। উঃ! পরের মেয়ের আদর কত! [শৈব্যাকে] ও মা, বাবাতো পরের মেয়েকে খুব আদর করছেন। তা তুমি অন্তত আমায় কিছু আদর কর। নইলে আমি যাবো কোথায়?

শৈব্যা। পাগল ছেলে! [কাছে লইয়া শিরশ্চুম্বন করিল]

সাবিত্রী। হুঃ! দেখলেন তো মা, ছেলে আপনার কেমন হিংসুক! বাবা আমায় একটু আদর করছেন, আদুরে ছেলের তা সহ্যই হচ্ছে না।

সত্যবান। কেন হবে? কোথাকার তুমি কে? হুট করে এসে আমার এতদিনের কায়েমী জায়গাটা দখল করে নিলে—আর আমার বুঝি রাগ হবে না—না?

দ্যুমৎসেন। [সস্নেহে] থাক থাক, কারো রাগে প্রয়োজন নেই আয় তুই আয় আমার ডাইনে মা থাকুক বামে। সারা বিশ্ব চেয়ে দেখুক, তুচ্ছ রাজ্য হারিয়ে দ্যুমৎসেন আজ হরপার্বতীকে দুপাশে পেয়েছে। [ডানহাতে সত্যবান বাম হাতে সাবিত্রীকে ধরিল]

অশ্বপতির প্রবেশ।

অশ্বপতি। থাক, থাক রাজর্ষি দ্যুমৎসেন, ঐ ভাবে ধরে থাক।

একপার্শ্বে ভোলানাথ শিব, অন্যপার্শ্বে অন্নপূর্ণা দুর্গা। তুমি ধরে থাক আমি নয়ন ভরে দেখে, ভরা চোখে শূণ্য বুকে রাজ্যে ফিরে যাই।

শৈব্যা। এমনদিনে দুঃখ করতে নেই, বৈবাহিক। কন্যাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করা পিতার কর্তব্য। সে কর্তব্য আপনি করেছেন! এখন চোখের জল আপনার সাজেনা।

দ্যুমৎসেন। তাতে আপনার কন্যা জামাতার অমঙ্গল হবে।

অশ্বপতি। অমঙ্গল! না-না, তাহলে আমি আর দুঃখ করবোনা। আর দুঃখই বা কেন? মা আমার মনোমত স্বামী পেয়েছে, আজ কি আমার দুঃখ করা সাজে? আজ আমি শুধু হাসবো! হাঃ-হাঃ-হাঃ! [কাঁদিল]

সত্যবান। আপনি কি এই বিবাহে দুঃখিত?

অশ্বপতি। না—না, দুঃখ কেন হবে?

সত্যবান। আমরা বনবাসী, সর্বহারা ভিখারী।

অশ্বপতি। না, না! মহাদেবও তো সর্বত্যাগী শ্মশানবাসী।

দ্যুমৎসেন। চমৎকার—চমৎকার বলেছেন, বৈবাহিক। এ আপনার উচ্চ মনের প্রকৃষ্ট পরিচয়। আশীর্বাদ করে যান—এই বনতলেই ওরা যেন সুখের স্বর্গ তৈরি করতে পারে।

অশ্বপতি। স্বর্গ! সুখের স্বর্গ!

শৈব্যা। অসম্ভব ভাবছেন বৈবাহিক? সত্য ও প্রেম যেমন নিষ্কলুষ—আনন্দঘন বিশ্বপিতাও সেখানে চির প্রকট।

সাবিত্রী। বাবা!

অশ্বপতি। কি মা?—একি! তোর অলঙ্কার গেল কোথায়?

সত্যবান। সব খুলে ফেলেছে। এই দেখুন আমার হাতে একসঙ্গে বাঁধা!

অশ্বপতি। কেন ? কেন ? কেন তুই আমার দেওয়া অলংকার খুলে ফেলেছিস মা ? এতে যে আমার মনে কি দারুন আঘাত লাগছে তা কি বুঝিস না, সাবিত্রী ?

শৈব্যা। অলঙ্কার গুলো তোমার খুলে ফেলা উচিত হয়নি, বউমা !

দ্যুমৎসেন। বিশেষতঃ তোমার পিতার উপস্থিতিতে !

সাবিত্রী। কি করবো, বলুন ? পিতার দেওয়া ঐশ্বর্যের যৌতুক নিয়ে দরিদ্র স্বামীকে তো আমি অসম্মান করতে পারিনা।

সকলে। সাবিত্রী !

সাবিত্রী ! অপরাধ নিওনা, বাবা ! নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার তোমার দেওয়া এই লোহা আর শাঁখা আমি পড়েছি। আশীর্বাদ করে যাও, যেন এ আমার অক্ষুন্ন থাকে !

অশ্বপতি। হ্যাঁ-হ্যা আশীর্বাদ নিশ্চয়ই করছি। কিন্তু মা, অতগুলো গয়না ?

সত্যবান। গয়নাগুলো আপনি নিয়ে যান। বনে জঙ্গলে রাখাও তো নিরাপদ নয়। [গয়নার পুটলী অশ্বপতিকে দিল]

অশ্বপতি। কি—কি বল্লে ? গয়না আমি নিয়ে যাবো ? নিয়ে যাবার জন্যই কি দিয়েছি। [গহনা ফেলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল]

সাবিত্রী-সত্যবান। বাবা ! বাবা !

দ্যুমৎসেন-শৈব্যা। বৈবাহিক—বৈবাহিক !

অশ্বপতি। না—না, এখানে আর থাকবো না—এখানে আর থাকবো না ! এরা আমাকে অপমান করতে চায়। কন্যা তো নয়, শত্রু—শত্রু—শত্রু।

[প্রস্থান।

শৈব্যা। বৈবাহিক !

দ্যুমৎসেন। আঘাত পেয়েছেন—ফিরবে না। চল রাণী, প্রবোধ দিয়ে আমরা ওঁকে রথে তুলে দিয়ে আসি! [উভয়ের প্রস্থান।

সত্যবান। হলো তো?

সাবিত্রী। কি?

সত্যবান। তাই।

সাবিত্রী। তাই কি?

সত্যবান। ঐ যে।

সাবিত্রী। ঐ যে কি!

সত্যবান। ঐ যে বাবাকে রাগিয়ে দিলে!

সাবিত্রী। ওটা রাগ নয়।

সত্যবান। তবে?

সাবিত্রী। অনুরাগ!

সত্যবান। অনুরাগ?

সাবিত্রী। হুঃ! কন্যা স্নেহের অনুরাগ—কন্যার নিরাভরন মূর্ত্তি সহ্য করতে না পেরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

সত্যবান। তুমি একটা রত্ন!

সাবিত্রী। তাইতো রত্নাকরের বুকে! [বুকে মাথা রাখিল]

সত্যবান। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। উঃ!

সহসা পশুপতির প্রবেশ। কপালে ফোঁটা।
বেশ হাসিখুশী ভাব।

পশুপতি। এই রে! [জিভ কাটিয়া] একেবারে গদগদ ভাব! [সাবিত্রী ও সত্যবান সরিয়া গেল]

সত্যবান। আরে পশু ঠাকুর যে! হঠাৎ?

পশুপতি। হঠাৎ নয়, অকস্মাৎ।

সাবিত্রী। তার মানে?

পশুপতি। মানে দৈবাৎ।

সত্যবান। দৈবাৎ?

পশুপতি। হ্যাঁ, তোমরাও দৈবাৎ, আমিও দৈবাৎ।

সাবিত্রী। বুঝিয়ে না বল্লে বুঝব কেন পশু ঠাকুর?

পশুপতি। উঁহু শুধু পশু নয়। সত্যবানের মতো আমিও এখন পতি।

সত্যবান। তাই নাকি?

পশুপতি। বিশ্বাস হলো না? অর্বাচীন! তিষ্ঠ! দর্শন কর। চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর। মঙ্গুয়া—মঙ্গুয়া ও মঙ্গুয়া—

সাবিত্রী। মঙ্গুয়া আবার কে?

পশুপতি। জলপিণ্ড দানের ভাণ্ড। মানে স্ত্রী!

স্ত্রী বেশী মংলুর প্রবেশ।

মংলু। তু হামায় ডাকলি মরদ?

পশুপতি। হঁ: হ্যাঁ, এস—এস, মঙ্গু এস। কাছে এস। যুগল হয়ে দাঁড়াও! অর্বাচীনেরা দর্শন করে ভব যন্ত্রণা মুক্ত হোক!

সত্যবান। বাঃ! খাসা বউতো!

পশুপতি। খাসা বউ দেখলে—কিন্তু যৌতুক দিলে না তো?

সাবিত্রী। যৌতুক! তাইতো কি যৌতুক দেওয়া যায়?

সত্যবান। ঐ গয়নাগুলো?

সাবিত্রী। ঠিক বলেছ! গরীব বামুনের সেবায় লেগে বাবার

দেওয়া ধন সার্থক হয়ে যাবে। নাও ব্রাহ্মণ, তোমার বিবাহে এই আমাদের যৌতুক। [অলঙ্কার দান করিল]

পশুপতি। ইস্—এযে লাখটাকার মাল! স-ব আমায় দিলে?

সত্যবান। হ্যাঁ! ওগুলো আজ থেকে সব তোমার!

পশুপতি। পরে আবার দাবী দাওয়া জানাবে নাতো?

সাবিত্রী। না! চন্দ্রসূর্য সাক্ষী রেখে ওসব তোমায় দিয়ে গেলাম। তুমি বউকে পরিয়ে দিয়ে আনন্দ কর! [উভয়ের প্রস্থান।

পশুপতি। [পুলকিত মনে] মহুরে—মহুয়া!

মংলু। কিরে মরদ?

পশুপতি। মারদিয়া। দেখছিস কত গয়না?

মংলু। দে—হামি পড়বে।

পশুপতি। এখন নয় রে—এখন নয়। রাত্তিরে পড়িয়ে দেব।

মংলু। নেহি, হামি এক্ষণি পড়বে।

পশুপতি। অবুঝ হোসনে মহুয়া। চেয়ে দেখ—চারদিকে কত কোকিল ডাকছে!

মংলু। একঠো পাখীও তো দেখছে না!

পশুপতি। দেখ না—আকাশে আজ কি সুন্দর চাঁদ!

মংলু। দিন-দুপুরে ও কি চাঁদ ওঠে রে মরদ?

পশুপতি। ওঠে—ওঠে! তুমি যখন হাস—তখন এক চাঁদ শত চাঁদ হয়ে হাসে। একবার ঘোমটা খুলে চাঁদের হাসি দেখাও দেখি ধন!

মংলু। হামার যে সরম লাগে।

পশুপতি। আরে দূর—দূর। এখানে তো এখন কেউ নেই। খোল—খোল, চাঁদবদন খোল!

পশুপতি। ওঃ বাবা! একি রে? [ঘোমটা খুলিল] এযে শালা এক জোড়া মোটা গোফ।

মংলু। হামার গোফ আছে রে মরদ!

পশুপতি। আরে বাবা, এ শালী বলে কি? মেয়ে মানুষের আবার গোফ হয় নাকি রে?

মংলু। হয়—হয়। মংলু যখন মহুয়া সাজে—তেখন তো জরুর গোঁফ হয়। [শাড়ী খুলিয়া ফেলিল]

পশুপতি। একি! তুই শালা মংলু? বেটা ছেলে!

মংলু। নেহি। ঝুমনী বলেছে—হামি জেনানা হইয়ে গেছে।

পশুপতি। তোর জেনানার নিকুচি করেছে। আজ তোকে শালা —গজ-কচ্ছপ বধ করবো। [আক্রমণে উদ্যত]

ঝুমনীর প্রবেশ।

ঝুমনী। মংলু—মংলু। সরবনাশ হইয়ে গেছে রে—সরবনাশ হইয়ে গেছে। তুদের সরদারকে রেজার লোক ধরিয়ে লিয়ে গেল!

পশু ও মংলু। সেকি!

ঝুমনী। চলিয়ে আয়—চলিয়ে আয় মংলু। শিঙামে ফুক লাগা, জোয়ানদের তলব দে, তুদের সরদারকে তু ছিনিয়ে আন মংলু— ছিনিয়ে আন। নইলে ঝুমনী বাঁচবেক নারে—বাঁচবেক না। [দ্রুত প্রস্থান।

মংলু। পেন্নাম! তুর সাথে হামার একটু মোজা কোরলে। তু গোঁসা হোসনে ঠাকুর বাবা। এখন হামি চলে। তু বামুন দেওতা। [পায়ে হাত দিল] তু হামাকে আশীর্বাদ কর পশু বাবা। হামি যেন জান দিয়েও হামার ঝুমনীর মরদকে ছিনিয়ে আনতে পারে। [প্রস্থানোদ্যত]

পশুপতি। এ—এ মংলু! শোন। তুই কি সর্দারকে ভালবাসিস নাকি?

মংলু। নেহি। সরদার হামার দুষমন আছে। উ বাঁচিয়ে থাকতে হামি ঝুমনীকে কভি পাবে না।

পশুপতি। তবে ও শালাকে বাঁচাতে যাচ্ছিস কেন? সরদার মলেই তো তোর সুবিধে হয়!

মংলু। উ বাৎ ঠিক। লেকিন পশু বাবা, ঝুমনী যে সরদারকে ভালবাসে। সরদার মরিয়ে গেলে হামার ঝুমনী যে কাঁদবেক!

পশুপতি। এদিকে তুই বেটা নিজে যে ঝুমনীর জন্য কেঁদে মরছিস—সে হুঁস আছে?

মংলু। আছে। হামি তামাম জীবন কাঁদিয়ে যাবে পশু বাবা, লেকিন হামার ঝুমনীর মুখে যেন হাসি ঠিক থাকে। [প্রস্থান।

পশুপতি। উল্লুক! শালা একদম উল্লুক! নিজে ভালবাসে ঝুমনীকে আবার ঝুমনীর মরদের জন্যেই ছুটে গেল। এ শালা জংলী জাতটাই উল্লুক! কিন্তু আমি? আমি কি?…বুদ্ধু—বুদ্ধু! নাঃ! এ শালার বিয়ে আমার কপালে ভগবান লিখেননি! যেদিকে দু'চোখ যায়… চলে যাবো! কিন্তু এই গয়নাগুলো? এগুলোর কি হবে?…যাই—শালা সঙ্গে করেই নিয়েই যাই। দেখি এই গয়নার জোরে যদি কিছু করতে পারি! [প্রস্থান।

[নেপথ্যে শিঙ্গাধ্বনি।]

দ্রুত সত্যবানের প্রবেশ।

সত্যবান। কি! এত অত্যাচার! সরল সহজ পবিত্র মানুষ ভালুক সরদারকে রাজপুরুষেরা ধরে নিয়ে গেল! কিন্তু কেন? আমাদের

আশ্রয় দিয়েছে বলে?…তাই হবে—তাই হবে। কিন্তু আমি এখন কি করি?

সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবিত্রী। যে প্রকারেই পার—সরদারকে মুক্ত করে আন। নইলে ধর্মের কাছে আমরা পতিত হবো।

সত্যবান। কিন্তু—

সাবিত্রী। কি ভাবছো? বিয়ের আটদিন গত হয়নি? তাতে কি? কর্তব্যের আহ্বান—সবকিছু সংস্কারের উপরে। যাও, দ্বিধা-শূন্য চিত্তে ছুটে যাও। সরদারকে উদ্ধার করে মানুষ বলে পরিচিত হও।

সত্যবান। তাই যাবো—তাই যাবো সাবিত্রী! যতক্ষণ ফিরে না আসি, আমার অন্ধ পিতা আর অসহায়া মাকে তুমি দেখো। সাবিত্রী তুমি দেখো!

সাবিত্রী। তারা তো শুধু তোমারই বাপ-মা নয়—আমারও যে মা-বাপ!

সত্যবান। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। নিঃশঙ্কচিত্তে চলে যাও। জেনে রেখ—সাবিত্রীর ভালবাসা তোমাকে বর্মের মত দুর্ভেদ্য করে রাখবে।

সত্যবান। তাহলে আসি!

সাবিত্রী। দাঁড়াও। একটা প্রণাম করেনি! [প্রণাম]

সত্যবান। চিরায়ুষ্মতী হও।

সাবিত্রী। কি? কি বল্লে? চির আয়ুষ্মতী! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তাই হবে, তাই হবে। নিষ্পাপ পবিত্র মানুষ তুমি—তোমার আশীর্বাদ কোনদিন ব্যর্থ হবে না। না-না, কিছুতেই না। [প্রস্থান।

সত্যবান। ভগবান! না চাইতে যে অমূল্য রত্ন আমায় দিয়েছ—তার মর্যাদা যেন আমি রাখতে পারি। শক্তি মদমত্ত মহাবল, চেয়ে দেখ অস্ত্রহীন সত্যবান তোমাকে জয় করতে চলেছে—আসুরিক শক্তি নিয়ে নয়—প্রেমের ঐশী শক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে অহিংসা মন্ত্রে।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

বনপথ।

বন্দী ভালুকসরদারকে লইয়া শঙ্খনাদের প্রবেশ।

শঙ্খনাদ। চলে আয় জংলীভূত। রাজধানীতে নিয়ে তোর তেজ আমি ভাঙ্‌বো।

ভালুক। আরে চল—চল! হামার তেজ তু কি ভাঙ্‌বি রে শয়তান হামার নাম ভালুক সরদার। একটিবার ছুটি পাইলে তুকে হামি নখমে টানিয়ে ছিঁড়িয়ে ফেলবে।

শঙ্খনাদ। সে সুযোগ আর পাবি না, হতভাগা। তোকে আমরা জ্যান্ত পুঁতে ফেলবো।

সহসা টাঙ্গি হাতে মংলুর প্রবেশ।

মংলু। আর হামি তুকে কাটিয়ে শেয়াল-কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে।

[আক্রমণ শঙ্খ প্রতিরোধ করিল]

শঙ্খনাদ। সামাল শয়তান।

ভালুক। মংলু!

মংলু। ভয় না করিস সরদার। হামি বাঁচিয়ে থাকতে তুকে লিয়ে যেতে দেবেক না।

ভালুক। তু কি হামার জন্ম জান দিবি মংলু! [যুদ্ধ চলিতেছে]

মংলু। ঝুমনী যে তুকে ভালবাসে, সরদার। তাই তুর লেগে হামি জান দিতে ডর করবেক না।

শঙ্খনাদ। তবে মর হতভাগা জংলী।

[সজোরে আঘাত করিল, মংলু পড়িয়া গেল]

মংলু। আঃ! [অজ্ঞান হইয়া গেল]

ভালুক। মংলু!

[ছুটিয়া যাইতেছিল, বাধা দিল শঙ্খ]

শঙ্খনাদ। মংলু! হাঃ-হাঃ-হাঃ। ও আর উঠবে না। চলে আয়। [শিকল ধরিয়া আকর্ষন]

ভালুক। না—না, হামি যাবেক না—হামি যাবেক না! মংলু—মংলু!

শঙ্খনাদ। চলে আয়। চলে আয়! [টানিয়া লইয়া গেল]

নেপথ্যে ভালুক। মংলু—মংলু!

মংলু। [চেতনা পাইয়া] সরদার—সরদার আঃ! [উঠিতে গিয়া পড়িয়া গেল]

মংলু। হে ভগোয়ান, তু হামাকে শক্তি দে দয়াল—শক্তি দে। হামার ঝুমনীর পেয়ারের আদমীকে দুষমণ ধরিয়া লিয়ে গেল। হামি কেমন করিয়ে ঝুমনীকে মুখ দেখাইবে। [বহু কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল]

ভবিতব্য পাগলের বেশে প্রবেশ।

গীত।

ওরে ও মানুষ ভাই।
ভবিতব্য ছাড়া কারো করার কিছু নাই।

কর্ম করে কর্মী-মানুষ কর্মে অধিকার,
ফলের আশা মনের কোণে কর পরিহার।
খাঁটি প্রেমের খাঁটি মানুষ আর ঘরে খাই।

[তুলিয়া ধরিল]

মংলু। নেহি—নেহি পাগল? ঘরকে হামি যাবেক না। এ মুখ হামি ঝুমনী দেখাবেক না।

ভবিতব্য। দূর বেটা জংলী। এত লজ্জা কিসের! কাজ করার মালীক তুই, কাজ করেছিস? ফল দেবার মালিক ফল ঠিকই দেবেন।

মংলু। পাগল!

ভবিতব্য। চল বেটা—চল। ওরে ভালুক সরদারের যা ভাগ্য তা ঠিক ফলে যাবে। কোন চিন্তা নেই। চল!

মংলু। চল। হামি ঝুমনীকে বলবেক—হামি সরদারকে বাঁচাইতে কসুর করে নাই—লেকিন হামি পারলো না—পারলো না! আঃ!

[কাঁধে ভর দিয়া প্রস্থান।

তৃতীয় অংক।

প্রথম দৃশ্য।

শাম্ব-রাজসভা।

চাবুক হস্তে মহাবলের প্রবেশ।

মহাবল। বাহাদুর বটে এই মদন দেবতা! এর প্রবল প্রতাপ থেকে আত্মরক্ষার ক্ষমতা বুঝি ভগবানেরও নেই। তাই মূর্তিমান শয়তান এই মহাবলের বুকেও আজ মদন দেবতার লীলাভূমি। নন্দা, নন্দা! নন্দাকে আমার চাই। জীবন সঙ্গিনী না হোক—অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য হলেও নর্মসঙ্গিনী ওকে করা চাই।

বন্দী ভালুক সরদারের প্রবেশ।

ভালুক। আউর হামি চায় শয়তানের জবাব।

সশস্ত্র শঙ্খনাদের প্রবেশ।

শঙ্খনাদ। হুঁসিয়ার হয়ে কথা বলো জংলী জানোয়ার।

ভালুক। জানোয়ার! কোন জানোয়ার? হামি না তুরা?

মহাবল। [সগর্জনে] ভালুক সরদার।

ভালুক। আরে যা-যা। তুর জোর আওয়াজে ভালুকসরদার ডর করে না। হামি বাচ্চাকাল থেকে বাঘ-সিঙ্গির আওয়াজ শুনিয়ে আসছে। বোল, কেন তুর কুত্তাগুলো হামিকে ধরিয়ে আনলো? কি চাই তুর।

মহাবল। কর।

ভালুক। কর ?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ কর। রাজার মাটিতে বাস করবে, তার কর দিতে হবে না !

ভালুক। হামরা কর দিয়ে বাস করে না। জংলী মুলুকমে বাস করে; জংলী ফলমুল খায়; বাঘ-সিঙ্গির সঙ্গে লড়াই কোরিয়ে বাঁচে। লেকিন কর কুনদিন হামরা দেয় না।

মহাবল। এতদিন দিস্‌নি, এবার দিতে হবে।

ভালুক। দেবে না।

শঙ্খনাদ। তাহলে তোর গায়ের চামড়াও থাকবে না।

ভালুক। লিয়ে লে। দেখবি, হামি একঠো আওয়াজ করবে না।

মহাবল। কর তোকে দিতেই হবে। নইলে, তোদের পাহাড়ী পল্লীতে আগুন ধরিয়ে দেবো, হাতী চালিয়ে সব সমভূমি করে দেবো।

ভালুক। রেজা !

মহাবল। বাচ্চা, যোয়ান, বৃদ্ধ, নর, নারী কাউকে বাঁচিয়ে রাখবো না।

ভালুক। *নেহি, নেহি, রেজা। উ কাম তু করিসনি। দেওতা ভগোয়ান সইবেক না।*

মহাবল। ভগবান ! হাঃ-হাঃ-হাঃ ! ওটা মরে ভূত হয়ে গেছে। সৃষ্টি জুড়ে চলছে শুধু শয়তানের খেলা।

ভালুক। নেহি—নেই। ভগোয়ান জরুর আছে। তু অন্ধোয়া। তাই উকে দেখিতে পায় না।

শঙ্খনাদ। তোর ভগবান জন্ম জন্ম বেঁচে থাকুক। আপত্তি করবো না। কিন্তু তুই বাঁচবি কি করে, তাই চিন্তা কর।

ভালুক। হামি চিন্তা করার কুন আছেরে ? হামার চিন্তা করবে দীনদুনিয়ার মালেক !

মহাবল। ওহে শঙ্খনাদ, বেটা যেন অবতার পুরুষ হয়ে জন্মেছে। ভালয় ভালয় যে কর দেবে—তা মনে হয় না।

শঙ্খনাদ। সুতরাং—

মহাবল। সুতরাং [চাবুক ছুড়িয়াদিল] ঔষধ প্রয়োগ কর!

শঙ্খনাদ। [চাবুক নাচাইয়া] দেখছিস্, আমার হাতে শঙ্খ মাছের চাবুক! এর প্রত্যেকটি ঘায়ে তোর গায়ের মাংস উঠে আসবে। এখনো বল কর দিবি কি না?

ভালুক। না-না, দেবেক না।

মহাবল। চালাও চাবুক!

শঙ্খনাদ। হুঁসিয়ার জংলী। [চাবুক প্রহার]

ভালুক। হুঁশিয়ার শয়তান। বাঘ-সিঙ্গি যার গায়ে আঁচর লাগাতে পারেনি, আজ তুরা সুযোগ পেয়েছিস—মার, যেত পারিস চাবুক মার। লেকিন ভালুক সরদার একটু আওয়াজ ভি করবে না। সে মরিয়ে যাবেক, লেকিন কর দিবেক না।

শঙ্খনাদ। তবে মর্। [এলোপাথারী চাবুক প্রহারোদ্যত]

ঝুমনীর প্রবেশ।

ঝুমনী। নেহি—নেহি, উকে নেহি। হামাকে মাররে—হামাকে মার! [মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল চাবুকের ২।১ ঘা তাহার শরীরেও পড়িল।]

ভালুক। ঝুমনী!

ঝুমনী। সরদার! [ভালুক সরদারকে জড়াইয়া ধরিল। শঙ্খনাদ থামিয়া গেল।]

ভালুক। তু আবার কেন আসলিরে, ঝুমনী।

ঝুমনী। মংলু, তুকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হইয়ে গেল না, তাইতো হামি ছুটিয়ে আসলো।

মহাবল। বাঃ-বাঃ! চমৎকার! এযে দেখছি—কালো পাথরের গড়া গোলাপ ফুল।

শঙ্খনাদ। কে তুই?

ঝুমনী। ঝুমনী।

মহাবল। ঝুমনী। তাই পায়ে বাজে ঝুমুর ঝুমুর! হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার: চমৎকার! চমৎকার! এদিকে এস সুন্দরী!

ভালুক। কেন?

মহাবল। আদর করবো। সুন্দর মুখের সম্বর্দ্ধনা জানাবো।

শঙ্খনাদ। রাজা!

মহাবল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি অত্যন্ত বেরসিক শঙ্খনাদ! তাই যুবতী মেয়ের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে জান না।

শঙ্খনাদ। জানি। তবে হয়তো আপনার মতো নয়।

মহাবল। সাবাস! এখন যাও, সরদারের বুকে তোমার তালোয়ার খানা আমূলে বসিয়ে দাও।

শঙ্খনাদ। রাজা!

মহাবল। শুনবো না। হত্যা কর!

শঙ্খনাদ। ঠিক আছে! [অগ্রগমন]

ঝুমনী। [হঠাৎ ছুরি বাহির করিয়া] হুঁসিয়ার শয়তান। আউর এক কাদম আসলে তুকে হামি খুন করবে।

শঙ্খনাদ। রাজা!

মহাবল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! চমৎকার! চমৎকার! দেখ—দেখ শঙ্খনাদ। রাগে সুডোল কালো মুখ খানা কেমন লাল হয়ে উঠেছে,

সুরম্য ভুজযক্ষস্থল কেমন ওঠা নামা করে মদনের জয় ঘোষনা করছে।
যৌবনের জলন্ত টিকা কেমন সর্বনাশা মনোরম রূপ ধারণ করেছে।

ভালুক। সামাল সামাল শয়তানের বাচ্চা। আউর একঠো কথা বললে এক লাথিতে তুর কলিজা হামি তুড়িয়ে দেবে।

মহাবল। তবে রে উদ্ধত জংলী! [ছুটিয়া আসিয়া সজোরে সরদারের বুকে লাথি মারিল।]

ভালুক। আঃ! [পড়িয়া গেল]

শঙ্খনাদ। রাজা!

ঝুমনী। শয়তান! [দ্রুত আসিয়া মহাবলকে ছুরিকাঘাত করিল। সতর্ক মহাবল একটু সরিয়া গিয়া হাতখানা ধরিয়া ফেলিল।

মহাবল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার!

ঝুমনীকে সবলে বুকের দিকে আকর্ষন করিল, ভালুক সরদার
"শয়তান" বলিয়া ছুটিয়া আসিতেই তরবারি খুলিয়া শঙ্খনাদ
বাধা দিল। নিরুপায় ঝুমনী মহাবলের হাতে সজোরে
কামড়াইয়া ধরিল।]

মহাবল। আঃ! রাক্ষসী! [বহু কষ্টে হাত ছাড়াইয়া লইল। হাত দিয়া রক্ত পড়িতেছে! ঝুমনী হাঁপাইতেছে।] আঃ! রাক্ষসী আমাকে খুন করেছে, শঙ্খনাদ। ওর পীঠে চাবুক মার, শঙ্খনাদ চাবুক মার।

ভালুক। নেহি—নেহি—উকে নয়, হামাকে মার, হামাকে মার। যেত্তো খুসী মার, লেকিন ঝুমনীকে তুরা কুছু বলিসনে রে, কুছু বলিসনে।

ঝুমনী। নেহি—নেহি, হামাকে মার, হামাকে মার। লেকিন হামার মরদটাকে তুরা ছোড়িয়ে দে। হামরা তুদের পূজা দেবে।

মহাবল। কোন কথা শুনবো না। শঙ্খনাদ, ঐ শয়তানীকে আগে চাবুক মার। তারপর ঐ সরদারকে।

শঙ্খনাদ। রাজা!

মহাবল। যাও, আদেশ পালন কর।

শঙ্খনাদ। আমি পারবো না।

মহাবল। শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। আমি অস্ত্র ব্যবসায়ী। হাসতে হাসতে পুরুষের বুকে তরবারি বসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু নারীর অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করতে পারবো না।

মহাবল। নির্মম যোদ্ধা তুমি, অথচ মন তোমার এত নরম!

শঙ্খনাদ। তাইতো নিয়ম! মেঘের মুখে থাকে বজ্র, কিন্তু বুকে থাকে স্নেহের জল।

মহাবল। অপদার্থ। দাঁড়িয়ে দেখ, তুমি যা পার না—মহাবল কত সহজে তা পারে। [চাবুক লইয়া আঘাতে উদ্যত]

সহসা প্রবেশ করিল পুটলী হাতে পশুপতি শর্মা।

পশুপতি। তিষ্ঠ!

সকলে। কে?

পশুপতি। পশুপতি শর্মা!

ঝুমনী ও ভালুক। পশুবাবা!

মহাবল ও শঙ্খনাদ। ব্রাহ্মণ? [শঙ্খনাদ যুক্ত করে প্রণাম করিল।]

পশুপতি। দেখে কি মুচীটুচী মনে হয় নাকি?

ভালুক। ঠাকুর বাবা! তু এখানটি কেন রে?

পশুপতি। তুমিই বাবা ভালুক চন্দ্র এখানে কেন?

শঙ্খনাদ। কর দিতে পারেনি—তাই ধরে আনা হয়েছে।

পশুপতি। কেন রে বাপু, সময়মত রাজার করটাও দিতে পারনি?

ভালুক। কর হামরা কুনদিন দেয় নাই।

ঝুমনী। হামাদের কি আছে যে হামরা কর দিবে?

মহাবল। সে কথা রাজ-সরকার শোনেনা, শয়তানী!

পশুপতি। একশোবার, হজারবার ঠিক! তা বলুনতো, রাজাধিরাজ, কত টাকা এদের কাছে পাওনা?

শঙ্খনাদ। হিসেব করলে অনেক।

মহাবল। আপাততঃ হাজার খানেক হলেই ওদের আমি ছেড়ে দিতে পারি।

ভালুক। হামাদের হাজার কড়ি না আছে।

পশুপতি। কিন্তু আমার আছে!

মহাবল ও শঙ্খনাদ। ব্রাহ্মণ!

ভালুক ও ঝুমনী। পশুবাবা।

পশুপতি। [গহনার পুটলী দিয়া] হিসেব করে দেখুন তো। এদিয়ে ওদের কর শোধ হয় কিনা?

শঙ্খনাদ। [খুলিয়া] কি সর্বনাশ! এযে লক্ষটাকার অলঙ্কার!

মহাবল। লক্ষটাকার অলঙ্কার! দেখি, দেখি। [হাতে লইয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! শঙ্খনাদ, আজ আমাদের সুপ্রভাত। মধুবনের কর-লক্ষটাকা! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ঝুমনী। অতো দামী গহনা তু হামাদের লাগিয়ে দিয়ে দিলি?

ভালুক। তু কি আছিস রে পশুবাবা?

পশুপতি। বুঝু! বুঝু! তাই বিয়ের জন্য যে গয়না বেঁধে রেখেছিলাম, আজ তোদের জন্য তা দিয়ে দিলাম। কেন দিলাম জানিস?

শঙ্খনাদ। কেন?

পশুপতি। আমার বোকামীর সুযোগ নিয়ে এরা একটা পুরুষকে নারী সাজিয়ে আমার সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিল!

মহাবল। ব্রাহ্মণের এত বড় অপমান?

পশুপতি। তাইতো সোনার জুতো মেরে এদের উপর শোধ নিয়ে গেলাম।

শঙ্খনাদ। তুমি মূর্খ!

পশুপতি। তাইতো এর চেয়ে বড় প্রতিশোধ আমার মাথায় খেলল না।

ঝুমনী। তু হামাদের ক্ষেমা কর বামুন দেওতা। মহুয়ার নেশায় তুকে লিয়ে হামরা মজা করিয়াছে। লেকিন তুকে হামরা ভালবাসে।

শঙ্খনাদ। মহারাজ!

মহাবল। কি? বুনোদম্পতির মুক্তি?

পশুপতি। হ্যাঁ রাজা! করতো পেয়েছেন। এবার এদের মুক্তি দিন।

মহাবল। যাও, জংলী সরদার! স্ত্রীকে নিয়ে ঘরে ফিরে যাও। কিন্তু হুঁসিয়ার। আমার বিরুদ্ধে মাথা তুলেছ কি মরেছ।

ঝুমনী। ঠিক আছে। চল রে মরদ—ঘরকে চল!

ভালুক। হা-হা যাবে—জরুর যাবে। লেকিন যাবার আগে আয় ঝুমনী, এই দেওতা বামুনকে একঠো পেন্নাম করিয়ে যায়।

[প্রণামান্তে উভয়ের প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। ব্রাহ্মণ! তুমি বলছিলে, এই গয়না রেখেছিলে তোমার বিয়ের জন্য। কিন্তু গয়না তো রাজ সরকারে দিয়ে দিলে। এখন বিয়ের কি হবে?

পশুপতি। হবে না। অনেক ভেবে দেখলাম—ও শালার বিয়েটা

আমার বরাতে ভগবান লিখেননি। তাই ঠিক করেছি—আর বনে নয়—ঐ শালা একচোখো ভগবান বেটাকেই আমার চাই। কেন চাই—জানেন ?

মহাবল। কেন ?

পশুপতি। ও বেটাকে একবার জিজ্ঞাসা করবো—রাজ্যিশুদ্ধ পুরুষের মেয়েমানুষ জুটছে—আমার বেলায় কেন এই অবিচার ? কেন আমার বিয়ে হলো না ! [গমনোদ্যত]

মহাবল। দাঁড়াও !

পশুপতি। কেন ?

মহাবল। তোমাকে আমি বন্দী করবো।

পশুপতি। বন্দী ?

শঙ্খনাদ। অপরাধ ?

মহাবল। ও চোর।

পশুপতি। আমি চোর ?

মহাবল। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তুমি চোর। চোরকে আমি শাস্তি দেব।

পশুপতি। শু.ছ—শুনছ একচোখো ভগবান শুনতে পাচ্ছ ? একটা পারস্ব অপহারী চো'র—আজ ব্রাহ্মণকে বলছে চোর !

মহাবল। আমি চোর ?

পশুপতি। একশোবার—হাজারবার চোর। পাগল বলে লোকে আমাকে ঠাট্টা করে পশু বলতো—তাতে আমার দুঃখ ছিল না। কিন্তু চুরি করে যে রাজা সেজেছে—তার কণ্ঠে চোর সম্ভাষণ···আমি কিছুতেই সইতে রাজী নই।

মহাবল। চাবুক চালাও শঙ্খনাদ—চাবুক চালাও। ঐ ব্রাহ্মণের পীঠে চাবুক চালাও।

শঙ্খনাদ। ওর অপরাধ ?

মহাবল। অন্ধ তুমি। তাই ওর অপরাধ তোমার চোখে পড়ছে না। ভেবেও দেখছ না, এতদামী অলঙ্কার একটা ভিক্ষাজীবি ব্রাহ্মণের কাছে কি করে এল ?

শঙ্খনাদ। বল ব্রাহ্মণ, সত্য বল। নইলে এই চাবুক থেকে তোমার নিস্তার নেই। বল, কোথায় পেলে এই অলঙ্কার ?

পশুপতি। সত্যবানের স্ত্রী—মদ্র-রাজকন্যা সাবিত্রীদেবী আমাকে দান করেছেন।

মহাবল। সত্যবানের স্ত্রী—সাবিত্রী ? মিথ্যা কথা।

পশুপতি। কুয়োর ব্যাঙের কাছে সমুদ্রটাও মিথ্যে।

শঙ্খনাদ। সাবধান ব্রাহ্মণ !

পশুপতি। আরে যাও যাও, যেমন চোর রাজা তেমনি বাটপার তার চাকর !

মহাবল। আমি তোমাকে হত্যা করবো।

পশুপতি। রক্ত দিয়ে আমি তোমাদের ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করে যাবো।

শঙ্খনাদ। প্রগলভতা রাখ ব্রাহ্মণ। প্রমান কর যে এই অলঙ্কার তোমার !

পশুপতি। প্রমাণ নিতে হলে—মধুবনে যেতে হবে।

সত্যবানের প্রবেশ।

সত্যবান। না ! এইখানেই সে প্রমাণ দেব।

সকলে। সত্যবান !

সত্যবান। সত্যবান আমি শুধু নামেই নই—কার্যেও আমি সত্যের

পূজারী। তোমরা জান, জীবনে আমি কোনদিন মিথ্যা বলিনি, আজো বলবো না।

মহাবল। তোমার সাহস তো কম নয় সত্যবান।

সত্যবান। কেন?

শঙ্খনাদ। শত্রুপুরীতে নিরস্ত্র একাকী—

সত্যবান। একাও নই, অস্ত্রহীনও নই।

মহাবল। তার অর্থ?

সত্যবান। তার অর্থ—সাথী আমার সর্বশক্তিমান ভগবান, আর অস্ত্র আমার বিশ্বজয়ী প্রেম!

মহাবল। প্রেম! হাঃ-হাঃ-হাঃ! যে প্রেমের অস্ত্রাঘাতে আজ মহাবলও জর্জরিত। সাধু সত্যবান সাধু।

সত্যবান। পরিহাস কেন ভাই? অস্ত্র দিয়ে দু'একটা ভূখণ্ড জয় করা যায়—কিন্তু প্রেম দিয়ে বিশ্ব জয় করা যায়।

শঙ্খনাদ। কিন্তু তার আগে অলঙ্কারের প্রশ্নটা সমাধান কর সত্যবান।

সত্যবান। এ অলঙ্কার আমার স্ত্রী সাবিত্রীর। সে একে সম্প্রদান করেছে।

মহাবল। রাজ্যহারা ভিখারী তুমি। তোমার ঘরে মদ্র-রাজকন্যা কি করে সম্ভব হলো?

শঙ্খনাদ। যে সাবিত্রীকে পেতে গিয়ে অগণ্য রাজেন্দ্রবর্গ ব্যর্থকাম হয়েছে—সেই মহিয়সী নারী কি করে তোমার ঘরে এলো সত্যবান।

সত্যবান। যাঁর করুণায় দুরন্ত আততায়ী মহাবল শঙ্খনাদের বুকেও করুণা সঞ্চার হয়, বন্দী রাজপরিবার মুক্তি পায়—সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের ইচ্ছাতেই দেবী-স্বরূপা সাবিত্রী আজ সত্যবানের ঘরে।

মহাবল। যাও ব্রাহ্মণ, তুমি মুক্ত। ইচ্ছা করলে—আমার রাজ্যে-ও তুমি বসবাস করতে পার।

পশুপতি। বেইমান আর চোরের রাজ্যে পশুপতি শর্মা বাস করে না। বাস যদি করতেই হয়—বাস করবে সে ঋষিকল্প সত্যবানের চরণতলে! [প্রস্থান।

মহাবল। একটা ভিখারীর এই ঔদ্ধত্যও আমাকে সহ্য করতে হবে শঙ্খনাদ?

শঙ্খনাদ। উপায় কি মহারাজ? যেপথ ধরে আমরা রাজ্য দখল করেছি—সে পথের যাত্রীকে—রাজা মহারাজা বলি না কেন—লোকের কাছে তাদের একটিমাত্র পরিচয় তারা চোর—বেইমান—শয়তান।

[প্রস্থান।

মহাবল। হুঃ! *পিপিলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে!

[গমনোদ্যত।

সত্যবান। মহারাজ!

মহাবল। [সচকিতে] মহারাজ?…বিদ্রূপ না সত্য?

সত্যবান। সত্য। রাজ্য যখন তোমাকে দেওয়া হয়েছে—তখন তুমিই ধর্মত এ রাজ্যের রাজা!

মহাবল। আমি যখন রাজা, তখন নিশ্চয় আমি তোমাকে বন্দী করতে পারি?

সত্যবান। পার। তবে তাতে প্রমাণ হয়ে যাবে যে শাল্বরাজ মহাবল নারীর চেয়েও অধম। তাই নিরীহ তাপসকেও তার এত ভয়।

মহাবল। [সিংহাসন থেকে নামিয়া চুপি চুপি] হ্যাঁ-হ্যাঁ, বড় ভয়—বড় ভয়। শত্রুর মুখোমুখী তরবারী নিয়ে দাঁড়াতে মহাবল ভয় পায়

না। কিন্তু বড় ভয় তার তোমাদের মতো সর্বত্যাগী পরার্থসেবী সাধু সন্তের দলকে।

সত্যবান। মহাবল!

মহাবল। যাও—যাও সত্যবান। তোমার স্ত্রীর সমস্ত গয়না আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি—তুমি মধুবনে ফিরে যাও।

সত্যবান। দান করা সম্পদ পূর্ণগ্রহণ করতে আমি অশক্ত।

মহাবল। আঃ! মূর্খামি করো না। মহাবলের অন্তর্নিহিত পশুটা হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। এই সুযোগ—যা পার নিয়ে যাও। যদি মুকুট চাও, তাও—তাও দিতে পারি! [মুকুট হাতে লইয়া] নেবে?

সত্যবান। না!

মহাবল। না?

সত্যবান। না। রাজ্য দেবার মালিক যেমন আমার পিতা—নেবার মালিকও তিনি।

মহাবল। আর ক্লীব তুমি সত্যবান, তুমি পার শুধু মধুবনে বসে মুকুটহীন রাজা সাজতে। না?

সত্যবান। মহাবল!

মহাবল। ঘৃণা—ঘৃণা! তোমাদের মত ক্লীব প্রাণীকে আমি ঘৃণা করি! হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমাদের মুখ দেখলেও আমার ঘৃণা হয়। [প্রস্থান।

সত্যবান। কিন্তু এ তোমার তো "ঘৃণা" নয় মহাবল—এযে অনুতাপের অগ্নিশিখা।

দুই হাতে আঁচল পাতিয়া মলিন বেশে নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। অগ্নিশিখা! অগ্নিশিখা! ওগো সে অগ্নিশিখায় আমার ঘরটাও যে পুড়ে গেল!

সত্যবান। কে তুমি?

নন্দা। ভিখারিণী—ভিক্ষাপ্রার্থী!

সত্যবান। তুমি কি—তুমি কি—

নন্দা। তোমার পিতার দেহরক্ষীর স্ত্রী। একটা কলংকিত পরিচয়ের অধিকারিনী।

সত্যবান। আশ্চর্য! তোমার স্বামী আজ শাল্বরাজ্যের সেনাপতি। অথচ তোমার অঙ্গে এই মলিন পরিচ্ছদ?

নন্দা। গরীবের ঘরের মেয়ে আমি। তোমার পিতার অনুগ্রহে এক গরীবের ঘরে বউ হয়ে এসে একটা সুখের সংসার পেতেছিলাম।

সত্যবান। দেবী।

নন্দা। কিন্তু সইলো না, অত সুখ আমার ভাগ্যে সইলো না। চক্রীর চক্রের গতিবেগে স্বামীর আমার এগিয়ে গেল ঐশ্বর্যের মণি-কোঠায়। কিন্তু দুর্বল আমি—স্বামীর তালে পা ফেলতে না পেরে তুলে ধরেছি—এই ভিক্ষার অঞ্চল।

সত্যবান। সেকি! শঙ্খনাদ কি তোমায় পরিত্যাগ করেছে, মা!

নন্দা। না। একই ঘরে থাকি। কিন্তু সে থাকে বহু উর্দ্ধে আর আমি থাকি নিম্নে মাটীর বুকে।

সত্যবান। দেবী!

নন্দা। দাও বনবাসী রাম, আমার এই ভিক্ষার অঞ্চল তুমি পূর্ণ করে দাও।

সত্যবান। আমিও যে ভিখারী, মা! কি দেব তোমায়? কি আছে আমার?

নন্দা। আছে আমার স্বামী-পুত্রের রক্ষা কবচ—তোমার ঐ পবিত্র চরণধূলি।

সত্যবান। দেবী!

নন্দা। দেবে না—দেবে না? তোমার চরণের একবিন্দু ধূলি আমায় দেবে না?

সত্যবান। এ তুমি কি বলছ? ক্ষুদ্র মানুষ আমি—পদধূলি দেবার যোগ্যতা তো আমার নেই, দেবী। তুমি নির্ভয়ে ঘরে ফিরে যাও। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে যাচ্ছি—কারো বিরুদ্ধে আজ আর আমাদের অভিযোগ নেই। সব দিয়ে যে সর্বস্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি—তার জন্য সহস্র ধন্যবাদ তোমার স্বামী—সেনাপতি শঙ্খনাদকে।

নন্দা। সত্যবান!

সত্যবান। বিশ্বের সবাই আজ সুখী হোক, শান্তি পাক—বনবাসী সত্যবানের আজ শুধু এই কামনা! [প্রস্থান।

নন্দা। দিলে না—দিলে না? একবিন্দু ধুলোও আমায় দিলে না? জানি—জানি যে মহাপাপের আগুন আমার ঘরে প্রবেশ করেছে—আমার সর্বস্য গ্রাস না করে সে কিছুতেই নিবৃত্ত হবে না। তাই বিশাল সাম্রাজ্য যে দান করতে পারে—একবিন্দু পদধূলিও আমি তার কাছে পেলাম না! ওঃ। কি নির্মম নিয়তি! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

মদ্র-প্রাসাদ।

অশ্বপতির প্রবেশ। হাতে তার একটা মোটা ফিতা। তাহাতে
অনেকগুলি গিট দেওয়া। প্রতি গিটের ভেতর একটি
করিয়া রঙিন ছোট সুতো। অশ্বপতির এক হাতে
একটি কাঁচি। সে মঞ্চে আসিয়া কাঁচি
দিয়া একটি গিট কাটিয়া ফেলিল।

অশ্বপতি। যাঃ! সাবিত্রী-মায়ের সিঁদুরের আয়ুরেখা আরো একটা দিন কমে গেল। আজ থেকে আর মাত্র কটা—কটা দিন বাকী? [গিটগুলি গুণিতে লাগিল।] এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—

দেবলের প্রবেশ।

দেবল। মহারাজ!

অশ্বপতি। আঃ! দিলে তো সব গোলমাল করে?

দেবল। কি গোলমাল করলেম?

অশ্বপতি। হিসেব—হিসেব তিনশত পঁয়ষট্টি দিনের হিসেব! নাঃ! আবার আমাকে সেই প্রথম থেকে গুণতে হবে। যতসব! এক-দুই-তিন…[বিরক্ত সহকারে আবার গুণিতে লাগিল]

দেবল। গুণে আর কি হবে মহারাজ? কালই তো গুণলেন——মোট তিরিশটা গিট আছে।

অশ্বপতি। তুমি ভারী মোটা বুদ্ধি, ব্রাহ্মণ। গুণতে আমার ভুলও তো হতে পারে?

দেবল। না মহারাজ! আমি নিজে গুণে দেখেছি—আপনার ভুল হয়নি। আজকে একটা গিট কাটার পর আর মাত্র উনত্রিশটা গিট আছে।

অশ্বপতি। তুমি অতি নিষ্ঠুর ঠাকুর, তুমি অতি নিষ্ঠুর। দয়া নেই, মায়া নেই, অমনি ঝট করে বলে ফেল্লে—মাত্র উনত্রিশটা! কেন বাবা, উনসত্তরটা বল্লে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেতো?

দেবল। মিথ্যে বলবো?

অশ্বপতি। না-না, তা বলবে কেন? সাধু পুরুষ সব! মিথ্যে বল্লে যে আমি একটু শান্তি পাবো। তা তোমাদের প্রানে সইবে কেন? শত্রু—শত্রু সবাই আমার শত্রু!

দেবল। আমি আপনার শত্রু?

অশ্বপতি। থাক্—থাক্, আমি সব'ইকে চিনি গো—সবাইকে চিনি সবাই স্বার্থপর। আমার হতভাগিনী মেয়েটার মুখের দিকে কেউ চায় না—কেউ চায় না।

দেবল। ঐ গিট গুণে কোন লাভ আছে, মহারাজ? যা হবার তাতো হবেই।

অশ্বপতি। হবেই? তিনশো পয়ষট্টিটা গিট কাটা গেলেই সাবিত্রীর সিঁদুর মুছে যাবে?

দেবল। দৈবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কেউ পারেনা মহারাজ।

অশ্বপতি। কিন্তু আমি পারবো। বিশাল মদ্ররাজ্যের পরাক্রম শালী রাজা আমি—আমি নিশ্চয় পারবো দৈবকে জয় করতে।

দেবল। মানুষ তা কোনদিনই পারে না।

অশ্বপতি। ব্রাহ্মণ হলেও তুমি নিতান্ত মূর্খ। তাই জান না যে মানুষ ইচ্ছা করলে সব করতে পারে। যাবার সময় সাবিত্রী আমাকে,.

বড় মুখ করে বলে গ্যাছে—সে দৈবকে জয় করবে। আমার মন তারস্বরে বলছে—দৈব পরাভূত হবে। আকাশে বাতাসে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—সাবিত্রীর সিঁথির সিঁদুর অকালে মুছে যেতে পারে না। না—না, কিছুতেই না।

দেবল। ভগবানের কাছে কামনা করি, আপনার আশা যেন সফল হয়। সাবিত্রী-মা যেন পাকাচুলে সিঁদুর পরে যেতে পারে।

অশ্বপতি। এইতো—এইতো আমার কুল-পুরোহিতের যোগ্য কথা! নেবে—নেবে ব্রাহ্মণ, আমার এই রত্নহার?

দেবল। গরীব ব্রাহ্মণ আমি। অত মূল্যবান হার নিয়ে আমি কি করবো?

অশ্বপতি। নেবেনা? সাবিত্রীর মঙ্গল কামনায় ব্রাহ্মণকে প্রণামী দিতে চাইছি—তাও তুমি নেবে না।

দেবল। বিশ্বাস করুন মহারাজ, আপনাদের কল্যাণ কামনা আমি নিয়তই করে থাকি। তার জন্য নূতন করে আমাকে কোন দান দিতে হবে না।

অশ্বপতি। জানি—জানি, লোকটা তুমি, যেমন সরল—তেমনি বোকা। তোমাকে কিছু দিতে চাওয়াও মূর্খতা!

দেবল। মহারাজ!

অশ্বপতি। আচ্ছা, বলতে পার ব্রাহ্মণ, আমার পরমায়ু সত্যবানকে দান করবার কোন বৈদিকক্রিয়া কাণ্ড তোমার পুঁথির পাতায় আছে কিনা?

গীতকণ্ঠে পাগল বেশে ভবিতব্যের প্রবেশ।

গীত।

পুঁথির পাতায় পাবি কোথায়, মনের পাতায় পাতরে কান
[শোন] বিশ্ববীণায় বাজে সেথায় বিশ্বজয়ী প্রেমের গান।

ভাগ্যলিপির সূক্ষ রেখা,
পুঁথির পাতায় বায়না লেখা,
শুধু প্রেমের গানে প্রাণের টানে নূতন রেখায় ভরে বিধান।

উত্তরে। আবার তুমি এসেছ?

পাগল। না এসে কি পারি? তোমাদের পাগলামো দেখলে—পাগলের পা সুর সুর করতে থাকে। তাই হুট করে ছুটে এসে পুটু করে বলে যাই।

অশ্বপতি। কি—কি বলতে চাও তুমি?

পাগল। বলতে চাই—ভবিতব্যের বিধানকে পাণ্টাবার ক্ষমতা একমাত্র প্রেমেরই আছে। আর কারো নেই।

দেবল। প্রেমের এত শক্তি?

পাগল। প্রেম যে বিশ্বজয়ী। তাই বিশ্বপিতার এক নাম প্রেমের ঠাকুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

অশ্বপতি। ঠিক—ঠিক বলেছ। প্রেম, ভালবাসা। মানবজীবনে এই একমাত্র অস্ত্র। যা দিয়ে ভগবানকেও জয় করা যায়।

দেবল। মহারাজ!

অশ্বপতি। পেয়েছি—পেয়েছি ব্রাহ্মণ, সত্যবানের বাঁচার মন্ত্র আমি পেয়েছি। শুধু প্রেম—শুধু ভালবাসা। সত্যবানের মঙ্গল কামনায় বিশ্বের প্রত্যেকটি প্রাণীকে বিলিয়ে দেব—আমার বুকভরা প্রেম—আর অফুরন্ত ভালবাসা। তাহলে—তাহলেই ব্রাহ্মণ সবার শুভেচ্ছা আর—আশীর্বাদ নিয়ে সাবিত্রীর সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হয়ে থাকবে।

[প্রস্থান।

দেবল। ভগবান, কন্যা শোকাতুরা এই রাজাকে তুমি শান্তি দাও—প্রভু, শান্তি দাও। মহারাণী শয্যাগত, রাজা অভাবে রাজকার্য অচল

পুরবাসীর মুখ বিষাদাচ্ছন্ন। ফিরিয়ে দাও—ফিরিয়ে দাও দয়াল, সবার মুখের হাসি তুমি ফিরিয়ে দাও প্রভু। সাবিত্রী মায়ের সিঁথির সিঁদুর তুমি অক্ষয় কর ঠাকুর, অক্ষয় কর। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শঙ্খনাদের বাড়ী।

চিন্তাযুক্ত নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। সন্দেহ প্রচুর। আজ দু'দিন হলো, কি এক গুরুতর রাজকার্যে স্বামীকে সীমান্তে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু মহাবলের গতিবিধি আমার মনে প্রচুর সন্দেহের সৃষ্টি করেছে। কি চায়? কি চায় ও? কি তার উদ্দেশ্য?

পলাশের প্রবেশ।

পলাশ। মা! আজকাল তুমি দিনরাত এত কি ভাব?

নন্দা। কই? নাতো!

পলাশ। হুঃ! তুমি বল্লেই হলো কি না! আমি কিছু বুঝিনা বুঝি?

নন্দা। কি বোঝ, পণ্ডিত মশাই?

পলাশ। মায়ের মন বুঝতে ছেলের পণ্ডিত হতে হয় না, মা। তোমার সদা প্রফুল্ল মুখ আজ মলিন। চোখের পাতায় শঙ্কার ছায়া। এ দেখেও কি বুঝতে বাকি থাকে তুমি রাতদিন কিছু ভাব!

নন্দা। ওরে পলাশ! ওরে বাপ আমার! [বুকে ধরিল]

পলাশ। বলনা, মা, কি ভাব?

নন্দা। ভাবছি অনেক কথাই, বাবা! আমার শান্তির নীড়ে আজ শনির দৃষ্টি পড়েছে। কি হবে তাই ভাবছি।

পলাশ। তুমি কিছু ভেবো না, মা। আমায় বলে দাও সেই শনিটি কোথায় থাকেন? তার পর দেখেনিও আমি কেমন করে ওকে কঠিন শাস্তি দিই।

নন্দা। বোকা ছেলে! ওকে কি ধরা যায়? ওযে চিরকালই আড়ালে থাকে।

পলাশ। মা!

নন্দা। তার চেয়ে একটা গান গা,'—শুনে কিছুটা শান্তি পাই।

পলাশ গাহিল

আমার ভুবনে নেমেছে আঁধার জমাট নিকষ কালো।
হে মোর দেবতা করিয়া করুণা, প্রেমের প্রদীপ আলো॥
নিরাশায় দাও নবীন আশা,
মূক মনে দাও বলার ভাষা,
আঁধারের বুকে জাগাও সূর্য নব প্রভাতের আলো॥

নন্দা। বাঃ! চমৎকার! আঁধারের বুকে জাগাও সূর্য নব প্রভাতের আলো।—কিন্তু আর কি আমি মেঘমুক্ত প্রভাত সূর্য দেখতে পাবো? আর কি আমার অন্তভুবনে প্রদীপ জ্বলবে?

পলাশ। মা!

নন্দা। যাও বাবা, খেলা করগে। আমি এখন ঠাকুর ঘরে যাবো।

পলাশ। তোমার ঠাকুরকে একটু বলো, মা, "বাবা যেন শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর বাড়ী আসেন।" বুঝলে। [প্রস্থান।

নন্দা। বাপঅন্ত প্রাণ! অথচ আজকাল বাপতো ডেকেও জিজ্ঞেস করে না।

প্রমত্ত মাতাল মহাবলের প্রবেশ।

মহাবল। বাপ জিজ্ঞেস না করে, আমি করবো!

নন্দা। একি! আপনি? এ সময় এখানে?

মহাবল। এইতো আসার সময়। জান না কবি বলেছেন—

—"সখিরে, বয়ে যায় মধুর লগন ."—

নন্দা। এখন যান। পরে আসবেন।

মহাবল। কেন?

নন্দা। আমার স্বামী বাড়ী নেই।

মহাবল। জেনেই তো এসেছি।

নন্দা। আসা উচিত হয়নি।

মহাবল। হেতু?

নন্দা। একলা পরস্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করা ভদ্রলোকের কাজ নয়!

মহাবল। পরস্ত্রীকে নিজস্ত্রী ভেবে নিলেই ল্যাঠা চুকে যায়।

নন্দা। ছিঃ ছিঃ কি বলছেন আপনি?

মহাবল। আমি তোমাকে ভালবাসি, নন্দা।

নন্দা। [তীব্রস্বরে] মহারাজ!

মহাবল। সত্যি ভালবাসি জঘন্য ভাবে ভালবাসি।

নন্দা। অত্যাধিক সুরা পানে আপনি ঘোর মাতাল। যান, বেরিয়ে যান। নইলে—

মহাবল। নইলে?

নন্দা। আমি বাধ্য হবো আপনাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে।

মহাবল। খাবার জন্তে আমিতো আসিনি, সুন্দরী। আমি এসেছি তোমাকে ভোগ করতে।

নন্দা। কি কি বললি শয়তান?

মহাবল। শয়তান! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

নন্দা। এমন জঘন্য কথা উচ্চারণ করতে তোর জিভটা খসে পড়ল না, শয়তান?

মহাবল। পড়েনি তো। বেশ সুস্থ সরল হয়ে প্রবল ভাবে—তোমাকে আস্বাদন করতে চাইছে। এগিয়ে এসো এগিয়ে এসো! [অগ্রগমণ]

নন্দা। সাবধান সাবধান লম্পট। আমাকে স্পর্শ করে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না।

মহাবল। মৃত্যু! আমার? হাঃ-হাঃ-হাঃ। তা হোক। মরতে তো হবেই একদিন। তা না হয় নন্দার রূপবহ্নি মাঝেই আজকেই পুড়ে মরে যাই। এস কাছে এস। [নন্দার ইতস্ততঃ পরিভ্রমন।

নন্দা। ভুলে যাবেন না, আপনি রাজা। প্রজার ধর্মরক্ষা করাই আপনার কর্তব্য!

মহাবল। ধর্ম! ধর্ম আবার কি? আকণ্ঠ ভোগকরা তোমারও ধর্ম আমারও কর্তব্য!

নন্দা। মনে রাখবেন, আমি আপনার বন্ধু পত্নী!

মহাবল। তাই তো রাজ্যে হাজার মেয়ে মানুষ থাকতেও তোমাকেই আমি বিশেষ ভাবে কৃপা করতে এসেছি। [চাপিয়া ধরিল]

নন্দা। না-না, ছেড়েদিন—ছেড়েদিন। ওগো কে আছ রক্ষা কর। রক্ষা কর!

মহাবল। কেউ নেই, কেউ নেই।

নন্দা। না, না, আমার স্বামী আছে, সেই আমাকে রক্ষা করবে।

মহাবল। শঙ্খনাদ আর ফিরবে না, সুন্দরী। তাকে আমি সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছি।

নন্দা। য়্যা! এতবড় সর্বনাশ তুমি আমার করে এসেছ! আঃ ভগবান! [পড়িয়া যাইতেছিল। মহাবল ধরিয়া ফেলিল।

মহাবল। নন্দা! নন্দা!

নন্দা। না-না, ছাড়—ছাড়—

মহাবল। মাণিক পেয়ে কেউ কি ছাড়ে? এস নন্দা, আগে তোমার অধর সুধা পান করে সঞ্জীবিত হয়ে নিই! [চুম্বনে উদ্যত প্রাণপনে বাধা দিচ্ছে]

নন্দা। না-না-না।

মহাবল। হ্যাঁ—হ্যাঁ—

নন্দা। পলাশ—

ছোট্ট একটি কৃপাণ হস্তে প্রবেশ করিল পলাশ। সে ছুটিয়া আসিয়া মহাবলকে "শয়তান" বলিয়া কৃপাণ দিয়া আঘাত করিল। মহাবল সরিতে গিয়া মস্তকে সামান্য আঘাত পাইল। সে নন্দাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। দু'চোখে হিংস্র দৃষ্টি। কপালে রক্তের ধারা।

নন্দা। পলাশ!

পলাশ। মা! [জড়াইয়া ধরিল]

নন্দা। পলাশ!

মহাবল। প-লা-শ ! শয়তানের বাচ্চা ! [অস্ত্র খুলিয়া আক্রমণ করিল]

নন্দা ! না—না, ওকে মেরো না—মেরো না। [আড়াল করিয়া দাঁড়াইল]

মহাবল। হট্‌ যাও শয়তানী ! [ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া অগ্রগমন]

নন্দা। পলাশ !

পলাশ। ভয় নেই মা ! আমি বীরের সন্তান। শয়তানকে আমি …আঃ ! [আহত হইয়া পড়িয়া গেল]

মহাবল। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! [রুমাল বাহির করিয়া অস্ত্র কোষবদ্ধ করিল]

পলাশ। মা !

নন্দা। পলাশ ! বাপ আমার ! [অগ্রগমন]

মহাবল। না, ওদিকে নয়—এদিকে এস।

নন্দা। না—না, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। আমার পলাশ—আমার পলাশ ! [পলাশকে জড়াইয়া ধরিল]

পলাশ। মা ! আমি যাচ্ছি ! বাবাকে বলো। বাবা নিশ্চয় প্রতিশোধ নেবে ! আঃ ! [টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল]

নন্দা। পলাশ ! পলাশ !

পলাশ। বিদায় মা, বিদায় ! [টলিতে টলিতে প্রস্থান।

[নন্দা অনুসরণ করিতেছিল—মহাবল ধরিয়া ফেলিল।]

নন্দা। পলাশ।

মহাবল। পলাশের লীলা শেষ। এস, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর নারী !

দ্রুত পাগলের প্রবেশ।

পাগল। হুঁসিয়ার—হুঁসিয়ার। যাকে তুই নারী ভেবে জড়িয়ে ধরেছিস—ও কিন্তু নারী নয় !

মহাবল। তারে?

পাগল গাহিল

ওরে বজ্রের ঘা, বাঘের থাবা, মরুভূমি খরতাপ।
ওরে উদ্যত ফণা, কালকূট ভরা বিষধর কালসাপ।
ওরে বরুণের পাশ, ভবাণীর খাড়া মহাশূল শিব করে,
ব্রহ্ম অস্ত্র যম—দণ্ড চক্রের ছায়া ঘোরে।
হও রে সাবধান,
নাইরে পরিত্রাণ
রুদ্রতেজে আসিতেছে ধেয়ে মহাসতী অভিশাপ।

মহাবল। অভিশাপ! হাঃ-হাঃ-হাঃ। অভিশাপ তো তুচ্ছ! মহাবলকে দেখে অষ্টবজ্রও ভয়ে মাটিতে মুখ লুকায়। যাও—যাও, বিরক্ত করো না। [অস্ত্রে হাত দিল]

পাগল। কি? আমাকে মারবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ। তুমি তো তুচ্ছ—স্বয়ং ভগবানো আমাকে মারতে পারেন না বরং তোমার মৃত্যুই শিয়রে বসে হাসছে! হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

মহাবল। হোক মৃত্যু! তবু নন্দার দেহসুধা আমি কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করবো। চলে এস। [নন্দাকে টানিয়া লইল।]

নন্দা। না-না, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে।

মহাবল। ছাড়বো—এখানে নয়—সুকোমল শয্যায় উত্তপ্ত আলিঙ্গনে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[জোর করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া চলিল। নন্দার আর্তকণ্ঠ—
মহাবলের অট্টহাসি আকাশে বাতাসে একটা বিভীষিকা
সৃষ্টি করিল।]

চতুর্থ দৃশ্য।

সত্যবানের কুটির।

ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল সাবিত্রী। উপবাসে ক্লিষ্ট।
কিন্তু তপস্যায় উজ্জ্বল।

সাবিত্রী। কে হাসে? কে হাসে?...কই—কেউতো নেই! তবে কি আমি শুনলাম? একি আমার মনের হাহাধ্বনি! আজ সেই ভীষণ কৃষ্ণা চতুর্দশী। আমার চরম পরীক্ষার দিন। হৃদয় চঞ্চল হয়ো না, মন অধীর হয়ো না, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না। একচিত্তে, একমনে একলক্ষ্যে দুর্গতিনাশিনী দুর্গাকে স্মরণ কর! মা—মাগো সতীকুল রাণী হরজায়া পার্বতী তনয়াকে শক্তি দে মা, অভয় দে, প্রাণখুলে আশীর্বাদ কর মা!

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। বউমা!

সাবিত্রী। আদেশ করুন মা!

শৈব্যা। আজ তিনদিন তুমি উপবাসী। একবিন্দু জলও স্পর্শ করনি। ব্রত-পালনে তুমি দুর্বল। যাও মা, ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করগে।

সাবিত্রী। না মা, আমি বেশ আছি!

শৈব্যা। পাগলী বেটি আমার বেশ আছে। ওরে রাজার দুলালী। এত কষ্ট কি তোমার কোমল অঙ্গে সয়? যাও—যাও, একটু বিশ্রাম করগে!

সাবিত্রী। এখন কি বিশ্রামের সময় আছে, মা। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গেছে। সংসারের বৈকালিক সব কাজ পড়ে আছে। আমি যাই। কাজগুলো সব সেরে ফেলি।

শৈব্যা। না—না, ও কাজগুলো আমিই করতে পারবো। এই উপবাসক্লিষ্ট দেহ নিয়ে তোমাকে আজ আর কিছু করতে হবে না। তুমি যাও—বিশ্রাম করগে!

সাবিত্রী। সেকি মা! আমি থাকতে আপনি কাজ করবেন—এযে শোনাও পাপ!

শৈব্যা। বউমা!

সাবিত্রী। আপনি আমায় বাধা দেবেন না, মা! বউ হয়ে সংসারে এসে যে নারী সংসারের যজ্ঞশালায় অমৃত বিতরণের অধিকারে বঞ্চিত হয়, আত্মপরিজনের সেবায় যে কুণ্ঠাবোধ করে, অঞ্চল যার থাকে সংসারের ধূলি বিমুক্ত—জীবন খাতায় হিসেব করে সে নারী নিশ্চয়ই বলতে বাধ্য হবে সংসারের সব পেয়েও আমি কিছুই পাইনি!

শৈব্যা। [সাবিত্রীর মাথাটা বুকে ধরিয়া] তুমি আমার লক্ষ্মী বউমা। এত অল্প বয়সে এত জ্ঞান তুমি কোথায় পেলে মা?

সাবিত্রী। বাল্যে শিখেছি মায়ের কাছে। আজ শিখছি আপনাকে দেখে!

নেপথ্যে সত্যবান। মা! মা!

শৈব্যা। যাই বাবা! আমি যাচ্ছি বউমা—সত্যবান ডাকছে! দুর্বল শরীরে আবার যেন বেশী পরিশ্রম করো না! [প্রস্থান।

সাবিত্রী। ভগবান! জানি না কত জন্মের পুণ্যফলে এমন শাশুড়ী পেয়েছিলাম। আশীর্বাদ কর ঠাকুর, যেন আমার এই সুখের সংসার ভেঙে তছনছ হয়ে না যায়।

দ্রুত ভালুক সরদারের প্রবেশ।

ভালুক। ছোট রেজা—ছোট রেজা!

সাবিত্রী। কেন—কেন তাকে কেন ?

ভালুক। সর্বনাশ হইয়ে গেছে বউরাণী, সর্বনাশ হইয়ে গেছে। হামাদের মংলু মরিয়ে গেছে। হামাদের মংলু মরিয়া গেছে।

সাবিত্রী। সেকি! হঠাৎ এভাবে মৃত্যু!

শোক বিহ্বলা ঝুমনীর প্রবেশ।

ঝুমনী। হঠাৎ নয়রে বউরাণী, হঠাৎ নয়। হামাকে বাঁচাতে গিয়ে ও আজ জান দিয়ে দিল।

সত্যবানের প্রবেশ।

সত্যবান। কে জন্ দিলরে ঝুমনী ?

ঝুমনী। হামাদের মংলু ?

সত্যবান। মংলু ?

ভালুক। হ্যাঁরে রেজার বেটা। হামার ঝুমনীকে মংলু বহুৎ ভালবাসতো!

সত্যবান ও সাবিত্রী। [চম্‌কিয়া উঠিল] তোমার বউকে মংলু ভালবাসতো ?

ঝুমনী। হ্যাঁ। বহুৎ ভালবাসতো। লেকিন বউরাণী উ কোন-দিন হামাকে বে-সরম করে নাই।

সত্যবান। কিন্তু ও হঠাৎ মরলো কি করে ?

ঝুমনী। একটা বাঘ হামাকে জঙ্গলমে তাড়া করে। আমি চেঁচিয়ে উঠলো লেকিন কৈ আদমী নেই কই—হামাকে বাঁচাতে আসলেক না।

সাবিত্রী। কি সর্বনাশ!

ভালুক। সর্বনাশ হলো নারে, বউরাণী। মংলু কোথেকে ছুটিয়ে এসে বাঘ—টাকে চাপিয়ে ধরলো।

সত্যবান। কি সাহস!

ঝুমনী। বহুৎক্ষণ লড়াই হলো—মংলু আউর বাঘ—দুইটি খতম হইয়ে গেল!

সাবিত্রী। দু'জনেই মরে গেল!

ভালুক। হামি দেখলো মংলুর ছুরি বাঘের বুকমে বিধিয়া আছে। আউর মংলুর শির বাঘ চাবিয়ে দিয়েছে।

সাবিত্রী। আশ্চর্য্য! কি বীরত্বপূর্ণ মহৎ মৃত্যু। ভগবান মংলুর আত্মার সৎগতি করুণ।

ঝুমনী। হ্যাঁরে রেজার বেটী, তু বোল, তু হামাকে বোল, ভালবাসাকি পাপ আছে?

সাবিত্রী। ঝুমনী!

ভালুক। তু বোলি রেজার বেটী। হামার ঝুমনীকে ভাল বাসিয়ে মংলু কি পাপ করিল?

সত্যবান। না ভালুক সর্দার। ভালবাসা কোনদিনই পাপ নয়। পাপ অসংযম।

সাবিত্রী। ভালবাসা মানুষের সহজাত ধর্ম। ওটা স্বর্গীয়। কিন্তু সেই ভালবাসায় উন্মত্ত হয়ে বিবেক সংযমকে হারিয়ে ফেল্লেই হয় পাপ।

ঝুমনী। তব মংলু হামার পাপ করেনি ও খাটী আদমী ছিল, নারে বউরাণী?

সাবিত্রী। হ্যাঁ ঝুমনী, মংলু খাটি মানুষই ছিল।

ঝুমনী। তবে আর হামার আপশোস নেহি। হে দেওতা ভগবান, হামার মংলুকে তু বুকে তুলিয়ে—লে—বুকে তুলিয়ে লে! [কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে উদ্যত।]

ভালুক। হ্যাঁরে ঝুমনী, মংলুকে কি তুও পেয়ার করতি?

ঝুমনী। হা—হা—হামী ওকে বহুৎ পেয়ার করতো যেমন পেয়ার করে বহিন তার ছোটা ভাইকে। [প্রস্থান।

ভালুক। বউরানী—রেজার বেটা তোরা মনমে কুচ্ছু করস্নি। হামরা জংলীজাত মনের পাপ চাপিয়ে রাখতে শিখে নাই। তোরা হামাদের ভুল বুঝিস—নেরে ভুল বুঝিস—নেরে। [প্রস্থান।

সত্যবান। দেখ—দেখ—সাবিত্রী, জংলী অসভ্য অশিক্ষিত বলে দূরে সরিয়ে রেখেছি। কত সুন্দর ওদের মন কত পবিত্র ওদের ভালবাসা। [সাবিত্রী সত্যবানকে প্রণাম করিয়া।]

সাবিত্রী। আশীর্ব্বাদ কর যেন এই ভালবাসার সংগ্রামে আমি জয়ী হতে পারি।

সত্যবান। একথা কেন সাবিত্রী?

সাবিত্রী। এমনি বল্লাম। তুমি আশীর্বাদ করলে তো!

সত্যবান। তা—তুমি যখন চাইলে, তখন তো আশীর্ব্বাদ করতেই হবে। কিন্তু তোমার এই কথায়—কথায় ঢিপ্ ঢিপ করে প্রণাম্ আমার কিন্তু ভাল লাগে না।

সাবিত্রী। তুমি জান না স্ত্রীলোকের সবচেয়ে নির্ভর স্থল ঐ স্বামীর চরণ তল।

সত্যবান। তুমি এক আশ্চর্য্য নারী!

সাবিত্রী। তুমিও যে আশ্চর্য পুরুষ। কত রাজা মহারাজ—কত রাজপুত্র এলো কেউ তো আমায় জয় করতে পারেনি। আর তুমি দীনহীন ভিখারী বনবাসী, দেখামাত্র আমাকে জয় করলে—তুমি কি কম আশ্চর্য্য নাকি।

সত্যবান। [সোহাগ ভরে] সাবিত্রী।

সাবিত্রী। একটা ভিক্ষা দেবে আমাকে ?

সত্যবান। তোমাকে অদেয় আমার কি আছে সাবিত্রী ?

সাবিত্রী। না—না তুমি আমাকে কথা দাও।

সত্যবান। বেশতো। সাধ্যের বাইরে না হলে তুমি যা চাইবে তাই দেব।

সাবিত্রী। লক্ষ্মী ছেলে।

সত্যবান। লক্ষ্মী মেয়েটির এখন কি চাই দয়া করে বল।

সাবিত্রী। বিশেষ কিছুই না। শুধু তোমার সঙ্গ।

সত্যবান। সঙ্গ !

সাবিত্রী। হ্যাঁ—সঙ্গ। এখন থেকে রাত্রি প্রভাত পর্য্যন্ত আমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।

সত্যবান। এ তোমার কি অদ্ভুত প্রার্থনা ?

সাবিত্রী। হোক অদ্ভুত, তবু তোমাকে এ প্রার্থনা রাখতেই হবে।

সত্যবান। সারাদিন সারারাত তোমাকে নিয়ে বসে থাকবো—লোকে যে আমাকে স্ত্রৈণ বলবে।

সাবিত্রী। স্ত্রৈণ কথাটা শুনতে খারাপ হলেও আসলে কিন্তু—ওটা দোষ নয়—গুণ।

সত্যবান। পুরুষ মানুষ আমার আর কি ? সমাজে তোমারই নিন্দে হবে।

সাবিত্রী। হোক—গ্রাহ্য করি না।

সত্যবান। বাপ-মায়ের কাছে ছোট হয়ে যাবে।

সাবিত্রী। হবো। দুঃখ নেই।

সত্যবান। কিন্তু সংসারের কাজে যদি পিতা-মাতা আমাকে বাইরে যেতে আদেশ করেন তখন আমি কি করবো ?

সাবিত্রী। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

সত্যবান। এ অদ্ভুত খেয়াল তুমি ছাড়, নারী।

সাবিত্রী। তোমার প্রতিজ্ঞার কথা তুমি স্মরণ রেখো পুরুষ।

অন্ধ দ্যুমৎসেনের প্রবেশ।

দ্যুমৎসেন। সত্যবান—সত্যবান—

সত্যবান। বাবা! [আগাইয়া যাইয়া বাবাকে মঞ্চে আনিল]

সাবিত্রী। আপনি আবার একা একা উঠে এলেন কেন? হঠাৎ যদি হোঁচট খেয়ে পড়ে যেতেন?

দ্যুমৎসেন। [হাসিয়া] হাটু ভেঙ্গে দ হয়ে থাকতাম। আর আমার এই পাগলি মায়ের সেবাটা কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করতাম।

সত্যবান। বাবার শুধু এক চোখোমি। খালি মা-মা-মা। কেন বাবা তোমার এই বাবাটা কি বানের জলে ভেসে গেলো নাকি?

দ্যুমৎসেন। তুই জানিস না হতভাগা। আসলের চেয়ে সুদটা অনেক বেশী মধুর।

সাবিত্রী। বাবা আমার ভারী ভাল ছেলে।

সত্যবান। একটু আগে আমিও লক্ষ্মী ছেলে ছিলাম।

সাবিত্রী। যাও দুষ্টু কোথাকার।

দ্যুমৎসেন। হ্যাঁ—হ্যাঁ তুমি যাও সত্যবান। আমার মা যখন বলেছেন তখন তোমার আর এখানে থাকা হবে না। তুমি যাও।

সত্যবান। বারে! আমি আবার কোথায় যাব?

দ্যুমৎসেন। কাষ্ঠ আহরণে।

সাবিত্রী। [সচকিতে] কাষ্ঠ আহরণ এই অবেলায়?

দ্যুমৎসেন। মা যেন আমার চমকে উঠলো বলে মনে হচ্ছে।

অভাবী মানুষের ঘরে কখন যে কিসের অভাব হয়—তা কে বলতে পারে।

সত্যবান। সেতো ঠিক। কিন্তু এই অবেলায় কাঠ আনতে হবে।

দ্যুমৎসেন। তোমার মা আমাকে বল্লেন শুকনো কাঠ একদম ফুরিয়ে গেছে।

সত্যবান। ঠিক আছে। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি। [গমনোদ্যত]

সাবিত্রী। দাঁড়াও।

সত্যবান। কেন?

সাবিত্রী। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

দ্যুমৎসেন। সে কি মা! ঘরের বউ, তুমি যাবে 'বনে'?

সাবিত্রী। রাজার মেয়ে প্রয়োজনে যদি বনে আসতে পারে। তবে ঘরের বউ স্বামীর সঙ্গে বনে গেলে কি দোষ হবে বাবা?

দ্যুমৎসেন। না—না, দোষের কথা বলছি না, মা। আমি বলছি তুমি তিনদিন আজ উপোস করে আছ—দুর্বল শরীর নিয়ে—

সাবিত্রী। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি বাবা। আপনি দয়া করে অমত করবেন না। আমি স্বামীর সঙ্গে কাষ্ঠাহরণে যাই।

সত্যবান। এ তুমি কি পাগলামো সুরু করলে সাবিত্রী?

সাবিত্রী। ওগো তুমি জান না, যে ব্রতের যে নিয়ম তা রক্ষা করতেই হয়।

দ্যুমৎসেন। ব্রত!

সাবিত্রী। হ্যাঁ ব্রত। তিনদিন উপোস থেকে যে ব্রত আমি উদযাপন করেছি—তাকে নিয়ম আছে ব্রতের শেষদিন স্ত্রীকে মুহূর্তের জন্যও স্বামীর সঙ্গ ছাড়া হতে নেই।

দ্যুমৎসেন। একি বড় অদ্ভুত নিয়ম মা।

সাবিত্রী। অদ্ভুত হলেও ব্রতের নিয়ম পালন না করলে ব্রত করে কোন লাভ হয় না।

সত্যবান। সাবিত্রী।

সাবিত্রী। স্মরণ রেখো তুমি আমার কাছে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ।

দ্যুমৎসেন। এর মধ্যে প্রতিজ্ঞাও হয়ে গেছে। তাহলে আর এই বুড়ো ছেলে তোমাকে কি করে আটকাবে। যাও, স্বামীর সঙ্গে কাষ্ঠাহরণ করে নিয়ে এসো।

সাবিত্রী। বাবার স্নেহের তুলনা নেই।

[শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া স্বামীকে বলিল।]

সাবিত্রী। চলো।

সত্যবান। চল। ভালই হলো। কাট কেটে দেব আমি—আর মাথায় করে নিয়ে আসবে তুমি। ঠেলাটা তখন বুঝবে খন।

সাবিত্রী। আচ্ছো গো বীরপুরুষ আচ্ছা। এখন চল দেখি কাষ্ঠ নিয়ে আসি। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্যুমৎসেন। আমার এই পাগলীমা। রাজার মেয়ে কোনদিন পরিশ্রমের কাজে অভ্যস্ত নয়। অথচ কি আশ্চর্য্য। সূর্যোদয়ের পূর্ব মুহূর্ত্ত থেকে একাই সংসারের সব কাজ করে যাচ্ছে। ভগবান, আমার সর্বস্ব নিয়েও তুমি যে অপূর্ব সম্পদ দিয়েছ—তার তুলনা নেই ঠাকুর তার তুলনা নেই। [সাবিত্রীকে ডাকিতে ডাকিতে শৈব্যার প্রবেশ।]

শৈব্যা। বৌমা—বৌমা।

দ্যুমৎসেন। বৌমা সত্যবানের সঙ্গে কাঠ আনতে বনে গেছে।

শৈব্যা। তুমি কেমন লোক গা? তিনদিন মেয়েটা না খেয়ে আছে। আর তুমি বনে যেতে দিলে?

দ্যুমৎসেন। কি করবো মেয়েটা যে শুনেলে না।

শৈব্যা। শুনলে না। তুমিও হয়েছ যেমন—মেয়েটাও হয়েছে তেমনি। এখন ভালয় ভালয় ওরা ঘরে ফিরে আসলেই বাঁচি।

দ্যুমৎসেন। না—না অত চিন্তা কেন। সঙ্গে সত্যবান রয়েছে।

শৈব্যা। তবে আর কি? চল নিশ্চিন্তে ঘরে গিয়ে হরিণাম করবো।

দ্যুমৎসেন। রাণী!

শৈব্যা। তুমি বুড়ো হতে চল্লে অথচ এটুকু ভেবে দেখলে না—যে বনের পথে—যদি হঠাৎ কোন আপদ বিপদ হয় তাহলে সত্যবান একা কোনদিকে সাম্লাবে। নিজেকে না বউটাকে।

দ্যুমৎসেন। তাই তো অতটা তো আর ভেবে দেখিনি। আর মেয়েটাও হয়েছে এমনি মায়াবী ওর কোন কথাই আমি ঠেলতে—পারি না।

শৈব্যা। ঐ তো হয়েছে আরেক জালা। কোত্থেকে যে ঐ রাক্ষুসী মেয়েটা এত মায়া নিয়ে আমার ঘরে এলো তা আমি ভেবেই উঠ্তে পাচ্ছি না।

দ্যুমৎসেন। শৈব্যা!

শৈব্যা। জান, জান, রাজা—সত্যবানকে না দেখে বরং থাকা যায়। কিন্তু রাক্ষুসীকে না দেখে এক মুহূর্ত্তও আমি থাকতে পারি না।

দ্যুমৎসেন। এ কি! তুমি কাঁদছো?

শৈব্যা। না—না কাঁদবো কেন? কাঁদবো কেন? ও আমার কে? শত্রু—শত্রু! তাই তো আমাকে একবার জিজ্ঞেস না করেই বনে চলে গেলো। কত সাপ আছে, বাঘ আছে, হাজার রকম

বিপদ বনের মাঝে ওৎ পেতে বসে আছে। কি যে হয় কে বলতে পারে?

দ্যুমৎসেন। না—না কিছু হবে না—কিছু—হবে না। আমার মন বলছে রাণী, বিশ্বের এমন কোন শক্তি নেই যে এমন সতী সাধবী—সাবিত্রী মায়ের অকল্যাণ করতে পারে।

শৈব্যা। মহারাজ।

দ্যুমৎসেন। চল—চল রাণী। ঠাকুর ঘরে চল। তুমি আর আমি একাগ্রচিত্তে ডেকে বলি ওগো—ওগো—প্রেমের ঠাকুর আমার সাবিত্রীমায়ের তুমি মঙ্গল কর—তুমি মঙ্গল কর।

শৈব্যা। [স্বামীর হাত ধরিয়া] হে মঙ্গলময় শিব আশুতোষ, মৃত্যুঞ্জয়ী মহাকাল, আমার নিজের ছেলের জন্য আমি তোমার কাছে কিছুই চাই না। শুধু পরের মেয়েটাকে ভালয়—ভালয় ঘরে এনে দাও। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ অংক।

প্রথম দৃশ্য।

শঙ্খনাদের বাড়ী।

শঙ্খনাদের প্রবেশ।

শঙ্খনাদ। ঘর—ঘর! স্ত্রী-পুত্রের কলহাস্যে মুখরিত আমার এত সাধের ঘর—নীরব কেন? পলাশ—পলাশ—নন্দা—নন্দা— [হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে একজন ভীমকায় ব্যক্তি অস্ত্রহাতে শঙ্খনাদের উপর লাফাইয়া পড়িল।]

গুপ্তঘাতক। সর্ব শেষ। [চকিতে শঙ্খনাদ সরিয়া গিয়া গুপ্ত-ঘাতককে আক্রমণ করিল।]

শঙ্খনাদ। কে তুই?

গুপ্তঘাতক। তোমার যম। [সবেগে আক্রমণ করিল।]

শঙ্খনাদ। কে কার যম তা এক্ষুণি স্থির হয়ে যাবে।

[অল্প কিছুক্ষণ অস্ত্র চালনার পর শঙ্খনাদ গুপ্তঘাতককে আঘাত করিল। সে আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল।]

গুপ্তঘাতক। আঃ—প্রাণ যায় [উঠিতে গেল শঙ্খনাদ ছুটিয়া গিয়া দক্ষিণ পা দিয়া আততায়ীকে চাপিয়া ধরিল।]

শঙ্খনাদ। কে তুই?

গুপ্তঘাতক। আমি রাজবাড়ীর জল্লাদ, বাঘমল!

শঙ্খনাদ। হঠাৎ তুমি আমাকে আক্রমণ করলে কেন?

গুপ্তঘাতক। টাকার লোভে।

শঙ্খনাদ। টাকা! কে দিল টাকা?

গুপ্তঘাতক। মহারাজ মহাবল সিংহ।

শঙ্খনাদ। মহাবল আমাকে হত্যা করতে পাঠিয়েছে?

গুপ্তঘাতক। হ্যাঁ সেনাপতি। আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। আমি গরীব মানুষ। টাকার লোভ সাম্‌লাতে পারি নি। আমায় তুমি ক্ষমা কর। আঃ— [টলিতে টলিতে প্রস্থান।]

শঙ্খনাদ। মহাবল—মহাবল। এত নীচে নেমে গেছ তুমি, যে আমাকে হত্যা করতে তুমি গুপ্তঘাতক লেলিয়ে দিয়েছ। আচ্ছা আমিও দেখে নেব।

উন্মাদিনী নন্দার প্রবেশ।

নন্দা। হাঃ-হাঃ-হাঃ— কি দেখতে? রূপ? যৌবন? নয় না? হাঃ-হাঃ-হাঃ কি দেখবে কি দেখবে?

শঙ্খনাদ। নন্দা!

নন্দা। চুপ্! নন্দা মরে গেছে। এ যা দেখছো এ একটা রূপ! একটা যৌবন। একটা লালসা পরিতৃপ্তির সুন্দর উপাদান। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

শঙ্খনাদ। নন্দা—নন্দা কি হয়েছে—কি হয়েছে তোমার? অমন করছ কেন?

নন্দা। না—না ছুঁয়োনা—ছুঁয়োনা। তুমি সুদ্ধ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে?

শঙ্খনাদ। নন্দা—

নন্দা। দেখছো না—আমার সারা গায়ে নরকের পোকাগুলি কেমন কিলবিল করছে! দেখছো না রক্ত পলাশের রং গায়ে মেখে আমি কেমন সুন্দর করে সেজেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ।

শঙ্খনাদ। পলাশ—! পলাশ—কোথায় নন্দা?

নন্দা। পলাশ! পলাশ! আমি তাকে খুন করেছি। দেখছো না দেখছো না—আমার হাতে পলাশের কত রক্ত লেগে রয়েছে। কিন্তু সেই শয়তান সেই শয়তানকে আমি যে চাই। [গমনোদ্যত। শঙ্খনাদ জোর করিয়া তাকে চাপিয়া ধরিয়া ঝাঁকাইয়া বলিল।]

শঙ্খনাদ। নন্দা—নন্দা! তুমি কি পাগল হবে? [এতক্ষণে নন্দার একটু স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে।]

নন্দা। কে—কে তুমি? ও পলাশের বাপ। তা এত দেরী করে এলে? এদিকে যে সব ফুরিয়ে গেলগো—সব ফুরিয়ে গেল।

শঙ্খনাদ। কি ফুরিয়ে গেল? কি শেষ হয়ে গেল, নন্দা?

নন্দা। ফুরিয়ে গেল তোমার পলাশের সেই মিষ্টি হাসি আর মধুর সম্ভাষণ।

শঙ্খনাদ। নন্দা!

নন্দা। আর নিঃশেষে শেষ হয়ে গেল তোমার আদরের নন্দা।

শঙ্খনাদ। কি হয়েছে—আমাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বল। আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না। একি! তুমি টলছো কেন?

নন্দা। টলছি! কই? না তো। তাহলে বোধ হয় সেই শয়তানটা এসেছে। ওগো সে আমায় ধরতে আসছে—তুমি আমাকে বাঁচাও রক্ষা কর।

শঙ্খনাদ। কারকথা—কারকথা তুমি—বলছো?

নন্দা। তোমার সঙ্গী। তোমার পাপকর্মের সহায়ক শয়তান, মহাবল।

শঙ্খনাদ। মহাবল! এখানেও মহাবল। বল, বল, কি করেছে সেই শয়তান?

নন্দা। আমার সর্বস্ব নারীত্ব লুণ্ঠন করেছে। তোমার পলাশকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে।

শঙ্খনাদ। [চীৎকার করিয়া] মহাবল! মহাবল— [উত্তেজিত ভাবে গমনোদ্যত।]

নন্দা। কোথায় যাবে? কোথায় পালাবে? ঘরের ভেতর তোমার মরা ছেলে রয়েছে তার সৎকার করতে হবে না। তাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে না?

শঙ্খনাদ। নন্দা!

নন্দা। বুঝেছি—বুঝেছি সব বুঝেছি। পুরুষেরা স্ত্রী চায় না—পুত্র চায় না—চায় শুধু আকণ্ঠ ভোগের তৃষ্ণা পূর্ণ করতে। বেশ বেশ! তোমার ভোগ নিয়ে তুমি থাক। আমি যাই আমার মরা ছেলেকে বুকে নিয়ে চিতায় তুলে দিতে। হাঃ-হাঃ-হাঃ। [প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। নন্দা—নন্দা— [হঠাৎ আবির্ভূত হলো ছায়াপলাশ]

ছায়াপলাশ। বাবা—

শঙ্খনাদ। পলাশ! [ধরিতে গেল]

ছায়াপলাশ। পারবে না—পারবে না। আমায় ছুঁতে পারবে না। আমি জীবিত নই মৃত। এ আমার প্রেতমূর্তি।

শঙ্খনাদ। প্রেতমূর্তি!

ছায়াপলাশ। হ্যাঁ প্রেতমূর্তি। শয়তান মহাবল আমাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। মায়ের উপর অকথ্য নির্য্যাতন করেছে। যদি মানুষ হও পুরুষ হও তাহলে এর প্রতিশোধ নিও—শয়তান মহাবলের রক্তে তুমি আমার উদ্দেশ্যে তর্পণ করো।

[প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। পলাশ—পলাশ—[ধরিতে গিয়া পড়িয়া গেল।] আঃ—

[এই প্রচণ্ড মারাত্মক আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া সে ক্ষণিকের জন্য জ্ঞান হারাইল]

সশস্ত্র মহাবলের প্রবেশ ।

মহাবল । জল্লাদকে পাঠালাম । এখনো তার কোন সন্ধান নেই । শঙ্খনাদ কি এখনো জীবিত ! [শঙ্খনাদকে দেখিয়া] এইযে—এই যে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে । এরপর নন্দাকে আজীবন ভোগ করার পথে আর কোন প্রতিবন্ধক রইলো না । হাঃ-হাঃ-হাঃ—কিন্তু নন্দা—নন্দা কোথায় গেল । যাই তোকে খুঁজে ধরে নিয়ে আসি । [গমনোদ্যত । শঙ্খনাদের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছে । সে মাথা তুলিয়া বলিল ।]

শঙ্খনাদ । দাঁড়াও ।

মহাবল । কে [শঙ্খনাদ তড়িৎগতিতে অস্ত্র হাতে উঠিয়া দাঁড়াইল ।]

শঙ্খনাদ । তোমার বন্ধু !

মহাবল । শঙ্খনাদ জীবিত ?

শঙ্খনাদ । না । এ শঙ্খনাদের প্রেতাত্মা । তোমার হৃদরক্ত পান করার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছে ।

মহাবল । কিন্তু তোমাকে হত্যা করার জন্য জল্লাদ পাঠিয়েছিলাম, সেকি তবে বেইমানী করেছে ?

শঙ্খনাদ । না । শঙ্খনাদের এই তরবারির মুখে জীবন দিয়ে সে কর্ত্তব্যের শেষ করে গেছে ।

মহাবল । এত স্পর্দ্ধা তোমার । আমার জল্লাদকে তুমি হত্যা করেছ ।

শঙ্খনাদ । এবার আমি তোমাকেও হত্যা করবো শয়তান । [ভীমবেগে মহাবলকে আক্রমণ করিল ।]

মহাবল। আয় তবে মৃত্যুমুখী পতঙ্গ। [উভয়ের যুদ্ধ ও ক্ষণপরে মহাবলের পতন।] আঃ—

শঙ্খনাদ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—ক্ষুদ্র বলে দুর্বল বলে এই শঙ্খনাদকে তুমি বহু অপমান করেছ। আজ তার সুদ সমেত পরিশোধ করে যাও। [সজোরে মহাবলকে লাথি মারিল।]

মহাবল। আঃ—শঙ্খনাদ—শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। শঙ্খনাদ—হাঃ-হাঃ-হাঃ—[পুনঃ পুনঃ পদাঘাত।]

মহাবল। না—না, এভাবে তুমি আমাকে পৈশাচিক হত্যা করো না। আমাকে একেবারে মেরে ফেল শঙ্খনাদ।

শঙ্খনাদ। শঙ্খনাদ নই আমি শঙ্খ-বিষ। তাই আমি তোমাকে এমনিভাবে পদাঘাতে পদাঘাতে তিলে তিলে হত্যা করবো।

[পুনঃ পুনঃ পদাঘাত করিয়া মহাবলকে লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান।

ক্ষণপরে বিষপান করিয়া নন্দার পুনঃ প্রবেশ।

নন্দা। যাঃ। সব শেষ। সব জালার অবসান। ওরে, ওরে পলাশ একটু দাঁড়া। আমিও আসছি—আমিও আসছি।

রক্তমাখা হাতে শঙ্খনাদের প্রবেশ।

শঙ্খনাদ। রক্ত নে পলাশ, রক্ত নে। আমি তোর উদ্দেশ্যে রক্ত তর্পণ করছি।

নন্দা। অত রক্ত কার গো, অত রক্ত কার?

শঙ্খনাদ। শয়তান মহাবলের।

নন্দা। মহাবল! হাঃ-হাঃ-হাঃ! সব শেষ। সব শেষ। পাপের ভার আজ অতলে তলিয়ে গেল! হাঃ-হাঃ-হাঃ!! [পড়িয়া যাইতেছিল শঙ্খনাদ ধরিল।]

শঙ্খনাদ। কি হলো? অমন করছ কেন?

নন্দা। পায়ের ধুলো দাও স্বামী। আমি বিষ খেয়েছি।

শঙ্খনাদ। বিষ!

নন্দা। হ্যাঁ বিষ। এত জ্বালা আর সইতে পাচ্ছিলাম না—তাই বিষ দিয়ে সব শান্তি করে গেলাম।—আমি চল্লাম তোমার পলাশের কাছে। তুমি এস আমার পেছনে।

শঙ্খনাদ। নন্দা—নন্দা!

নন্দা। ও ডাক আর জীবনে শোনা হবে না। শুনবো পরজন্মে। আঃ! বিদায়··· [প্রস্থান।

শঙ্খনাদ। বারে নিয়তি! কি আমার অদৃষ্ট? হিংসার পথ ধরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আজ আমি সব হারালাম। নন্দা তুমি ঠিকই বলেছিলে—হিংসা দিয়ে অন্যায়ের প্রতিকার করা যায় না। যাও—সতী যাও। এ পাপপুরীর বাতাস তোমার সইলো না। তুমি যাও স্বর্গে আর আমি যাবো নরকে। তবু নরক থেকে চেয়ে দেখবো—দূরে বহুদূরে নীল নীলিমায় আমার নন্দা—পলাশকে কোলে নিয়ে বসে আছে। সেই হবে আমার পরম সান্ত্বনা। ওগো সর্বসন্তাপহারী মৃত্যু—তুমি আমাকে গ্রহণ কর—গ্রহণ কর! [প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গভীর বন।

সময়—সন্ধ্যা অতিক্রান্ত।

সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ। সত্যবানের কাঁধে কুঠার।

সত্যবান। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। বল!

সত্যবান। বনে আসার আগে বারবার নিষেধ করেছিলাম, শুনলে না। এখন দেখ, বনের পথে কত কষ্ট!

সাবিত্রী। তুমি স্বামী—তুমি যদি নিত্য কাষ্ঠ আহরণে এত কষ্ট সহ্য করতে পার,—তবে স্ত্রী হয়ে আমি কি একদিনও তার অংশ গ্রহণ করতে পারি না?

সত্যবান। অস্বীকার করি না! কিন্তু চেয়ে দেখ, সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। চারিদিকে কি ভীষণ অন্ধকার। অরণ্যের নীরবতা যেন এক ভয়ংকর মুহূর্তের অপেক্ষা করছে। মনে হয় যেন তার ভয়ে বায়ু স্তব্ধ,—অনন্ত ব্যোম যেন কি এক দারুণ বিভীষিকা দর্শনের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। তোমার ভয় হচ্ছে না, সাবিত্রী?

সাবিত্রী। না। তুমি তো সঙ্গে আছ। ভয় কি? কিন্তু তোমার শুকনো গাছ কোথায়? বহুদূরতো এলাম, আর কতদূর?

সত্যবান। হয়তো সম্মুখে, হয়তো দূরে।

সাবিত্রী। তার অর্থ?

সত্যবান। তুমি।

সাবিত্রী। আমি?

সত্যবান। হ্যাঁ তুমি। আমি নিত্য কাষ্ঠ আহরণে আসি। আশেপাশে কত শুকনো গাছ দেখতে পাই। কিন্তু আজ একটিও দেখছি না! অথচ সজীব বৃক্ষও ছেদন করা চলবে না।

সাবিত্রী। এমন কেন হলো?

সত্যবান। তোমার জন্য?

সাবিত্রী। আমার জন্য!

সত্যবান। হ্যাঁ সতী। আমি লক্ষ্য করেছি, শুকনো গাছ তোমার অঙ্গগন্ধে মঞ্জুরিত হয়ে ওঠে।

সাবিত্রী। কি বলছ?

সত্যবান। অতি সত্য। তাই এতদূরে এসেও কোন শুকনো গাছ দৃষ্টি গোচর হলো না!

সাবিত্রী। তাহলে উপায়?

সত্যবান। তুমি ক্ষণকাল এখানে অপেক্ষা কর। আমি তড়িৎ গতিতে গিয়ে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ করে আনি!

সাবিত্রী। না, না, তা হয় না। তিলেকের তরেও আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না।

সত্যবান। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। না-না, আমি কিছুতেই তোমাকে একলা ছেড়ে দেব না। তাতে তোমার বিপদ হবে।

সত্যবান। বেশ! তাহলে কাষ্ঠ আহরণ স্থগিত থাক।

সাবিত্রী। স্বামী!

সত্যবান। গৃহে রন্ধন কার্য বন্ধ থাক!

সাবিত্রী। আর্যপুত্র—

সত্যবান। আমাদের প্রত্যক্ষ দেব-দেবী উপোসী থাক।

সাবিত্রী। না—না, তা হয় না, তা হয় না তাতে যে মহাপাপ হবে। আমার সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সত্যবান। তাহলে অনুমতি দাও।

সাবিত্রী। অনুমতি—অনুমতি! ওঃ এযে উভয় সঙ্কট!

সত্যবান। ঐ দেখ—ঐ যে একটা শুকনো গাছ। দেখতে পাচ্ছ?

সাবিত্রী। হ্যাঁ—তাইতো মনে হচ্ছে! [অগ্রগমন]

সত্যবান। উহুঃ হুঃ! পাদমেকং ন গচ্ছঃ!

সাবিত্রী। কেন?

সত্যবান। তোমার অঙ্গগন্ধ পেলে ও শুকনো গাছও সজীব হয়ে উঠবে।

সাবিত্রী। আর্যপুত্র!

সত্যবান। সুতরাং তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি যাবো আর আসবো। [গমনোত্তত]

সাবিত্রী। একটু দাঁড়াও।

সত্যবান। কেন?

সাবিত্রী। এমনি। [বদন নিরিক্ষণ]

সত্যবান। কি দেখছ—এমন করে?

সাবিত্রী। তোমার মুখ!

সত্যবান। এক বছর দেখেও তৃপ্তি হয়নি বুঝি?

সাবিত্রী। এক যুগ দেখলেও আশা মিটবে না!

সত্যবান। আমার মুখ কি এতই সুন্দর?

সাবিত্রী। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য বুঝি ঐখানেই সন্নিবেশিত।

সত্যবান। আর তোমার মুখ?

সাবিত্রী। জানি না।

সত্যবান। আমি জানি।

সাবিত্রী। কি?

সত্যবান। সুধাভাণ্ড।

সাবিত্রী। তাই নাকি?

সত্যবান। হ্যাঁ, তাইতো ইচ্ছে হচ্ছে—কিছুটা সুধাপান করে কাষ্ঠ আহরণে যাই।

সাবিত্রী। যাঃ! দুষ্টু কোথাকার! খালি—

সত্যবান। কি?

সাবিত্রী। জানি না। যাও—

সত্যবান। বেশ চল্লাম। কিন্তু ফিরে এসে—

সাবিত্রী। শীগ্‌গীর না ফিরলে টের পাবে।

সত্যবান। আচ্ছা! আচ্ছা! [প্রস্থান।

সাবিত্রী। দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা! মা মঙ্গলময়ী, মঙ্গল কর, মা। [পেচক চীৎকার] একি অশুভ ধ্বনি! পেচক ডাকছে। যা—যা দূর হয়ে যা! [নেপথ্যে কুঠার আঘাতের শব্দ ও সত্যবানের চীৎকার।]

সত্যবান। আঃ! সা—বি—ত্রী!

সাবিত্রী। কি হলো—কি হলো? [দ্রুত প্রস্থান।

সত্যবানকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ। সত্যবানের
মাথায় রক্তের দাগ।

সত্যবান। সা—বি—ত্রী!

সাবিত্রী। একি হলো? একি হলো, স্বামী? কেমন করে তুমি আহত হলে?

সত্যবান। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য সাবিত্রী! শুকনো গাছে যেই কুড়োল দিয়ে আঘাত করেছি, অমনি কুড়োলটা ঘুরে এসে মাথায় লাগলো! আঃ!

সাবিত্রী। স্বামী! আর্যপুত্র!

সত্যবান। আমি ঘুমুবো—আমি ঘুমুবো, সাবিত্রী। আমার চোখে বিশ্বের সমস্ত ঘুম বান ডেকে আসছে। আমি ঘুমুবো!

সাবিত্রী। আমি কোল পেতে দিই—তুমি ঘুমোও!

[সত্যবানের মাথা কোলে লইয়া উপবেশন ও অঞ্চলে রক্ত মুছাইয়া দিল—অঞ্চল দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।]

সত্যবান। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। বল, এই যে দাসী তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, বল, কি বলবে?

সত্যবান। আমার চোখের আলো নিভে আসছে। শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। সাবিত্রী—সাবিত্রী, বুঝি অন্তিমকাল উপস্থিত।

সাবিত্রী। না—না, তা হয় না, হবে না, হতে দেব না।

সত্যবান। শোন! মৃত্যুকে রোধ করা যায় না। তার জন্ম দুঃখ করোনা। আমার অন্ধ পিতা রইলেন, শোকাতুরা মা রইলেন। আমার হয়ে তাদের তুমি সান্ত্বনা দিও; 'বাবা' বলে—'মা' বলে ডেকো। আঃ! আঃ! আঃ! [মৃত্যু]

সাবিত্রী। স্বামী! স্বামী! জীবিত বল্লভ! নাই—নাই—নাই। ওঃ! এতক্ষণে দেবর্ষির বাক্য অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। আমার ক্ষনিকের দুর্বলতায় সুযোগ নিয়ে স্বামী আমার চলে গেল! কি করি কি করি? ওগো, ওগো, শুনছ—শুনছ—আমায় একা ফেলে তুমি কোথায় গেলে? কতদূরে চলে গেলে! ওগো, কথা কও—

কথা কও! তুমি ছাড়া আর যে আমার কেউ নেই। কথা কও—কথা কও!

অজ্ঞান হইয়া স্বামীর বুকে লুটাইয়া পড়িল ক্ষণপরে মৃত্যুপতি যমের প্রবেশ।

যম। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। কে? কে আপনি? কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির্ময় দেহ, উজ্জ্বল করিটধারী, রক্তবাস পরিহিত, ভীমদণ্ড পানি! কে—কে আপনি?

যম। অনুমান করে নাও, সতী!

সাবিত্রী। না—না, অনুমান করার মতো অবস্থা আমার নয়। দেখছেন না। আমার কোলে আমার স্বামীর চৈতন্যহীন দেহ।

যম। দেবী!

সাবিত্রী। যক্ষরক্ষ দেব দৈত্য যেই হোন না কেন, আমার সকাতর অনুরোধ, আমার স্বামীর জীবন রক্ষায় দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন। আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো!

যম। কার কাছে জীবন রক্ষার সাহায্য কামনা করছ, সতী? আমি যে জীবন নেবার মালিক। জীবন নিতেই এসেছি।

সাবিত্রী। য়্যা! জীবন নিতে এসেছেন? তবে কি—তবে কি—

যম। আমিই যম—মৃত্যুর দেবতা।

সাবিত্রী। আপনি যম—মৃত্যুর দেবতা! না—না, দেব না—দেব না—আমি। [সত্যবানের দেহ জড়াইয়া ধরিল]

যম। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ক্ষুদ্র দুটি বাহু দিয়ে মৃত্যুকে তুমি—প্রতিরোধ করতে চাও? আশ্চর্য্য!

সাবিত্রী। আশ্চর্ব হলেও মৃত্যুকে আমি প্রতিরোধ করতে চাই

দেবতা। তবে তা শুধু বাহু দিয়ে নয়—আমার সমস্ত চৈতন্য শক্তি দিয়ে।

যম। পারবে না সতী।

সাবিত্রী। না পারি নিয়ে যাবেন। কিন্তু একথা স্থির যতক্ষণ শক্তি থাকবে—ততক্ষণ আমি বাধা দেব!

যম। বড় অপরিনত বুদ্ধি বালিকা তুমি।

সাবিত্রী। তার জন্যতো আপনিই দায়ী, মৃত্যুপতি!

যম। আমি?

সাবিত্রী। হ্যাঁ দেব, আপনি! পরিণত হবার মতো সময় দিয়ে আপনিতো আমার কাছে আসেননি? তবে পরিণত বুদ্ধির দাবী করছেন, কেন?

যম। চমৎকার! অয়ি মধুর ভাষিনী! তোমার যুক্তিপূর্ণ মধু ভাষনে মৃত্যুপতি যম আজ প্রীত। পরিনামে তোমার অনন্ত স্বর্গবাস।

সাবিত্রী। কে চায়? কে চায় স্বর্গ? ও স্বর্গ দেবতাদেরই থাক। মাটির মানুষ আমি এই মাটির ঘরেই সুখের নীড় রচনা করে থাকতে চাই। ওগো মৃত্যুপতি যম, আমার এই সুখের নীড়ে আপনি বজ্রাঘাত করবেন না।

যম। উপায় নেই দেবী। নিয়ম তান্ত্রিক বিশ্বে আমি নিয়মাধীন। স্বামীর দেহ তুমি পরিত্যাগ কর, সতী। আমি তাঁর আত্মাকে গ্রহণ করে স্বস্থানে ফিরে যাই।

সাবিত্রী। অনন্ত শক্তির অধিকারী আপনি। পারেন, নিয়ে যান আমার স্বামীর আত্মা আমার কোল থেকে।

যম। সতীর কোল থেকে পতির আত্মা গ্রহণে আমি অক্ষম, মা।

সাবিত্রী। অথচ আপনি মৃত্যুপতি!

যম। মৃত্যুপতি হলেও সতীর কাছে নতি স্বীকারে আমি বাধ্য।

সাবিত্রী। ধর্মরাজ!

যম। ধর্মরাজ বলেই তো মা, তোমার স্বামীর পবিত্র আত্মা নিতে, যমদূত নয়—স্বয়ং আমি এসেছি।

সাবিত্রী। এত যদি করুনা, ওগো করুনাঘন ধর্মরাজ, দয়া করে হতভাগিনীকে তার স্বামীর জীবন ভিক্ষা দিন প্রভু।

যম। অসম্ভব প্রার্থনা করে আমাকে তুমি বিপন্ন করোনা, মা। মৃত্যুদেহে জীবন সঞ্চার কোনদিনই সম্ভব নয়। দেহ পরিত্যাগ কর! সৃষ্টির নিয়ম রক্ষায় সাহায্য কর!

সাবিত্রী। সৃষ্টির নিয়ম রক্ষা! বেশ, তাই হোক। সাবিত্রীর বক্ষপঞ্জর ভেঙে চুরমার হয়ে যাক, তবু সৃষ্টির শুষ্ক নিয়ম রক্ষিত হোক। [মৃতদেহ মাটিতে রক্ষা করিল।]

যম। তোমার এই মহৎত্যাগ মৃত্যুপতি কোনদিন ভুলবে না। এস আত্মা! যমদণ্ড যুক্ত হয়ে—যম সন্নিধানে এস!

[যমদণ্ড সত্যবানের বুকে ছোঁয়াইল। একটা ভীষণ শব্দে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। সাবিত্রী বারেকের তরে শিহরিয়া উঠিল। একটি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আত্মা যমদণ্ডে যুক্ত হইয়া উঠিয়া আসিল। যম তাহাকে বামহস্তে মুঠিবদ্ধ করিল।]

সাবিত্রী। ওকি? ওকি?

যম। অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ আত্মা—দেহমুক্ত হলো! আসি তবে, মা! [গমনোদ্যত পথরোধ করিল সাবিত্রী] একি! পথ রোধ করলে কেন, মা?

সাবিত্রী। [নতজানু] কৃপাকরুণ—কৃপা করুণ, দেবতা। আমাকে এমনি ভাবে সর্বহারা করে আপনি যাবেন না, প্রভু। দয়া করে পতির জীবন আমাকে ভিক্ষা দিন।

যম। তা হয় না, মা! সহস্র আত্মীয়ের মর্ম্মভেদী বিলাপেও মৃতদেহে কোনদিন জীবন সঞ্চার হয় না। যাও, গৃহে যাও, স্বামীর ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন কর!

সাবিত্রী। শাস্ত্রে বলে—পতিই সতীর একমাত্র গতি। আপনি নিজে ধর্ম্মরাজ হয়ে—সেই পতি সঙ্গ পরিত্যাগে আমাকে আদেশ করছেন? এই কি ধর্ম্ম সঙ্গত কথা।

যম। তোমার মধুক্ষরা বাক্যে আমি পরম তুষ্ট হয়েছি, জননী। সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে কোন বর প্রার্থনা কর—আমি তা পূর্ণ করবো!

সাবিত্রী। এত যদি করুনা আপনার—তবে বরদিন প্রভু, আমার অন্ধ শ্বশুরের যেন অন্ধত্ব বিমোচন হয়।

যম। তথাস্তু! যাও সতী, এবার তুমি ঘরে যাও।

সাবিত্রী। কি নিয়ে যাবো প্রভু? আমার সর্বস্ব যে আপনার কাছে। কি নিয়ে আমি চক্ষুষ্মান শ্বশুরের সামনে তুলে ধরবো। আমার শ্বশুর শাশুড়ী যখন তাদের পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করবেন,—বলুন ধর্ম্মরাজ, আমি তাদের কি বলে প্রবোধ দেব?

যম। সাবিত্রী!

সাবিত্রী। ভিক্ষাদিন, ভিক্ষাদিন, করুনাময়। নিঃসম্বল পিতাকে তাদের পুত্রের জীবন ভিক্ষা দিন।

যম। যা হবার নয়—তার জন্য বৃথা অনুরোধ কেন মা? তুমি বরং সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য কোন দ্বিতীয় বর গ্রহণ করে আমার পথ মুক্ত কর!

সাবিত্রী। বেশ! তাহলে বর দিন ধর্ম্মরাজ, আমার শ্বশুর যেন তার হৃতরাজ্য ফিরে পান।

যম। তথাস্তু। যাও সতী, এবার হৃষ্টমনে ঘরে ফিরে যাও, আমার দেরী হয়ে গেল। [যমের দ্রুত প্রস্থান। সাবিত্রী কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া চিন্তা করিল।]

সাবিত্রী। চলে গেল—চলে গেল। আমার জীবনের সমস্ত সৌভাগ্যকে দলে পিষে চলে গেল। না—না, যেতে তোমাকে দেব না, ধর্ম্মরাজ—যেতে তোমাকে দেব না। তোমার গতি আমি নিশ্চয় রুদ্ধ করব! [দ্রুত প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে সুন্দরদেহী ভবিতব্যের প্রবেশ।

গীত।

ঐ যায়—ঐ যায়।
উল্কার মতো যম রাজ পিছে
পতিহারা সতী যায়।
ভবিতব্যের চিত্রপটে
নূতন চিত্র আঁকবে বলে,
কি খেলা খেলিছ ওগোপরমেশ,
নানা রঙে নানা ছলে।
যমরাজ পিছে ধাইছে মানবী—
কে কোথা দেখিছে হায়।

ভবিতব্য। ভবিতব্যের বিধান পটে কি সুন্দর রঙের খেলা জমে উঠেছে। দেখ্ দেখরে বিশ্ববাসী, স্বামী ভক্তির কি অসীম পুণ্য! যার বলে মানবী আজ মৃত্যুপতির পশ্চাতে! যাই সত্যবানের দেহটা যোগ্যস্থানে রক্ষা করে আমার চিত্রপটের শেষদৃশ্য দেখার জন্য—প্রস্তুত হইগে। [দেহ সহ প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

সত্যবানের কুটির।

অন্ধ দ্যুমৎসেনের প্রবেশ।

দ্যুমৎসেন। কি করলাম? কি করলাম? কেন বনে যাবার অনুমতি দিলাম?

শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। আর আমিও বা কেন এই অবেলায় সত্যবানকে কাঠ আনতে পাঠালাম? ওঃ ভগবান বুদ্ধি দাও যুক্তি দাও, কি আমরা করি?

দ্যুমৎসেন। শৈব্যা। শৈব্যা! এখন রাত কটা?

শৈব্যা। তা প্রায় মধ্যরাত্র।

দ্যুমৎসেন। মধ্যরাত্র! অথচ সাবিত্রী মা তো এখনো ফিরে এলো না? কি করি—অন্ধ আমি কি করি? [পেঁচক ডাকিল]

শৈব্যা। একি পেঁচক ডাকছে! তবে কি ওদের কোন—[দুই হাতে নিজের মুখ চাপিয়া ধরিল।] না—না এ আমি কি বলতে যাচ্ছি। সত্যবান—সত্যবান—

দ্যুমৎসেন। সাবিত্রী—সাবিত্রী—

নেপথ্যে অশ্বপতি। সত্যবান সত্যবান—

দ্যুমৎসেন। একি বৈবাহিকের কণ্ঠস্বর নয়?

শৈব্যা। তাই তো! ঐ যে তিনি এইদিকেই আসছেন।

দ্যুমৎসেন। আশ্চর্য্য—এতরাত্রে—মদ্র থেকে এই গভীর বনে—

অশ্বপতির প্রবেশ।

অশ্বপতি। সত্যবান—সত্যবান! সত্যবান কোথায়?

শৈব্যা। আপনি এ সময় হঠাৎ?

অশ্বপতি। অন্য কথায় উত্তর দেবার সময় নেই। শুধু বলুন কোথায় আমার সত্যবান?

দ্যুমৎসেন। সত্যবানের কথা জিজ্ঞাসা করছেন—কিন্তু আপনার মেয়ের কথা জিজ্ঞেসা করছেন না বৈবাহিক?

অশ্বপতি। কি হবে মেয়ের খোঁজ নিয়ে? যার জন্য মেয়ে—আমাকে সেই সত্যবানের কথাই বলুন বৈবাহিক সত্যবানের কথাই বলুন।

শৈব্যা। সত্যবান অপরাহ্নে কাঠ আনতে বনে গেছে।

অশ্বপতি। ফিরে এসেছে তো?

শৈব্যা। না।

অশ্বপতি। না! এতরাত হলো তবু সত্যবান ফিরে এলো না!

দ্যুমৎসেন। শুধু সত্যবানই নয় বৈবাহিক। সাবিত্রী মাও তার সঙ্গে গেছে—সেও ফেরেনি—

অশ্বপতি। সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীও আছে। তাহলে হয়তো—

উভয়ে। কি?

অশ্বপতি। না—না কিছু না। কিন্তু এ আপনারা কি করেছেন? সত্যবানকে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রে কেন বনে যেতে দিলেন? আপনারা জানেন না আজ কি সর্বনাশা রাত!

উভয়ে। সর্বনাশা রাত!

অশ্বপতি। হ্যাঁ—হ্যাঁ সর্বনাশা রাত! দেবর্ষি নারদের ভবিষ্যৎ বাণী—আজ এই কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী—রাত্রে সত্যবানের—জীবনান্ত হবে।

উভয়ে। বৈবাহিক!

অশ্বপতি। না, না, আর দাঁড়াবোনা আর দাঁড়াবোনা। আমি যাই, সত্যবানকে খুঁজতে যাই, সত্যবান সত্যবান। [উন্মত্তবত প্রস্থান।

দ্যুমৎসেন। বৈবাহিক—বৈবাহিক—

শৈব্যা। চলে গেলেন উন্মাদের মত চলে গেলেন। দাঁড়ান—বৈবাহিক। আমিও যাব আমিও যাব, আমার পাগলিমাকে খুঁজে আনতে আমিও যাব। সাবিত্রী—সাবিত্রী— [দ্রুত প্রস্থান।

দ্যুমৎসেন। শৈব্যা—শৈব্যা! [আগাইতে গিয়া পড়িয়া গেল।] আঃ—সবাই গেল তাদের হারানিধিকে খুঁজতে। কিন্তু অন্ধ আমি—আমি কি করবো? আমি কেমন করে তাদের খুঁজবো? ওরে তোরা ফিরে আয়—ফিরে আয়। সত্যবান—সাবিত্রী—

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

[চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল সেই শব্দ—"সত্যবান—সাবিত্রী"

———

চতুর্থ দৃশ্য

বৈতরিণীর তীর।

দ্রুত ঘাম মুছিতে মুছিতে যমরাজের প্রবেশ।

যম। উঃ! কি বিষম সংকটেই না পড়েছিলাম! সতী-সাবিত্রী যদি স্বেচ্ছায় দেহ পরিত্যাগ না করতো—তাহলে আমার সাধ্য ছিল না সত্যবানের আত্মাকে নিয়ে আসি। সৃষ্টির কল্পারম্ভ থেকে মৃত্যুপতি যমকে কোনদিন এমন বিভ্রাটে পরতে হয়নি। যা-হোক বালিকাকে দুটো তুচ্ছ বর দিয়ে তবু যে চলে আসতে পেরেছি এই আমার ভাগ্য!

নেপথ্যে সাবিত্রী। ধর্মরাজ—ধর্মরাজ—ধর্মরাজ—

যম। কে—কে ডাকে আমারে? [দেখা গেল আলুথালু বেশে আছাড় খাইতে খাইতে সাবিত্রীর আসিতেছে।]

যম। একি সাবিত্রী!

সাবিত্রীর প্রবেশ।

সাবিত্রী। ধর্মরাজ--ধর্মরাজ। [যমরাজের পায়ের উপর পড়িয়া গেল।]

যম। একি মা! তুমি এখানেও!

সাবিত্রী। দয়া করুন—দয়া করুন দেবতা।

যম। স্থির হও মা। ওঠ, চেয়ে দেখ জীবিত মানুষের অগম্য কি ভীষণ স্থানে তুমি উপস্থিত হয়েছ!

সাবিত্রী। একি! একি! ভয়ংকর গর্জনা নদী, ফুটন্ত জল, হিংস্র শ্বাপদেপূর্ণ, উত্তাল তরঙ্গময়ী—এ কোন্ নদী যমরাজ?

যম। এরই নাম বৈতরণী। এর পর পারে যমালয়।

সাবিত্রী। ধর্মরাজ!

যম। ধর্মরাজ বিস্মিত মা। এ সৃষ্টিতে আজ পর্য্যন্ত যা কেউ পারেনি কোন্ শক্তিতে তুমি সেই জীবের অগম্য স্থানে উপস্থিত হলে সাবিত্রী?

সাবিত্রী। আমার কোন শক্তি নেই দেবতা! আমি শুনেছি সাধু সঙ্গের গুণে জীব অনায়াসে বৈতরণী পার হয়ে যেতে পারে।

যম। মা!

সাবিত্রী। আপনি স্বয়ং ধর্মরাজ। আপনার চেয়ে উৎকৃষ্ট সাধু সঙ্গ আর কি হতে পারে প্রভু?

যম। সাধু—সাধু। তোমার ধর্মপূর্ণ মধুবাক্যে নির্মম যমরাজের মনেও করুণার সঞ্চার হয়েছে। হে সুভাষিনী, সত্যবানের জীবন ভিন্ন অন্য যে কোন বর তুমি প্রার্থনা কর—আবার আমি তা পূর্ণ করবো।

সাবিত্রী। তাহলে হে সদয় ধর্মরাজ, আমাকে বর দিন আমার অপুত্রক পিতার যেন দীর্ঘজীবি শত পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

যম। তথাস্তু। যাও আর আমার বিলম্ব ঘটিও না।

সাবিত্রী। ওগো করুণাঘন ধর্মরাজ! আপনি করুণা করে আমার পিতা এবং শ্বশুর দু'জনকেই সুখী করলেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমি নারী, স্বামী-পুত্র নিয়েই নারীর জীবন। অথচ আজ আমার কেউ নেই, স্বামীও নেই পুত্রও নেই। বলুন কি নিয়ে আমি সংসারে থাকবো? অন্তত একটি পুত্রও যদি থাকতো, তাহলে তাকে নিয়েই হয়তো আমি স্বামীকে ভুলে থাকতাম।

যম। তোমার যুক্তিপূর্ণ মধুবাক্যে যমচিত্তও আজ করুণা বিগলিত। ওগো শোভনে, সত্যবানের জীবন ভিন্ন আর যে কোন একটি বর নিয়ে তুমি ঘরে ফিরে যাও।

সাবিত্রী। তাহলে বর দিন প্রভু আমার গর্ভে যেন একে একে একশত ধার্মিক দীর্ঘ জীবি পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

যম। তথাস্তু। যাও সতী তোমার জীবনের সম্বলদান করলাম। এবার গৃহে ফিরে যাও। আমি বৈতরণী পার হবো। [দ্রুত গমনোদ্যত।]

সাবিত্রী। দাঁড়ান—

যম। আঃ—আবার কেন বিরক্ত করছো!

সাবিত্রী। বিরক্ত! ওগো ধর্মরাজ, ধর্মপুরীতে প্রবেশ করবার অধিকার এখনো কি আছে? নিজে ধর্মরাজ হয়ে আমাকে বর দিলেন আমার গর্ভে একে একে একশত পুত্রের জন্ম হবে। অথচ আপনি আমার পতির আত্মা নিয়ে চলে যাচ্ছেন—কোন সাহসে—

যম। হ্যাঁ! তাইতো!

সাবিত্রী। তাইতো নয়, উত্তর দিয়ে যান, পতি ছাড়া সতীর গর্ভে কি করে সন্তানের জন্ম সম্ভব? বলুন—বলুন ধর্মরাজ। এই কি আপনার ধর্মের লক্ষণ?

যম। সাবিত্রী! সতী! জননী!

সাবিত্রী। সাবধান—সাবধান ধর্মরাজ, আমার এই প্রশ্নের ধর্ম সঙ্গত সদুত্তর না দিয়ে যদি একপদ অগ্রসর হোন—তুচ্ছ মানবী হয়েও আমি আপনাকে অভিশাপ দেব।

যম। মা!

সাবিত্রী। হোন আপনি স্বয়ং মৃত্যুপতি। কিন্তু সাবিত্রীর অভিশাপ কোনদিনই ব্যর্থ হবে না।

যম। শান্ত হও মা শান্ত হও। আমি পরাজিত। ব্রহ্মাণ্ডের অপরাজেয় শক্তি মৃত্যুপতি যম আজ নতশির, পরাজিত। ওগো

সতীকুল রাণী, তোমার জন্য—শুধু তোমারই জন্য সৃষ্টিতে যা কোন হয়নি—তাই আমি সংঘটীত করবো।

সাবিত্রী। [যুক্তকরে নতজানু হইয়া] প্রভু দয়াল—করুনাময়—

যম। ওগো মহাসতী—তোমার কল্যাণে আজ সারাবিশ্ব দেখুক—মানবের কাছে দেবতার কি গরিমাময় পরাজয়। যাও সাবিত্রী গৃহে ফিরে যাও। আমার ইচ্ছায় মৃত সত্যবান পুনর্জীবিত হবে।

সাবিত্রী। [প্রনাম করিয়া] ধর্মরাজ!

যম। পুনর্জীবিত সত্যবান দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করে জগতে অতুল কীর্ত্তির অধিকারী হবে।

সাবিত্রী। আমি ধন্য—আমি কৃতার্থ।

যম। আরও আশীর্বাদ করি মা, আজকের এই সাবিত্রী ও যম উপাখ্যান যে মানুষ ভক্তি সহকাকে পাঠ কিম্বা শ্রবন করবে সর্বপাপ অপগত হয়ে ধনে-পুত্রে লক্ষী লাভে দাম্পত্য জীবনে সর্বসুখে সুখী হবে। দেহান্তে লাভ করবে অক্ষয় স্বর্গ।

সাবিত্রী। তাহলে এবার আদেশ করুণ আমি ফিরে যাই?

যম। যাবে? নিশ্চয়ই যাবে। কিন্তু মা, নিলেতো আমার কাছ থেকে অনেক, দেবেনা কিছু?

সাবিত্রী। মাটির মানুষ আমি। কি আপনাকে দিতে পারি দেবতা?

যম। মাটির মানুষ হলেও তুমি দেবতারও উর্দ্ধে। ওগো পুণ্যবতী সতী, দয়া করে যদি একবার যমপুরীতে চরনধূলি দিতে—আমি ধন্য হতাম।

সাবিত্রী। মহাভাগ্যবতী আমি। চলুন ধর্মরাজ, ধর্মপুরীদর্শন করে মানব জন্ম সার্থক করে আসি। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

শেষ দৃশ্য

সত্যবানের কুটির।

নেপথ্যে দ্যুমৎসেন। সাবিত্রী—সত্যবান।

[দ্রুত প্রবেশ করিতে গিয়া পড়িয়া গেল]

দ্যুমৎসেন। আঃ! সাবিত্রী—সত্যবান! এখনো কি রাত্রি প্রভাত হয়নি? [উঠিয়া চাহিতে গিয়া দেখিল সে সব দেখিতেছে] একি! এযে আমি সব দেখতে পাচ্ছি একি ভ্রান্তি—না স্বপ্ন? নাঃ! ঐ যে প্রভাত সূর্য উঠ্‌ছে, ঐ যে বৃক্ষলতা আন্দোলিত হচ্ছে! আঃ কি আনন্দ! আমি চক্ষু ফিরে পেয়েছি!

উন্মাদিনী শৈব্যার প্রবেশ।

শৈব্যা। কেন পেলে? কি দেখতে তুমি চক্ষু ফিরে পেলে, মহারাজ। ওগো, সত্যবান—সাবিত্রী শূন্য পৃথিবীতে কি দেখবে তুমি চক্ষুদিয়ে?

দ্যুমৎসেন। সত্যিতো! সত্যবান—সাবিত্রী শূন্য পৃথিবীতে এ চক্ষুরই বা কি প্রয়োজন ছিল? এর চেয়ে অন্ধত্বই যে ছিল ভাল!

শোকবিহ্বল শঙ্খনাদের প্রবেশ। হাতে স্বর্ণমুকুট

শঙ্খনাদ। মহাবজ্র!

উভয়ে। কে?

শঙ্খনাদ। চেনা যায়না বুঝি? যাবে না—যাবে না। আপনাদের

দীর্ঘশ্বাসে সুন্দর শঙ্খনাদ আজ প্রেতাশ্রিত আঃ! কি জ্বালা! কি জ্বালা!

দ্যুমৎসেন। তুমি—তুমি শঙ্খনাদ?

শঙ্খনাদ। হ্যাঁ মহারাজ—আমি শঙ্খনাদ। মহাপাপে আজ স্ত্রী-পুত্র হারা—সর্বহারা।

শৈব্যা। মহাবল কোথায়?

শঙ্খনাদ। নরকে। আমি তাকে হত্যা করেছি।

উভয়ে। হ্যাঁ! হত্যা করেছ?

শঙ্খনাদ! হ্যাঁ--শুধু অস্ত্র দিয়ে নয়, পদাঘাতে পদাঘাতে হত্যা করেছি।

শৈব্যা। যাও—যাও, আশ্রম সীমা পরিত্যাগ কর। তোমার স্পর্শে বাতাস কলুষিত হয়ে যাচ্ছে!

শঙ্খনাদ। [মুকুট দ্যুমৎসেনের পায়ের তালায় রাখিয়া] শুধু আশ্রম সীমানার নয়, দেবী, এ পৃথিবী থেকেই আমি চলে যাচ্ছি। যাবার আগে শাল্বরাজ্যের স্বর্ণমুকুট প্রত্যর্পন করে ভারমুক্ত হয়ে গেলাম। আঃ—[বক্ষে ছুরিকাঘাত]

উভয়ে। কি করলে? কি করলে?

শঙ্খনাদ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলাম। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন!···পলাশ—নন্দা—ওরে দাঁড়া—আমিও যাচ্ছি— আমিও যাচ্ছি! [প্রস্থান।

দ্যুমৎসেন। [মুকুট তুলিয়া লইয়া] ঈশ্বরের কি বিচিত্র বিধান! চক্ষুর সঙ্গে রাজ্য পেলাম—কিন্তু সর্বস্ব আমার গেল হারিয়ে।

অশ্বপতির প্রবেশ।

অশ্বপতি। না! বৈবাহিক। আমার সাবিত্রী মায়ের পুণ্য বলে আমরা আবার সব ফিরে পেয়েছি।

শেষ দৃশ্য।]

উভয়ে। বৈবাহিক!

সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ।

সাবিত্রী। আপনাদের আশীর্বাদে আমি দৈবকে অতিক্রম করে এসেছি। মৃত্যুপতিকে পরাজিত করে—স্বামীকে আমি ফিরিয়ে এনেছি।

সকলে। সাবিত্রী—সাবিত্রী!

সত্যবান। শুধু সাবিত্রী নয়—মহাসতী সাবিত্রী। জান মা, কাষ্ঠ ছেদন করতে গিয়ে কুঠারাঘাতে আমার মৃত্যু হয়। তারপর যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে এই মহাসতী সত্যবানের জীবন ফিরিয়ে এনেছে।

দ্যুমৎসেন। আমি ফিরে পেয়েছি আমার চক্ষু ও রাজ্য।

অশ্বপতি। আর আমি পেয়েছি—শত পুত্রলাভের মহাবর!

সকলে। জয় সাবিত্রী সত্যবানের জয়।

